হামি'উস্ সুন্নাহ কামি'উল বিদ'আহ মুফতিয়ে আযম আল্লামাহ
ফয়জুল্লাহ সাহেব চাটগামী রহঃ -এর সুযোগ্য খলীফা হযরতুল আল্লাম
মুফতী সাইফুল ইসলাম সাহেব হাতিয়ার হযরত রহঃ -এর
নসিহত সমগ্র ২৭

মহাসমাবেশ

নির্দেশনায়
শাইখুল হাদীস আল্লামা নূর আহমদ সাহেব রহ.
সাবেক প্রধান মুফতী, হাটহাজারী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়
সম্পাদনায়
বান্দাহ: আব্দুর রাজ্জাক
আড়ারদাহ্ মাদ্রাসা নিমতলা চৌগাছা যশোর
সংকলনে
মাহমুদুল হাসান নড়াইলী
নাযেমে তা'লীমাত আড়ারদাহ মাদ্রাসা নিমতলা চৌগাছা যশোর
ও
কদ্বীম ফারেগীন হযরতগণ
হামীউস সুন্নাহ আড়ারদাহ মাদ্রাসা নিমতলা চৌগাছা যশোর
প্রকাশনায়
সালে আওয়ালে দারুল মুতালায়া
১৪৪৪_১৪৪৫হিঃ মোতাবেক ২০২৩_২০২৪ ঈঃ সন

প্রাপ্তি স্থান

মাকতাবাতুল হিজাজ
কওমি মার্কেট, ৬৫/১ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৮৬১ ৫৯৭৬৪৬
ইসলামি টাওয়ার (আন্ডার গ্রাউন্ড) বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৯২৬ ৫২০২৫৩

আশরাফী বুকডিপো
প্রধান বিক্রয় কেন্দ্র
কওমি মার্কেট, ৬৫/১প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
০১৯১১ ২৯০১৩২
দ্বিতীয় শাখা
ইসলামি টাওয়ার ১১, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
০১৭০৭ ২৯০১৩২

ইত্তেহাদ পাবলিকিশন
কওমি মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৯৩৫ ২৮৯৮৩২
মাদ্রাসা মার্কেট, হাটহাজারী চট্টগ্রাম ০১৭৮৯ ৮৭৩৬৭৯

পরিবেশনায়: মাকতাবায়ে সাইফিয়া
আড়ারদাহ, নিমতলা, চৌগাছা, যশোর
মোবাঃ ০১৭৩৮৮৭২৪৫৪- ০১৯৮৩০২৭১৭১
প্রকাশকাল: নভেম্বর ২০২৩ ঈসায়ী
নির্ধারিত মূল্যঃ ১৬০ টাকা মাত্র।

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

حامدا و مصليا و مسلما

অধুনা সংস্কৃতির ছোঁয়ায় প্রগতির আবহে স্বকীয়তা বিবর্জিত মানুষ যখন বিজাতিয় সভ্যতার গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেয় তখন প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করা ও অসত্যকে অনুধাবন ও তার বর্জন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে৷ তদ্রূপ এই জাগতিক শিক্ষার শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও দ্বীন বর্জিত নীতিহীন রাজনীতির ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা পশ্চিমা সমাজের অশ্লীল কৃষ্টির মোহগ্রস্থ হয়ে ইহকালীন ও পরকালীন ধ্বংসের অনুভূতিও খুইয়ে বসেছে৷ তেমনিভাবে আপমর জনসাধারণ স্বীয় পার্থিব কর্মব্যস্ততা ও জীবিকার তাগিদে লিপ্ত থেকে দ্বীনদারগণের সাহচর্যে আসা ও দ্বীন শেখা হতে বঞ্চিত হচ্ছে, ফলে ক্রমেই জাহালিদ অমানিশায় বুঁদ হয়ে পড়েছে গোটা সমাজ৷ এহেন পরিস্থিতিতে জাতির মুক্তির লক্ষ্যে এমন কিছু লেখনী প্রয়োজন যার মাধ্যমে খুঁজে পাবে তাদের হারানো চেতনা। যে অনবদ্য রচনা হবে তার সংকটময় মূহূর্তের সাথী, অচেনা পথের দিশারী এবং যার আলোকে স্রোতের প্রতিকূলে, ইসলামের চাহিদাকে সামনে রেখে শত ঘাত-প্রতিঘাতকে উপেক্ষা করে জীবনকে করতে পারে মহিমান্বিত এবং অর্জন করতে পারে দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতা ও কামিয়াবী৷ বর্তমানে ধর্মদ্রোহিতা, ফেত্না-ফাসাদ ও বেহায়াপনার তান্ডব, প্লাবনের ন্যায় বিস্তার লাভ করেছে৷ পক্ষান্তরে মন্দের প্রতিবাদ, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন কচ্ছপ গতিতে ঠেকেছে৷ অপরদিকে যারা দ্বীনি প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিখানোর কাজে ব্যস্ত, গ্রন্থনা ও সম্পাদনার কাজে দিন-রাত মশগুল এবং দ্বীন প্রচার-প্রসারের কাজে নিয়োজিত তারা আত্মশুদ্ধি,ইবাদত, পরিশ্রম ও সাধনার পরিমন্ডলে কাজের জন্য তেমন সময় করতে পারে না৷ অথচ এখলাস, তাকওয়া, পরকালের ভাবনা, জীবন ও উন্নত নৈতিক চরিত্র গঠন আমলের উদ্দীপনার এই গুণগুলো হল শিক্ষার মৌলিক উদ্দেশ্য এবং শরীয়তের রূহ৷ কিন্তু এগুলো থেকে মানুষ আজ বিমুখ অথচ দ্বীনি দৈন্যতা

আস্তাকুড় হতে মুক্ত হয়ে আসমানী জ্ঞানের সফল সোপানে আরোহণ ব্যতীত মানবতার মুক্তি ও ইহ- পরকালীন কল্যাণ সমৃদ্ধি অসম্ভব ত্যাগ, সাধনা, ধৈর্যের মাধ্যমে যখন খোদাভীতি, তায়াক্কুল, অশ্রুবিসর্জন স্বর্ণ সিড়িতে পদার্পণ করা যাবে৷ তখনি সম্ভব হবে একটি হতাশামুক্ত স্বর্গীয় পরিবেশ৷ আর এ সমস্ত উদ্দেশ্য সামনে রেখে অন্যায়ের বেড়াজাল ছিন্ন করে কলুষমুক্ত স্বচ্ছ জীবন লাভ করতে যে অমীয় বাণীর অভাব রয়েছে; তারই ক্ষুধা নিবারণের প্রয়াসে এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা৷ যার আলোকে চললে আশা করি পথিক তার হারানো পথ খুঁজে পাবে, চেতনাহীন ব্যক্তি ফিরে পাবে তার হারানো চেতনা, গড়ে তুলতে সক্ষম হবে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ও হতাশামুক্ত রাষ্ট্র৷ আর বয়ে আনবে আখেরাতের সফলতা ও কামিয়াবী৷ সুধী সমাজের জন্য এই পুস্তকের প্রতিটি নসীহত মুক্তির দিশারী ও হেদায়াতের আমলের দিক নির্দেশক৷ জীবনের প্রতিটি পদে ধাক্কা ও ধোঁকা থেকে বাঁচার জন্য বিশেষ সহযোগী ও উপকারী৷ এই গ্রন্থটির নসীহতপূর্ণ অমীয় বাণী তার বারিধারায় অবগাহনের মাধ্যমেই সুশীতল করে দেবে আমাদের প্রতিটি মুহূর্ত৷ প্রাণ খুঁজে পাবে সব জড়-অচেতন পদার্থ৷ উজ্জীবিত হয়ে উঠবে তার নিমজ্জিত জীবন৷ সাহসী ও কর্মঠ হতে থাকবে কাপুরুষ এবং অলসের দল৷ কেঁটে যাবে সব দূর্বলতা এবং পরিণত হবে মজবুত আল্লাহভীরু মানুষে৷ সৃষ্টি হবে তায়াল্লুক মায়াল্লাহ আর পূর্ণ হবে দিলের সকল তামান্না। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে আমল করার তাওফীক দান করুন “আমীন”।

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়: মহা সমাবেশ

দ্বিতীয় অধ্যায় মুজাহাদা

তৃতীয় অধ্যায়

মন্তব্যঃ

বান্দাহ (আ.) রাজ্জাক ১৯৬৮ ঈসায়ী সনে ঝিনাইদহ নিবাসী এক স্বনাম ধন্য মাওলানা সাহেবের মুখ থেকে দাতপুর গ্রামের বাৎষরিক মাহফিলে মুজাহাদার আলোচনা শুনে তখন থেকেই বান্দাহ এ বিষয়ে কিছু লেখা-লিখি শুরু করি৷ এ যাবৎ রিসালাটির নাম ছিলো মুজাহাদাহ৷ উক্ত রেসালাটিকে অনেকেই হাতে নকল করে এবং পরবর্তীতে ফটো করে নিয়ে পড়ে উপকৃত হয়ে আসছেন৷ সর্বশেষ বর্তমান রেসালাটি পরামর্শ সাপেক্ষে মহাসমাবেশ নামে প্রকাশিত হতে চলেছে৷ বান্দাহর এ বিষয়ে প্রায় ৫৬বছর পর্যন্ত লেখা-লিখির সংক্ষিপ্ত সারাংশ এখানে প্রকাশ করা হলো৷ ব্যাপক বর্ণনা কোরআন,হাদীস, তাফসীরে ভরপুর৷ যার কিছু অংশ বান্দাহর লিখিত বুখারী শরীফের শরাহ নেকাতে বারী শরহে বুখারী এবং তাফসীরুল কোরআনে লিপিবদ্ধ করা আছে তথায় দ্রঃবঃ৷

বান্দাহ উক্ত মুজাহাদাহ কিতাবটিকে সর্বপ্রথম ১৯৭৯ঈসায়ী সনে হাটহাজারী মাদ্রাসার শায়খুল হাদীস আল্লামাহ আব্দুল কাইয়ুম সাহেব (রহ.) কে শুনাইলে তিনি কিতাবাকারে ছাফিয়ে প্রকাশ করার অনুমতি প্রদান করেন৷ এরপর ১৪০৪ হিজরী মোতাবিক ১৯৮৪ সনে হাটহাজারী মাদ্রাসার মুফতিয়ে আযমে ছানী আল্লামাহ মুফতী আহমাদুল হক সাহেব (রহ.)কে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শুনিয়েছিলাম৷ হযরত তখনই ছাফীয়ে প্রকাশ করার এজাজত প্রদান করেছিলেন৷ কিন্ত বান্দাহর সময় ও সুযোগের অভাবে মানজারে আমে আনা হয়নি৷ পরবর্তীতে ১৪১৪হিজরী মোতাবিক ১৯৯৪ঈসায়ী সনে বান্দাহর শায়েখ মুফতিয়ে আযমে ছালেছ আল্লামাহ মুফতী সাইফুল ইসলাম সাহেব হাতিয়াবী হযরত (রহ.) থেকে কিতাবটিকে মানজারে আমে আনার অনুমতি প্রাপ্ত হই৷ কিন্ত দুঃখনীয় বিষয় হলেও বলতে হয় বিভিন্ন কারণ বশত এতদিন পর্যন্ত কিতাবটিকে ছাফিয়ে কম্পিউটার কম্পোজ করে লোক সমাজের হাতে তুলে দেওয়া সম্ভব হয়নি৷ কিন্ত খাওয়াস এবং আখাস্‌সুস খাওয়াস মহলে কিতাবটির অধ্যয়ন চালু ছিলো৷ বান্দাহ পুনরায় ১৪২২ হিজরী মোতাবিক ২০০২

ঈসায়ী সনে হাটহাজারী মাদ্রাসার চতুর্থ মুফতি আজম আল্লামাহ মুফতি নুর আহমদ সাহেবকে রেসালাটি শুনিয়ে মাঞ্জারে আমে তুলে দেওয়ার অনুমতি প্রাপ্ত হই। এরপর ২০১৯ ও ২০২০ঈসায়ী সনে পূর্বের লিখিত কথার সাথে কিছু কথা বর্ধিত করি। এবার ২০২৩সালে ফিলিস্তিনের পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে কিতাবটিকে মানজারে আমে আনতে জরুরত মাহসুস হওয়ায় কিতাব আঁকারে প্রকাশ করা হচ্ছে, ইনশা আল্লাহু তা'আলা৷ বাকি আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা।

আল্লাহ তা'আলার লাখো কোটি শুকরিয়া ১৪৪৪ - ১৪৪৫ সালের সালে আওয়ালে দারুল মুতালায়া এবং কদ্বীম ফারেগীনদের সহযোগিতায় কিতাবটি মাঞ্জারে আমে / প্রকাশনীতে পৌছিয়ে দেওয়ার সুযোগ ও তাওফিক করে দিয়েছেন,একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই৷ তাই আল্লাহ-তা'আলারই লাখো কোটি শুকরিয়া, আলহামদুলিল্লাহ

বান্দাহ
আ. রাজ্জাক

প্রথম অধ্যায় মহাসমাবেশ

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده مصليا و مسلما بافتتاح هو المستغاث

امابعد

الحمد لله رب العالمين اهد ناالصراط المستقيم

١ قال الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا

٢ يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا

১) অর্থঃ-এ কুরআন মাজিদ এমন পথ প্রদর্শন করে যা সর্বাধিক সরল এবং সৎ কর্ম পরায়ন মুমিনদেরকে সুসংবাদ দেয় যে,তাদের জন্য মহা পুরষ্কার রয়েছে। [1]

২) অর্থঃ- লোকেরা আপনার নিকট কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে৷ আপনি বলে দিন, এর ইলেম আল্লাহ তা'আলার নিকটে৷ এ বিষয়ে তিনিই একমাত্র ভালো জানেন,তবে বলেদিন সম্ভবতঃ কিয়ামত অতি নিকটেই৷ [2]

ব্যাখ্যাঃ- উল্লেখিত আয়াত ও হাদীস শরীফ ইঙ্গিত বহন করছে যে, মুসলমানদের প্রথম কেবলা বাইতুল মোকাদ্দাস মাসজিদে আকসা পুনরুদ্ধারের একমাত্র অস্ত্র আল্লাহ তা'আলার মহাগ্রন্থ আল-কোরআনুল কারীম ও রাসুল (স:) এর বাণী আল হাদীস শরীফ ওয়াস সুন্নাহ প্রতিষ্ঠিত করা এবং তা প্রত্যেকের জীবনে বাস্তবায়ন করা৷ ইবনে কাসীর

1 সুরা ইসরা আয়াত নং ৯

2 আল আহ্‌যাব ৬৩

-মাজহারী,বয়ানুল কুরআন যার ই ভিত্তিতে খৃষ্টধর্মালম্বী মাইকেল এইচ এম হার্ট একশত মনীষীদের জীবনী বইয়ের শুরুতেই আখেরী জামানার নবী মুহাম্মদ মোস্তফা (স.) কে স্থান দিয়েছেন সকলের উর্ধ্বে৷ শুধুই বায়তুল মুকাদ্দাসই নয় সমস্ত পৃথিবীর শাসনভারও মুমিনদের হাতেই ন্যাস্ত করেছিলেন আল্লাহ তায়ালা একমাত্র ঈমান ও নেক আমলের ভিত্তিতে। আবারও বিশ্ব মুসলমানের হস্তগত হবে। উক্ত ঈমান ও নেক আমলের বুনিয়াদে ইনশা আল্লাহ তায়ালা। আর মুসলমানরা যখন পথভ্রষ্টতা ও গোনাহে লিপ্ত হবে তখন মুসলমানদের শাস্তি হিসাবে তাদের কাছ থেকে বায়তুল্লাহকেও ছিনিয়ে নেওয়া হবে। এবং কাফেররা এর উপর প্রাধান্য বিস্তার করে বায়তুল্লাহকেও ধ্বংস করে দেবে। নাঊযু বিল্লাহি মিন যালিকা। মুসলমান ঈমান এবং নেক আমল ধরে রাখলে বায়তুল মুকাদ্দাস হস্তগত হবে। আর নাহলে বায়তুল্লাহ তথা কাবা শরীফও হাত ছাড়া হবে। নাঊযু বিল্লাহি মিন যালিকা।[3]

ভবিষ্যৎ বাণী

মসজিদে আল আকসা পুনরুদ্ধার

মসজিদে আকসা হযরতে ওমরে ফারুক (রা.)এর সময়ে মুসলমানদের হস্তগত হয়৷ শত শত বছর ধরে তারা সেখানে বসে ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনা করেন৷ এই মসজিদের ইতিহাস-ঐতিহ্যের ধারক বাহক ছিলেন এক মাত্র মুসলমানরাই৷ এটাই ছিলো মুসলমানদের সর্বপ্রথম কেবলা৷ [4]

বর্তমান আমেরিকা ইউরোপের বলে বলীয়ান অভিশপ্ত গুষ্টি ইহুদীরা এই পবিত্র মাসজিদ জবর দখল করে আছে আজ প্রায় ৭৫বছর ধরে৷ এবং ফিলিস্তিনিরা তখন থেকেই নির্যাতিত৷ আজ প্রায় ৭৫ বছর ধরে ফিলিস্তিনিদের প্রায় ৩০ লক্ষাধিক মানুষ ইসরাঈল তথা ইহুদীদের হাতে শহীদ হয়েছে৷ যার অধিকাংশই ছিলো শিশু,নারী ও বৃদ্ধ৷ এখনও পর্যন্ত

3 বয়ানুল কুরআন

4 বুখারী শরীফ হাদীস নং ৩৯৭৩,৪৩০৭ সুরা আল বাকারা আয়াত নং ১৪৪, তাফসীরে ইবনে কাসীর, তাফসীরে মাযহারী।

ফিলিস্তিনবাসী অভিশপ্ত ইহুদীদের হাতে নির্মম ভাবে শহীদ হয়েই চলছে। বর্তমান ২০২৩ সনে আজ ২২দিনে প্রায় ৩০হাজার মানুষ শহীদ এবং ৫০হাজার মানুষ আহত ও লক্ষ লক্ষ মানুষ বাস্তুহারা। কোথায় সেই মানব অধিকার সংস্থা? আমরা তাদের রুপরেখা দেখতে চাই। অচিরেই মুসলমানদের সেই সর্বপ্রথম কেবলা মুসলমানদের হস্তগত হবে। ইনশা আল্লাহ তায়ালা।

তবে মুসলমানদের অবশ্যই একমত হয়ে তাদের পালনকর্তার একমাত্র মনোনীত দ্বীন ইসলাম, শারীয়ত এবং নবীয়ে কারীম (সঃ) এর আদর্শ ও সুন্নতের উপর সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে এবং কিছু রক্তও ঝরাতে হবে। আর এসব তখনই বাস্তবায়িত হবে যখন ফিলিস্তিনিদের সংগ্রাম একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে হবে । কিন্তু কোন জাতি বা গোষ্ঠীকে খুশি করা অথবা অন্য কোন স্বার্থ হাসিলের জন্যে সংগ্রাম করলে পবিত্র মাসজিদে আকসা কখনও উদ্ধার হবেনা। আর আল কুরআন ও সুন্নাহর আলো ছাড়া অন্য কিছু দিয়েও শায়তানি অভিশপ্ত ইহুদিবাদীদের দমন করাও সম্ভব হবে না।[5]

জেনে রাখা দরকারঃ- আল কুরআন ও সুন্নাহর আলোই পারবে ইহুদীদের সংগঠনকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভষ্মীভুত করে দিতে।[6]

এরই জন্য বিশ্ব মুসলমানদের ঐক্য অতীব প্রয়োজন, আর মসজিদে আকসা মুসলমানদের হস্তগত হলে নবুয়াতের পন্থায় খেলাফতে রাশেদা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হবেই ইনশা আল্লাহু তা'আলা। যার সময় কাল আর বেশি দূরে নাই। ফিলিস্তিনিদের অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দেওয়া নবুয়তের আলোকে খেলাফত পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রতিই ঈঙ্গিত বহন করছে। অতএব জেনে রাখা দরকার শত্রুদের দুরভিসন্ধি ও কবল থেকে আত্মরক্ষার উত্তম প্রতিকার হলো কমপক্ষে সুন্নত মুতাবিক নামাজ আদায় করা এবং নিজে ও পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গদেরকে এবং সমাজের সকলকে মানুষরূপে গড়ে তুলতে সচেষ্ট ও যত্নবান হওয়া।

[5] ইবনে কাসীর

[6] -কাশশাফ

১) নিজে মানুষ হয়ে ইখলাস থাকলে তথা নিজের ভুল নিজেই দেখা আত্মসমালোচনায় লিপ্ত থাকা নিজের ভুল সংশোধন করা। এরই জন্য প্রয়োজন দাওয়াত ইলাল্লাহের কাজে তথা আল্লাহ তা'আলার পথে মানুষকে আহবান করার কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে।

২) ঘরে ফাজায়েলের তালীম চালু থাকলে, ঘরের সকল সদস্য মানুষরূপে গড়ে উঠে, বদ দ্বীন ঘর থেকে লাশ হয়ে বের হয়ে যাবে, ইনশা আল্লাহু তা'আলা।

৩) সমাজ সুন্দররূপে গড়ে তুলতে হলে তিন কথা অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে (ক) সমাজের মানুষের গুণ দেখবো, দোষ দেখবো না। দোষ নজরে ধরা পড়লে গোপনে সম্ভব হলে সংশোধন করতে চেষ্টা কোশেষ করবো। (খ) নইলে নিজস্ব বিষয় হলে নিজে ত্যাগ স্বীকার করবো, ছাড় দিয়ে চলবো,ক্ষমা করে দেবো, আর ইসলাম বিরোধী হলে উসূল অনুযায়ী কাজ করবো। (গ) সকল কাম পরামর্শ অনুযায়ী করবো তাহলেই সুসমাজ ও আদর্শ সমাজ গঠিত হবে, ইনশা আল্লাহু তা'আলা এবং সমাজের সকল সদস্য মানুষরূপে গড়ে উঠেবেই ইনশা আল্লাহু তা'আলা। তাফসীরে কুরতুবী

এরই জন্য বর্তমান সকল মুসলমানের আত্মশুদ্ধি লাভ করা ও উপযুক্ত শিক্ষা দীক্ষা গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। [7]

বিঃদ্রঃ ইহুদিবাদী দল সম্পুর্ণ ধ্বংস হবে ২০৩৭ সালে, ঈসা (আ.) এর অবতরণের পর । এখন তারা ফিলিস্তিন থেকে বিতাড়িত হওয়ার আগে শান্তি চুক্তি করবে,পরে বিতাড়িত হয়ে ইরানের ইস্পাহান শহরে যায়গা নিবে,ইনশা আল্লাহু তা'আলা। এর পর চিরতরে ধ্বংস হয়ে যাবে অবশ্যই অবশ্যই, ইনশা আল্লাহু তা'আলা ।

বান্দাহর শায়েখ মুফতীয়ে আজমে ছালেছ আল্লামাহ মুফতি সাইফুল ইসলাম সাহেব হাতিয়ার হযরত (রহ.) এর বাণী মাকসাদ বা উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু এবং লাভ

আমাদের মাকসাদ আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন করা। খেদমত

[7] সূরা দুখান আয়াত নং ১০, তাফসীরে তাবারী

মাকসাদ নয়, খেদমত জরুরত,খেদমত দ্বীনের কাজের জন্য সহায়ক মাত্র। আর দ্বীন বলা হয় পাঁচ জিনিসের নামকে।

১.ঈমানাত, আল্লাহ তা'আলা সহ ৯টি বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। যার বর্ণনা সামনে আসছে ইনশা আল্লাহু তা'আলা।

২.ইবাদাত , আল্লাহ তা'আলার অনুগত্য করা।

৩.মুয়ামালাত, লেনদেন সাফ রাখা।

৪.আদাব, আচার-আচরণ ও চরিত্র সুন্দর রাখা।

৫.উকূবাত, ভুল ও শাস্তি মূলক কর্মকাণ্ড থেকে বেঁচে থাকা।

আমাদের কাম বা বিষয়বস্তুঃ- দাওয়াত,তালীম,তাযকিয়ার মেহনত। উক্ত তিন কাম হাসিল করতে খেদমতের সহযোগিতা লাগে,তাই একত্রে বলা হয় প্রত্যেক ব্যক্তির ২৪ঘন্টা জীবনীতে কাম মাত্র চারটিঃ- দাওয়াত,তালীম, জিকির ইবাদত ও খেদমত।

খেদমত এবং জিকির ইবাদতের মাধ্যমে আত্নশুদ্ধি লাভ হয়। কেননা,মানুষের সর্ববৃহৎ খারাপ অভ্যাস হলো-হিংসা বিদ্বেষ ও অহংকার করা। খেদমতের মাধ্যমে হিংসা অহংকার দূরীভূত হয়,গর্ব খর্ব হয়। আর শুধুই জিকির ও ইবাদতের মাধ্যমে দাওয়াত তালিম নুরান্বিত হয়। তাই খেদমত করবো দ্বীন ঈমান ঠিক রেখে এবং শারীরিক সুস্থতার দিকে লক্ষ্য করে। তবেই লক্ষ্য বস্তুতে পৌঁছতে সক্ষম হবো, ইনশা আল্লাহু তা'আলা। এ জন্যই প্রয়োজন জোশ, হুঁশ,ইত্তেবা। আর এই তিন গুণের হেফাজতের জন্য একান্ত প্রয়োজন প্রত্যহ দাওয়াত, তালীম,মাশওয়ারাহ। নইলে অবশ্যই ধাক্কা খেতে হবে সুনিশ্চিত,বাকি আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা। দাওয়াতের মাধ্যমে নিজের ইখলাস প্রতিষ্ঠা হয় এবং নিজেও মানুষ হয়। তালিমের মাধ্যমে পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গ মানুষরূপে গড়ে উঠে। আর মাশওয়ারার মাধ্যমে সুসমাজ গঠিত হয়।

চলার পথ

তিনটি গুণ ধরে রাখতে পারলে দুনিয়াতে চলতে সহজ।

১.এখানকার কথা ওখানে বলবেননা, ভালো হোক বা মন্দ হোক। একজনের কথা আরেক জনকে বলবেন না। তবে হ্যা বড়দের গুণের কথা যাকে সবাই ভালোবাসেন তার কথা অন্যত্রে নসিহত স্বরূপ বলা যেতে পারে,তবুও সতর্কতার সাথে বলতে হবে। ঢালাও ভাবে বলবেননা।

২.যাকে অনেকেই অপছন্দ করেন তাকে নিয়ে চলবেননা।

৩.আপনি যে তাকে এড়িয়ে চলছেন তার নিকট সরাসরি বলতে যাবেন না। বরং সুকৌশলে তার থেকে এড়িয়ে চলবেন।

وماتوفيقي الا بالله وعليه توكلت واليه انيب

আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতি পুরা হওয়ার মাধ্যম

بسم الله الرحمن الرحيم

حامدا ومصليا ومسلما

امابعد۔

قال الله تعالیٰ وعدالله الذین اٰمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنّھم فی الارض کما استخلف الذین من قبلھم۔ الخ

অর্থঃ-তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ-তা'আলা তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসনভার দান করবেন। যেমন তিনি শাসন কর্তৃত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের দ্বীনকে,যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন। তথা দ্বীন ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করে দেখাবেন। [৪]

অর্থাৎ প্রয়োজন মিটিয়ে দিবেন, দ্বীন ইসলামের উপর ইস্তেকামাত দান করবেন এবং তাদের অন্তরে মাখলুকের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদের অন্তরে শান্তি দান করবেন। তারা শুধুমাত্র আমার ইবাদত করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না।

ব্যাখ্যাঃ- উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আমার শায়েখ হযরতুল আল্লাম মুফতী সাইফুল ইসলাম সাহেব (রহ.) বলতেনঃ-এর পর পরই ৫৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহ-তায়ালা ঘোষণা দিয়েছেন - নামাজ কায়েম

[৪] সূরা নূর আয়াত ৫৫

করো,যাকাত প্রদান করো এবং রাসুল (স.) এর আদর্শ মেনে চলো ,যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও।

واقيموا الصلٰوة واٰتوا الزكواة واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون ـ النور ايت ۵۶

হযরত (রহ.) বলতেনঃ- উক্ত আয়াতে আল্লাহ- তা’আলা দুনিয়ার সকল মানবজাতিকে লক্ষ্য করে বলেন, আমি আল্লাহ তা’আলা তোমাদিগকে পাঁচটি গুণ ও আমলের ভিত্তিতে ৪টি পুরষ্কারের ওয়াদা করেছি।

১) ঈমান আনয়ন করা। ২) নেক আমল করা অর্থাৎ মুয়ামালাত লেন-দেন সাফ রাখা, মুয়াশারাত ও আখলাক তথা আচার-আচরণ দুরস্ত করা, সৎ চরিত্রবান হওয়া। ৩) আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত করা- তথা নামাজ পড়া, যাকাত আদায় করা,আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করা ইত্যাদি। ৪)আল্লাহ তা’আলার সাথে কাউকে শরিক না করা। ৫)রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর আদর্শ ও সুন্নত মুতাবিক জীবন গড়া।

হযরত উক্ত আয়াতের ব্যাখা দিতে যেয়ে একদিন বলেছিলেন:- দ্বীন বলতে পাঁচ জিনিসকে বুঝায়।

১)ঈমানাত-বিশ্বাস স্থাপন করা। ২)ইবাদাত-আনুগত্য করা। ৩)মুআমালাত- লেন-দেন ছাফ রাখা। ৪)আদাব, আখলাক, মুয়াশারাত -আদব, চরিত্র,আচার-আচরণ ভালো করা। ৫)উকূবাত- শাস্তিমূলক কর্মকান্ড থেকে দূরে থাকা।

ব্যাখ্যাঃ- ঈমানাত ৯জিনিসের নাম ঈমানে মুফাস্সাল সহ।

৮। حدوث خلقه অর্থাৎঃ-মাখলুক অস্থায়ী,অন্তরে এ কথার বিশ্বাস স্থাপন করা।

৯। لقاء ربه অর্থাৎ অন্তরে কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ-তা’আলার সাথে সাক্ষাতের একীন রাখা।

ইবাদাত ৫ আমলের 'নাম।।

১.নামাজ। ২.রোজা। ৩.হজ্জ। ৪.জাকাত। ৫.জিহাদ।

মুয়ামালাত পাঁচ প্রকার

১.লেন-দেন ২.বিবাহ শাদী ৩.বিচার বিভাগ ৪.আমানাত ৫.মিরাসী সম্পদ বন্টন করা।

আদাব দুই প্রকার

১। মুয়াশারাত তথা আচার-আচরণ ভালো হওয়া। ২। আখলাক, তথা সৎচরিত্রবান হওয়া।

عقوبات ভুলের শাস্তি

-স্বাধারণত ভুল বলা হয় পাঁচ প্রকার অথচ ভুল আসলে বহু প্রকার তন্মধ্য হতে পাচ প্রকার এখানে আলোচনা করা হয়েছে

۱ حد سرقة ،۲ـ حد زناء ،۳ ـحد ردة، ٤ ـ حد قذف ،٥ ـ حد شرب ـ

১)চুরির শাস্তি ২)জেনা-ব্যভিচারীর শাস্তি ৩) ইসলাম গ্রহণ করার পর ইসলাম ছেড়ে দিলে তার শাস্তি। ৪) মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার শাস্তি। ৫)মদ্য পানের শাস্তি।

কুরআন মাজীদে বর্ণিত উক্ত পাঁচটিগুণ অর্জন হলে চারটি পুরস্কার দেবেন।

যেটা আল্লাহ তায়ালা উক্ত আয়াত তথা সূরা নূরের ৫৫ নম্বর আয়াতে ওয়াদা করেছেন। যথাঃ-

১। উম্মতে মুহাম্মাদীকে পৃথিবীর খলীফা ও শাসনকর্তা বানানো হবে।

২। আল্লাহ তা’আলার মনোনীত দ্বীন ইসলামকে প্রবল করা হবে।

৩। মুসলমানদেরকে এমন শক্তি ও শৌর্যবীর্য দান করা হবে যে, তাদের অন্তরে শত্রুর কোন ভয়-ভীতি থাকবেনা।

৪। মুসলমানদেরকে এক শান্তিময় জীবন দান করা হবে।

উক্ত আয়াতের এই ওয়াদা আল্লাহ তা’আলা পূর্ণ করে দেখিয়েছেন। স্বয়ং রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর আমলেই মক্কা, খায়বার, বাহরাইন, সমগ্র আরব উপত্যকা, সমগ্র ইয়ামান রাসুল্লাহ (সঃ) এর হাতে বিজয় হয় এবং তিনি হিজরের অগ্নিপূজারী ও শাম-সিরিয়া এলাকায় কতিপয় অঞ্চল থেকে জিযিয়া কর আদায় করেছিলেন। রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস, মিসর ও আলেক জান্দ্রিয়ার সম্রাট মুকাউস, আম্মান, হাবশা ও আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশী প্রমুখ রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর নিকট উপঢৌকন প্রেরণ করেন এবং রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। তাঁর ওফাতের পর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) খলীফা হন এবং পারস্য, সিরিয়া ও মিসর অভিমুখে সৈন্য অভিযান পরিচালনা করেন। বসরা ও দামেস্ক তারই আমলে বিজিত হয় এবং অন্যান্য দেশেরও কতক অংশ করতলগত হয়। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) ২ বছর খেলাফত

পরিচালনা করার পর ওফাতের সময় নিকটবর্তী হলে আল্লাহ- তা'আলা তাঁর অন্তরে হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)কে পরবর্তী খলীফা নিযুক্ত করার ইলহাম করেন। হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) খলীফা নিযুক্ত হলে, তাঁর আমলে সিরিয়া ও সমগ্র মিসর পুরোপুরি বিজিত হয় এবং রোম পারস্যের এলাকা করতলগত হয়। তাঁর ১০ বছর খেলাফত আমলে তাঁরই হাতে কায়সার ও কিসরা সমূলে নিশ্চিহ্ন হয়। কায়সার রোমের রাজা বাদশাহদের উপাধি আর কিসরা পারস্যের রাজা বাদশাহদের উপাধী। হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব(রা.)খলীফা নিযুক্ত হলে তাঁর খেলাফত আমলে শাসন ব্যবস্থা এমন সুবিন্যস্ত করলেন যে,পয়গম্বর (আ.)গণ এবং হযরত আবু বকর সিদ্দিক(রা.) এর পর পৃথিবীবাসী এমন সুন্দর ও সুশৃঙ্খল শাসন ব্যবস্থা আর কখনও প্রত্যক্ষ করেনি। এর পর হযরত ওসমান গনি (রা.) এর খেলাফতের ১২বছরের আমলে ইসলামী বিজয়ের পরিধি পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। পাশ্চাত্য দেশ সমূহ, আন্দালুস, সাইপ্রাস, চীন, ইরাক, খোরাসান, আহওয়ায, রাশিয়া যাকে রুম এলাকা বলা হয়, ভারতবর্ষ সবই তাঁর আমলেই মুসলমানদের অধিকার-ভূক্ত হয়।

রাসুলল্লাহ (স.) বলেন আমাকে সমগ্র ভূ-খণ্ডের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত একত্রিত করে দেখানো হয়েছে। আমার উম্মতের রাজত্ব যে সব এলাকা পর্যন্ত পৌঁছবে সেগুলো- আমাকে দেখানো হয়েছে। আল্লাহ-তা'আলা এই প্রতিশ্রুতি হযরত ওসমান গনি (রা.) এর খেলাফাতের ১২বছরের আমলেই পূর্ণ করে দেখিয়েছিলেন। এরপর হযরত আলী (রা.) এবং হযরত হাসান(রা.)এর মাধ্যমে খেলাফতে রাশেদার ৩০বছর কাল পূর্ণ করে আল্লাহ-তা'আলা দেখিয়ে দিয়েছিলেন। এর পর হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ (রা.) এর জামানায় দুই বছর কাল খেলাফতে রাশেদার নমুনা আল্লাহ তা'আলা দ্বিতীয় বার দেখিয়ে দেন। আবারও অনতি-বিলম্বে হযরত ইমাম মাহদী (রা.) এবং হযরত ঈসা (আ.) এর মাধ্যমে খেলাফতে রাশেদা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করে ইসলামের ঝান্ডা সমুন্নত করে বিশ্ববাসীকে ন্যায় বিচারের পদ্ধতি প্রকাশ করে শান্তি ফিরিয়ে এনে পৃথিবীর মানুষ সকলকে শান্তিময় জীবন-যাপন করার সুযোগ করে দিয়ে দেখাবেন,স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই ইনশা আল্লাহু

তা'আলা। সেদিন মনে হয় আর বেশি দূরে নয়!যা বড়দের ধারণা, বাকি আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা।

وما علينا الا البلاغ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হয় ১৯১৪ঈসায়ী সন থেকে ১৯১৮ঈসায়ী সন পর্যন্ত। আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয় ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর শুরু হয়ে ১৯৪৫সালের ২ রা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এবিষয়ে হাটহাজারী মাদ্রাসার শায়খুল হাদীস আল্লামাহ আব্দুল কাইয়ুম সাহেব (রহ.) বলেছিলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ৮০ বছর পর আর একটি বড় যুদ্ধে মানুষ জড়িয়ে যাবে। উক্ত যুদ্ধ শেষ হতে না হতেই তার দুই বছর পর আরব ভূমিতে যুদ্ধের রূপ নিবে। এর এক বছর পর বড় মালহামার সম্ভবনা রয়েছে। হযরত বলেছিলেন, মালহামার(বিশ্বযুদ্ধ) পূর্বেই পৃথিবী এক পরিবর্তন দেখতে পাবে। আর উক্ত মালহামাটি ভারতবর্ষেই ঘটবে। এর তিন থেকে ছয় বছর পর পৃথিবী বহুত বড় দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হবে, একাধারে তিন বছর পর্যন্ত এ দুর্ভিক্ষের মধ্যে মানুষ গ্রেফতার হওয়ার পর দাজ্জালের আবির্ভাব হবে। তার এক বছর দুই মাস ১৪দিন পরই হযরত ঈসা (আ.)এর আগমন ঘটবে ইনশা আল্লাহু তা'আলা। আমি বান্দাহ আ. রাজ্জাক হযরতের কাছে জিজ্ঞাসা করলাম হযরত সালগুলোর নাম বললে ভালো হয় ,হযরত হেঁসে হেঁসে বললেন, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা ২০২৫ সালে, এরপর ২০২৮ সালেই হযরত ইমাম মাহদী (রা.)এর আগমন ইনশা আল্লাহ তায়ালা এবং আরব ভূমিতে লড়াই আর ২০৩০ সালের দিকে ভারতবর্ষের লড়াই, ২০৩৩ থেকে ২০৩৬ সাল পর্যন্ত দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা আর ২০৩৬ সালের দিকে দাজ্জালের তাণ্ডবলীলা এবং ২০৩৬ থেকে ২০৪০ সালের দিকে হযরত ঈসা (আ.) এর আগমন বার্তা, ইনশা আল্লাহু তা'আলা। বাকি আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা। হযরত বলেছিলেন, পৃথিবীতে এখনো বহু ছোট ছোট লড়াই হবে, তবে পৃথিবীবাসী এখনও বড় বড় চারটি যুদ্ধের সম্মুখীন হবে , তার পর পৃথিবী শান্তি ফিরে পাবে। এর ৭ বছর পর ইয়াজুজ-মাজুজের তাণ্ডব চলবে,সেই সময় হযরত ঈসা (আ.)তার দলবলকে নিয়ে তূর পাহাড়ে আশ্রয় নিবেন। এদিকে আল্লাহ তা'আলা ইয়াজুজ-মাজুজদের ঘাড়ে একটি করে ফোড়া দিয়ে তাদেরকে মৃত্যুর মুখে পতিত করবেন। প্রায়

৪০দিন পর হযরত ঈসা (আ.)তার দলবল নিয়ে নিচে নেমে আসবেন। এরপর হতে শান্তিতে বসবাস শুরু হবে,বাকি আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন।

বান্দাহর শায়েখ আল্লামাহ মুফতী সাইফুল ইসলাম সাহেব হাতিয়াবী হযরত (রহ.) এর বানীঃ- ভাবতে হবে

১)আমার কোনই কৃতিত্ব নেই, আমার কোনই কর্তৃত্ব নেই। ২) আল্লাহ তা'আলা চেয়েছেন তাই হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা যা চাচ্ছেন তাই হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা যা চান তাই হয়, আল্লাহ তা'আলা যেভাবে চান সেভাবেই হয়, আল্লাহ তা'আলা যার দ্বারা ইচ্ছা করবেন, তার দ্বারা করাবেন। ৩) বড়দের দোয়ায়। ৪) আমার অধীনস্থদের চেষ্টায়। ৫) এলাকাবাসীর সহযোগিতায়। ৬) পিতা-মাতা, গুরুজন, মুরুব্বী ও আত্মীয়-স্বজনদের গভীর নজরদারী করায় ও সতর্ক থাকায় হয়েছে,নইলে সম্ভব নয়। তাই শায়তানি খপ্পর হতে আল্লাহতালা আমাকে হেফাজত করেছেন আমার দ্বারা কিছুই হয় নাই।

অর্থ সম্পদ

অর্থ কড়ি কাউকে শান্তি দিতে পারে না, শান্তির একমাত্র পথ দ্বীন মেনে চলা, দ্বীন মোতাবেক জীবন গড়া,যাকে এক কথায় বলা চলে সুন্নত মোতাবেক জীবন যাপন করা। অর্থ সম্পদের মাধ্যমে সাময়িক সুখ ভোগ করতে পারে হয়তোবা, তাও আল্লাহ তা'আলা না চাইলে হয় না। শান্তির সম্পর্ক দিলের সাথে,কলবের সাথে, আর সুখের সম্পর্ক শরীরের সাথে সুখ কিনতে পাওয়া যায়। শান্তি ক্রয় বিক্রয় হয় না শান্তি আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত দ্বীনের সাথে সম্পর্ক। দ্বীন বাক্বদরে মেহনত,দুনিয়া বাক্বদরে কেসমত। তাই আল্লাহ তা'আলা সুখ ভাগ্যে লিখে না রাখলে সুখ হয় না। শত চেষ্টাও বৃথা হয়। আর যে দ্বীন মেনে চলে আল্লাহ তা'আলা তার ফয়সালাকৃত নেজাম পরিবর্তন করে দেন।

ان الله على كل شيء قدير۔[9]

ان القوة لله جميعا[10]

সিরিয়ার যুদ্ধ ও ইমাম মাহদী (রা.)

সিরিয়ায় বর্তমানে যে যুদ্ধ চলছে এই যুদ্ধ বন্ধ করার মত কোন শক্তি পৃথিবীর নেই। আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে বন্ধ হয়ে যাবে। এই যুদ্ধ পৃথিবীর প্রায় ৮০ টি রাষ্ট যুক্ত হবে। এবং সর্বশেষ এই যুদ্ধ তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধে পরিণত হবে ইনশা আল্লাহু তায়ালা।

সহীহ হাদীস শরীফ অনুযায়ী একমাত্র ইমাম মাহদী(রা.)ই এই পৃথিবীতে মহা শান্তি ফিরিয়ে আনতে পারবেন, ইনশা আল্লাহু তা'আলা।

কোন এক সময় ফোরাত নদীতে স্বর্ণের পাহাড় ভেসে উঠবে যেটা দখল করতে যেয়ে শতকরা প্রায় ৯৯ জন লোক মারা যাবে।[11]

বর্তমানে প্রায় ৮০০কোটি মানুষ পৃথিবীতে বসবাস করছে,তার মধ্য হতে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মাত্র ২০-৩০কোটি মানুষ বেঁচে থাকবে,এই পৃথিবীতে সর্বশেষ ইমাম মাহদী (রা.)প্রকাশের পূর্বে। ফোরাত নদীর স্বর্ণের পাহাড় দখল করতে যেয়ে তুরস্ক ও আমিরিকান জোট বেঁধে সুফিয়ানী দলের সাথে যুদ্ধ করবে। এ যুদ্ধে ১ লক্ষ ৬০ হাজার লোক তথায় নিহত হবে কিন্তু কেউ এটা দখল করতে পারবেনা। তবে সত্যিকারের মুসলমানদের জন্য আনন্দের বিষয় হলো,ফোরাত নদীতে ভেসে উঠা স্বর্ণের পাহাড় দখল করার জন্য কোন মুসলমান এ যুদ্ধে জড়াবেনা। শুধুমাত্র মুনাফিক,মুরতাদ ও কাফিররাই এ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে শাস্তি ভোগ করবে।

হযরত কা'আব (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, পূর্বাকাশে জুলফি নামক একটি তারকা উদিত হবে তার আলো হবে চন্দ্রের আলোর ন্যায় এর পর উক্ত তারকা সাপের ন্যায় কুন্ডলি পাকাতে থাকবে,যার কারণে উভয় মাথা মিলিত হওয়ার উপক্রম হবে। ইতিমধ্যে ইসরাঈল থেকে

---

[9] সূরা আলে ইমরান ১৬৫

[10] সূরা বাকারা ১৬৫

[11] মুসলিম শরীফ হাদীস নং ৭০০৮

বলতে শুরু করেছে এই তারকা নাকি তাদের মসিহ ঈসা (আ.)। তবে সত্য কথা হলো ঈসা (আ.) আগমনের নিদর্শন স্বরূপ এই তারকা। এই তারকা উদিত হওয়ার পর স্বর্ণের পাহাড় ভেসে উঠবে, ফোরাত নদীতে ইনশা আল্লাহু তা'আলা। তবে সেটা কখন, কত সালে হবে এটা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। তবে অনেকেই ২০২২- ২০২৩ সালে আশাবাদী ছিলেন,বাকি আল্লাহ তা'আলারই ইচ্ছা।

ইমাম মাহদী (রা.)দাজ্জাল ও ঈসা (আ.) এর আগমনের পূর্বে ৭০টি আলামত প্রকাশ হওয়ার যে কথা সহীহ হাদীস শরীফে পাওয়া যায়, তার অনেকটি আলামত ইতিমধ্যে প্রকাশ পেয়েছে আর মাত্র কয়েকটি আলামত বাকি আছে,তা এই

১) পূর্বাকাশে জুলফি তারকা উদিত হওয়া।

২) স্বর্ণের পাহাড় ভেসে উঠা,যা ফোরাত নদীতে ঘটবে।

৩)মালহামাহ, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

৪) ১৫ ই রমজান শুক্রবার রাতে বিকট শব্দে আওয়াজ আসবে হযরত ফিরোজ দায়লামি (রা.) বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর রাসুল (স.) বলেছেন, কোন এক রমজানে আওয়াজ আসবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! রমজানের শুরুতে নাকি মাঝামাঝি সময়ে নাকি শেষ দিকে'? নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,না বরং রমজানের মাঝামাঝি সময়ে। ঠিক মধ্য রমজানের শুক্রবার রাতে আকাশ থেকে একটি শব্দ আসবে। সেই শব্দের প্রচণ্ডতায় সত্তর হাজার মানুষ সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলবে আর সত্তর হাজার বধির হয়ে যাবে।[12]

সৌদি আরবের ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ১৫ই রমজান শুক্রবার হয়, ১৪৪৯ হিজরী বা, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৮ সাল।

৫) হজ্জের মৌসুমে মিনায় ইয়াহুদীদের আক্রমণ সেটা সহীহ হাদীসের আলোকে ১৪৪৯ হিজরী সনে ঘটবে বলে বুঝা যায়,যা ঈসায়ী তারিখের ২০২৮ সাল দাড়ায়,বাকি আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা।

[12] মাজমাউজ জাওয়ায়েদ, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩১০

ঐ সালেই ইমাম মাহদী (রা.) এর আত্নপ্রকাশ ঘটবে,ইনশা আল্লাহু তা'আলা। এর পর গাজওয়ায়ে সিন্দু যেটা পাকিস্তানের একটি এলাকা তথাকার লড়াই আগে হবে হয়তোবা, ইনশা আল্লাহু তা'আলা। এর পর আরব ভূমি ইমাম মাহদী (রা.)এর হস্তগত হবে ইনশা আল্লাহু তা'আলা।

এরো পূর্বে অর্থাৎ ইমাম মাহদী (রা.)এর আত্নপ্রকাশের পুর্বে ২০২৮ সালের দিকেই ফিলিস্তিন ও বাইতুল মোকাদ্দাস মুসলমানের হস্তগত হবে বা পুনরুদ্ধার হবে, ইনশা আল্লাহু তা'আলা। তার পর গাজওয়ায়ে হিন্দ অর্থ্যাৎ ভারতবর্ষের লড়াই,যেটা ইমাম মাহদী (রা.)এর আত্নপ্রকাশের পর-পরই ঘটবে, ২০৩০ সালের দিকেই ইনশা আল্লাহু তা'আলা। শেষ পর্যায়ে মুসলমান জয় লাভ করবে, ইনশা আল্লাহু তা'আলা।

হযরত উম্মে সালমা (রা.) বর্ণনা করেন,আমি আল্লাহ তা'আলার রাসুল (স.) কে বলতে শুনেছি একজন খলীফার মৃত্যুর সময় মতবিরোধ দেখা দিবে তখন বনু হাশেমের একলোক মদিনা ত্যাগ করে মক্কা চলে আসবে (এই আশঙ্কায় যে, মানুষ আমাকে খলীফা পদে অধিষ্ঠিত করে কিনা) কিন্তু জনগন তার ইচ্ছার বিপরীতে তাকেই ঘর থেকে বের করে আনবে এবং রোকন ও মাকামে ইব্রাহিমের মধ্যবর্তী স্থানে তার হাতে বায়াত গ্রহণ করবে।[13]

৬)আশুরা বা ১০ই মুহাররম শনিবার হবে। ইমাম বাকির (রহ.) বলেন, যদি দেখ আশুরার দিন বা ১০ই মুহাররম শনিবার ইমাম কাসিম (ইমাম মাহদী (রা.)মাকামে ইব্রাহিম ও কাবার মধ্যখানে দাড়িয়ে থাকবেন তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) তার পাশেই দাড়িয়ে থাকবেন এবং মানুষকে ডাকবেন তার হাতে বাইয়াত গ্রহণের জন্য।[14]

বায়াতের সংবাদ পেয়ে শাম (বর্তমান সিরিয়া) হতে সুফিয়ানী দল ইমাম মাহদী (রা.) এর বিরুদ্ধে বাহিনী প্রেরণ করবে তারা বায়দা নামক স্থানে

[13] আল-মুজামুল আওসাত ২য় খন্ড,৩৫পৃঃ, মুসনাদে আবী ইয়ালা হাদিস নং ৬৯৪০

[14] (বিহারুল আনোয়ার, খন্ড ৫২, পৃষ্ঠা - ২৭০) (গাইবাত, লেখকঃ শাইখ আত তুসী, পৃষ্ঠা - ২৭৪) (কাশফ উল গাম্মাহ, খন্ড ৩, পৃষ্ঠা - ২৫২) সৌদি আরবের কেলেন্ডার অনুযায়ী ১০ই মুহাররম শনিবার ১৪৫০ হিজরী বা, ৩রা জুন ২০২৮ সাল হয়।

আসলে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে ধসিয়ে দেওয়া হবে। সুফিয়ানী বলতে ইয়াজিদের বংশের একজন জালেম বাদশাহ। [15]
হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেছেন,রাসুল (স.) একদা বলেন,অদূর ভবিষ্যতে ফোরাত নদীতে আল্লাহ তা'আলা স্বর্ণভান্ডার উন্মুক্ত করে দিবেন। সে সময় যে লোক তথায় উপস্থিত থাকবে,সে যেনো তথা হতে কিছুই গ্রহণ না করে। [16]

قال رسول الله صلى عليه و سلم لكل امة فتنة وان فتنة امتي المال

প্রত্যেক জাতির জন্য একটা করে ফেতনা আছে,আমার উম্মতের ফেতনা হলো সম্পদ। [17]

এক মহাফেতনা ও দাজ্জালের পরিচয়

দাজ্জাল মানব জাতিরই একজন। হাদীসের আলোকে বোঝা যায় ইবনে সাইয়্যেদই সেই দাজ্জাল। [18]
রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন,দাজ্জাল একজন বৃহদাকার যুবক পুরুষ শরীরের রং হবে লাল, বেঁটে লোক ,মাথার চুল হবে কোকড়ানো, কপাল হবে উঁচু, বক্ষ হবে প্রশস্ত, চেহারার বাম পাশ থাকবে চোখ এবং ভ্রূ মুক্ত ফলে সে হবে কানা। এবং ডান চক্ষু হবে টেরা এবং আঙ্গুর ফলের মত উঁচু, এজন্য বলে কানা দাজ্জাল। দাজ্জাল নির্বংশ হবে, তার কোনো সন্তান থাকবে না, দাজ্জাল হবে চরম ধোকাবাজ, ডাহা মিথ্যুক,দাগাবাজ। রাসুল (স.) বলেন,৩০ জন চরম মিথ্যুক দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে।[19]

[15] তিরমীজি শরীফ হাদীস নং ২১৮৪ পৃঃ নং ৪২, খন্ড নং ২য়

[16] সহিহ বুখারী ২নং খন্ড ১০৫৪পৃঃ হাদীস নং ৬৮৩৬,তিরমিজি শরীফ খণ্ড নং ২য় পৃঃ নং ৪২,হাদীস নং ২১৮৪

[17] আল-আহাদ ওয়াল মাসানী ,৪র্থ খন্ড,৪৬২ পৃঃ

[18] বুখারী শরীফ হাদীস নং ১৩৩৯,২৯৫৮,৩২২৭,৩২২৮,/পৃঃ নং ৪২৯, খন্ড নং ১ম, ২য় খন্ড হাদীস নং ৬৬৩৭/৬৬৩৮

[19] সুনানে আবি দাউদ হাদিস নং ৪৩৩৪

সর্বশেষ দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ ঘটবে হযরত ইমাম মাহদী (রা.) এর আত্মপ্রকাশের পর। যেই দাজ্জালের মৃত্যু হবে হযরত ঈসা (আ.) এর হাতে।[20]
আল্লাহ তা'আলা দাজ্জাল কে মুমিনের ঈমানের পরীক্ষা করার জন্য সর্বশক্তি সামর্থ্য ও ক্ষমতা দান করবেন। তবে আল্লাহ তা'আলা তাকে জোর পূর্বক মুমিনদের ঈমান কেড়ে নেওয়ার ক্ষমতা দিবেননা। তবে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার এক ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে ভুলে পতিত মানুষদেরকে গোলক ধাঁধা ও সংশয়ে ফেলে কুফরীর দিকে মানুষকে টানতে চেষ্টা করবে। ফলে অনেক মানুষই তার ফিতনায় ফেসে যাবে, তার ফেতনা হুবহু ইবলিসের ফেতনার মতো। যারা দাজ্জালের অনুসারী হবে তারা নিজেদের গলা থেকে ইসলামের রশি খুলে ফেলে উম্মতে মুহাম্মাদী (স.) এর তালিকা থেকে নিজেদের নাম মুছে ফেলবে। আর যারা সচেতন মুমিন হবে তারা দাজ্জাল থেকে দূরে থাকবে। দাজ্জালের ধোঁকাবাজি ও লোভনীয় বস্তুর দিকে না তাকিয়ে ঘরের ভিতর গোপন থেকে আল্লাহ তা'আলার জিকিরের মাধ্যমে ক্ষুধা নিবারণ করবেন। সুবহানাল্লাহ পড়লে ক্ষুধার জ্বালা মিটে যাবে ,আল-হামদুলিল্লাহ বললে তৃপ্তি পাবে আর লাইলাহা ইল্লাহু আল্লাহু আকবার বললে শরীরে শক্তি এসে যাবে। এভাবেই মুমিনগণ দাজ্জালের ফিতনা ও ধোঁকা থেকে বেঁচে যাবে,যারা কুরআন পড়তে পারে তারা কুরআন মাজিদ পড়তে থাকবে তাহলে আল্লাহ তা'আলাই দাজ্জালের ফেতনা থেকে হেফাজত করবেন। এজন্যই কমপক্ষে প্রত্যহ সুরা কাহাফ এর শুরুর দশ আয়াত এবং শেষের দশ আয়াত তেলাওয়াত করতে থাকলে আল্লাহ তা'আলা নিজ জিম্মাদারীতে দাজ্জালের ফেতনা থেকে নিরাপদ রাখবেন, ইনশা আল্লাহু তা'আলা।

২০১৯ সালের পরিকল্পনা ২০ সালের ঘোষণা"
২৩ সালের সূচনা"
২৫-২৬ সালের মধ্যেই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা"

[20] সহিহ মুসলিম শরীফ হাদিস নং২৯৪১

২০২৮ সালে ফিলিস্তিন বিজয় ও বাইতুল মোকাদ্দাস পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা”
এবং ২০২৮ সাল থেকে ২০৩০ সালের মধ্যেই মোদের বাসনা”
২০৩৩ সাল থেকে ২০৩৬ সাল পর্যন্ত দুর্ভিক্ষের ঘটনা”
২০৩৬ সালেই দাজ্জালের তান্ডব লীলা”
আর ২০৩৭ সালেই নেমে আসবেন হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম (আ.) এর আগমন বার্তা হয়তোবা””
ইনশা আল্লাহু তা’আলা,বাকি আল্লাহ তা’আলার ইচ্ছা। ফতহুলবারী এবং শায়খুল হাদীস আল্লামাহ মুফতী আব্দুল কাইয়ুম সাহেব (রহ.) এর বাণী।

মহাফেতনা প্রকাশের আলামত ও দাজ্জাল প্রকাশের আলামত

(১) ফিলিস্তিনের বায়সান নামক স্থানের খেজুর গাছে ফল না দেওয়া।
(২)যুগার কুপের পানি শুকিয়ে যাওয়া।
(৩)তাবারিয়া উপসাগর শুকিয়ে যাওয়া।
পৃথিবীতে দুটি জায়গা এমন আছে যেখানে বিদ্যুত,নেট, কম্পাস কাজ করা ছেড়ে দেয়,একটি জায়গার নাম বারমুডা ট্রাইএ্যাঙ্গল যা আটলান্টিক মহাসাগরে অবস্থিত। আর অপরটি জাপানের শয়তানি সমুদ্রে। সমুদ্রের পানির কিছু অংশ গাঢ় মেঘ দ্বারা আবৃত। পরে এই মেঘ সাদা বর্ণে পরিবর্তিত হয়ে যায়। তা ছাড়া আগুনের বড় বড় গোলা, সাদা চমকানো মেঘ এবং অসংখ্য ফ্লাইংসসার বারমুডার সমুদ্রে প্রবেশ করতে দেখা গেছে। ফ্লাইংসসার(উড়ন্ত অজ্ঞাত বস্তুসমুহ) আধুনিক খনিজ পদার্থ ও প্লাস্টিকের সমন্বয়ে প্রস্তুত বস্তু সমূহ। এ খনিজ পদার্থটি দেখতে খুবই উজ্জল, দূর থেকে দেখলে যাকে তীব্র সাদা রশ্মির মত দেখায়। সে নিজের অবয়বকে ছোট ও বড়ো করতে পারে। প্রতি সেকেন্ডে সাত শত কিলোমিটার তার গতি। তাহলে ঘন্টায় ২৫ লাখ ২০ হাজার কিলোমিটার হয়। পৃথিবীবাসী এ পর্যন্ত এ পরিমাণ রেকর্ড করতে সক্ষম হয়েছে। । তবে তার গতি আরো বেশি হতে পারে। যা আল্লাহ তা'আলাই জানেন। কেউ যদি তার কাছে যায় তাহলে তার শরীরে তীব্র চুলকানী,চোখে জ্বালা -পোড়া শুরু হয় এবং দেহে এমন ভাবে ধাক্কা

লাগে যেন শক্তিশালী বিদ্যুৎ শক করেছে মনে হয়। তার মধ্যে পৃথিবীর বিদ্যুৎ যোগাযোগ ব্যবস্থা, ইন্টারনেট ইত্যাদি জ্যাম করার যোগ্যতা বিদ্যমান। এ বিশ্ব জগতে শক্তির যতো উপকরণ আছে তার সব গুলো উপাদান আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় মনে হচ্ছে এই ফ্লাইংসসারের প্রযুক্তিতে ব্যবহৃত হচ্ছে,আল্লাহ তা’আলা তার মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসাবে যা রেখেছেন তার মধ্য হতে আকর্ষণ শক্তিই হলো সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ তা’আলা ফ্লাইংসসারকে এমন অধিক শক্তিশালী করে সৃষ্টি করেছেন যার মাধ্যমে চুম্বকীয় মাঠ তৈরী হওয়া সম্ভব। যার ফলে জাহাজ ও বিমানগুলো কোথায় যেনো উধাও হয়ে যায়,এসবই আল্লাহ তা’আলার সৃষ্টি। বারমুডা ট্রাইএ্যাঙ্গেলের উপরে প্রায়শই অতিশয় উজ্জ্বল মেঘ ও সাদা চমকদার কুয়াশাও দেখা যায়। কলম্বাস তার আমেরিকা আবিষ্কারের ভ্রমন কাহিনীতে এধরণের মেঘ,কুয়াশার কথা উল্লেখ করেছেন। সাগরের সাদা পানি মূলত অতিশয় চমকদার মেঘ হয়ে থাকে। তার অভ্যন্তরে ঢুকে যাওয়ার পর পাইলটের কাছে মহাশূন্য, পৃথিবী ও পানি সব এলোমেলো মনে হয়। তিনি দিক নির্ণয় করতে ব্যর্থ হন। বিমান ও জাহাজের সবগুলো যন্ত্র অকার্যকর হয়ে যায়। ফলে পাইলট ও ক্যাপ্টেনের উপর অজানা আতঙ্ক ছেয়ে যায়। আল্লাহ তা’আলা যাকে চান তাকে ফেরত দেন,ফেরত পাঠান। আল্লাহ তা’আলার ইচ্ছায় অনেকেই সেখানে থেকে গেছেন। এ যাবৎ জানা যায় আমেরিকা ও বৃটিশের ১৫টি বিমান ও ১৭টি পানি জাহাজ তথায় গায়েব হয়ে গেছে,তাতে বহুলোক সংখ্যা ও খাদ্য দ্রব্য মালা-মাল ছিলো। স্যাটেলাইট কোন কোন দুর্ঘটনার সময় নাকি ছবি তুলেছিল কিন্তু পরে ক্যামেরার ফিতায় কিছুই পাওয়া যায়নি। এই দুই স্থানের কোথাও দাজ্জাল আছে বলে ধারণা করা হচ্ছে এবং ইসরাঈল সহ বৃটিশ ও আমেরিকার সাথে সংযোগ আছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। কেননা,
রাসুল (স.) এর বাণী,দাজ্জালের সাথী হবে ৭০ হাজার ইয়াহুদী সন্তান। ইসহাক ইবনে আব্দুল্লাহ (রহ.) বর্ণনা করেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা.) কে বলতে শুনেছি ইস্পাহানের সত্তর হাজার ইহুদী

দাজ্জালের অনুসারী হবে। তাদের গায়ে সবুজ রঙের তাইলাসি চাদর বা জুব্বা থাকবে।[21]

(২)হাইছাম ইবনে মালেক আত -তাঈয়ী (রা.) বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ (স.)বলেছেন দাজ্জাল দুই বছর ইরাক শাসন করবে তাতে সে প্রশংসিত হবে এবং মানুষ তার প্রতি ধাবিত ও আকৃষ্ট হবে। দুই বছর পর একদিন সে মঞ্চে দাঁড়িয়ে ভাষণ দেবে, তখন জনতাকে উদ্দেশ্য করে বলবে, এখনো কি সময় আসেনি, তোমরা তোমাদের প্রভুর পরিচয় লাভ করবে? এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করবে আমাদের প্রভু কে ?

দাজ্জাল বলবে আমি (নায়ুজু বিল্লাহি মিন জালিকা) আল্লাহ তা'আলার এক বান্দাহ তার এই দাবি প্রত্যাখ্যান করবে দাজ্জাল তাকে হত্যা করে ফেলবে। [22]

(৩) ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন যে-ই দাজ্জালের অবির্ভাবের সংবাদ শুনবে, সেই যেন তার থেকে দূরে থাকে। আল্লাহ তা'আলার শপথ, সে এমন ঘটনা ঘটাবে যে,কোন লোক এমন অবস্থায় তার কাছে আসবে সে নিজেকে মুমিন ভাবছে, কিন্তু এসে তার কর্মকান্ডে সন্দেহে নিপতিত হয়ে ঈমান হারিয়ে তার অনুসারী হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদিগকে এ বিপদ হতে হেফাজত করুন আল্লাহুম্মা আমীন। [23]

ফেতনার আবির্ভাব ও দাজ্জালের আবির্ভাব

ان حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج الدجال من غضبة يغضبها

[21] সহিহ মুসলিম শরীফ খন্ড নং ২, হাদীস নং ২২৬৬/২৯৪৪, মুসনাদে ইমাম আহমদ হাদীস নং ৮৪৫৩

[22] ইবনে কাসির খন্ড নং ১, পৃঃ নং ৯০, মাজমাউজ জাওয়ায়েদ খন্ড নং ৭, পৃঃ নং ৩৪৩, ফতহুলবারী খন্ড নং ১৩পৃঃ ৯৮

আন নিহায়া খন্ড নং ১, পৃঃ নং ৮৮,আল ফিতান খন্ড নং২পৃঃ নং ৫৩৯ হাদীসটি জয়ীফ

[23] সুনানে আবু দাউদ হাদিস নং৩৭৬২

অর্থঃ- হযরত হাফসা (রা.) হতে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন দাজ্জাল প্রচন্ড রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বের হবে।[24]

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه انه قال اول مصر امصار العرب يدخله الدجال البصرة

অর্থঃ- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আরব ভূমির যে শহরটিতে দাজ্জাল সর্বপ্রথম প্রবেশ করবে তার নাম বসরা।[25]

৩.রাসূলুল্লাহ (স.) মদিনার মসজিদে উপস্থিত সাহাবাদের সম্মুখে বললেন তামিমে দারী সে ছিলো একজন খ্রিস্টান সে এসেছে এবং বায়াত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছে। সে এমন একটি ঘটনা বর্ণনা করেছে আমি এতদিন তোমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে যা বলতাম তার অনুরূপ। সে আমাকে বলেছে সে ফিলিস্তিনের লাখাম ও জুজামী গোত্রের ৩০ জন যাত্রী নিয়ে সাগরের জাহাজে আরোহন করেছিল। হঠাৎ তারা প্রচন্ড ঝড়ের কবলে পড়ে দিক ভ্রান্ত হয়ে গেল। এক মাস পর্যন্ত ঢেউ তাদেরকে নিয়ে খেলতে লাগল, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় তাড়িয়ে নিয়ে চলল। অবশেষে ঢেউ তাদেরকে পশ্চিমের একটি অজানা দ্বীপে ঠেলে দিল। তথা থেকে তারা ছোট নৌকায় চড়ে দ্বীপে পৌঁছালে তথায় তারা এক আশ্চর্য প্রাণী দেখতে পেল যে প্রাণীটি এত মোটা ও ঘন লোম বিশিষ্ট ছিল যে, তার সামনের দিক আর পেছনের দিক নির্ধারণ করা যাচ্ছিল না। তারা তাকে দেখে বলল তুই ধ্বংস হয়ে যা কে তুই? সে বলল আমি জাসসাসা, গোয়েন্দা বা সংবাদ বাহক। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো তা আবার কী? সে বলল আগে তোমরা ওই গির্জার ভিতর অবস্থানরত লোকটির কাছে যাও। সে তোমাদের সংবাদের জন্য অপেক্ষা করছে। তামিমেদারী (রা.) বললেন, যখন সে আমাদের একজনের নাম উচ্চারণ করল, তখন আমরা একথা ভেবে খুব ঘাবড়ে গেলাম যে, সে শায়তান কিনা!আমরা তাড়াতাড়ি গির্জায় ঢুকে পড়লাম

[24] মুসলিম শরীফ হাদিস নং ২৯৩২

[25] মুসলিম শরীফ হাদিস নং ২৯২০

দেখলাম সেখানে শিকলে বাঁধা বিশাল আকারের এক মানুষ। এমন ভয়ানক আকৃতির মানুষ আমরা ইতিপূর্বে কখনো দেখিনি। তার দুই হাত কাঁধ পর্যন্ত আর পা দুখানা গোড়ালি পর্যন্ত মজবুত শিকল দিয়ে বাঁধা। আমরা বললাম ধ্বংস হোক তোর! কে তুই? সে বলল আমার অবস্থা তো তোমরা দেখেই ফেলেছ! এবার বল তোমরা কারা? বললাম আমরা আরব সম্প্রদায়, ঝড়ের কবলে পড়ে আমাদের এ করুণ অবস্থা। অবশেষেই এই দ্বীপে পৌঁছানোর যাবতীয় ঘটনা তাকে বিস্তারিত শুনালাম। তারপর সে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করল বাইসানের খেজুর গাছগুলোতে কি এখনো খেজুর আছে? আমরা বললাম হ্যাঁ আছে। সে বলল অচিরেই ওখানকার গাছগুলোতে খেজুর ধরা বন্ধ হয়ে যাবে। এরপর সে জিজ্ঞেস করল বুহায়রা তাবারিয়া উপসাগরে কি পানি আছে? বললাম হ্যাঁ ওখানে প্রচুর পরিমাণে পানি আছে। সে বলল অচিরেই তার পানি শুকিয়ে যাবে। এবার সে জিজ্ঞেস করল জুগার কুপ বা ঝরনার খবর কী? সে কুপ বাঁ ঝরনা থেকে কি পানি প্রবাহিত হয়? বললাম হ্যাঁ। সে আবার জিজ্ঞেস করল, উম্মি সম্প্রদায়ের নবীর খবর কী? তার বিষয়ে আমাকে খবর দাও সে কী কী করছে? বললাম তিনি তো মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় চলে গেছেন। সে জিজ্ঞেস করল আরবের মানুষেরা কি তার সঙ্গে যুদ্ধ করেনি? বললাম হ্যাঁ করেছে। সে আবার জিজ্ঞেস করল তাদের সাথে তিনি কি আচরণ করেছেন? তাকে সব ঘটনা খুলে বর্ণনা করে বললাম যে, সমগ্র আরবের উপর তিনি বিজয়ী হয়েছেন, অধিকাংশ আরবেই তাকে মেনে নিয়েছে। সে বলল তাকে মেনে নেওয়াই আরবদের জন্য কল্যাণকর। এরপর সে বলল শোনো! আমি হচ্ছি মাসীহ দাজ্জাল। অচিরেই আমাকে ভূপৃষ্ঠে বের হওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে,আমি বের হয়ে বিশ্বজুড়ে ভ্রমণ করবো। পৃথিবীর এমন কোন শহর থাকবে না যেখানে আমি প্রবেশ করবো না। ৪০ টি রাত এভাবে ঘুরে বেড়াবো। তবে মক্কা ও তাইবা তথা মদিনায় আমি প্রবেশ করতে পারবো না। কেননা, এই দুই শহরে প্রবেশ করতে গেলেই একজন ফেরেশতা তলোয়ার উঁচিয়ে আমার গতিরোধ করবে। কারণ এ শহর দুটির প্রতিটি ফটোকে এবং রাস্তায় ফেরেশতা নিয়োজিত থাকবে। ঘটনাটি উপস্থিত সাহাবীদের শুনিয়ে নবী কারীম (স.) লাঠি দিয়ে

মদিনার মাটিতে আঘাত করে বললেন এটিই হচ্ছে তাইবা শহর এটি হচ্ছে তাইবা শহর। এরপর নবীজি (স.) বললেন আমি কি তোমাদের নিকট দ্বীন পরিপূর্ণভাবে পৌঁছাতে পেরেছি? উপস্থিত সকলেই বললেন জি হ্যাঁ। তিনি বললেন তামিমে দারী (রা.) এর ঘটনাটি আমাকে চমৎকৃত করেছে। আরো বললেন আমি তোমাদেরকে দাজ্জাল ও মক্কা মদিনা সম্পর্কে যা বর্ণনা করেছিলাম তার ঘটনাটি আমার কথার সাথে পরিপূর্ণ মিলে গেছে। এরপর রাসুল (স.) বললেন জেনে রেখো দাজ্জাল বর্তমানে শামের সমুদ্রে বা ইয়ামানের সমুদ্রে অবস্থান করছেনা। বরং সে বর্তমান পূর্ব দিকে আছে, পূর্ব দিকে আছে, পূর্ব দিকে আছে ,তিনবার এ কথা বলে তিনি পূর্ব দিকে ইশারা করলেন। হযরত ফাতেমা বিনতে কাইস (রা.) বলেন যে, আমি এ হাদীসটি রাসূলুল্লাহ (স.) থেকে সংরক্ষণ করেছি। [26]

৪. রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন দাজ্জালের সাথে জান্নাত জাহান্নামের সাদৃশ্য কিছু থাকবে। যেটাকে সে জান্নাত বলবে তা হবে বস্তুত জাহান্নাম। আর যেটাকে সে জাহান্নাম বলবে বস্তুত সেটাই হবে জান্নাত।[27]

৫. রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, দাজ্জালের সময়ের সবচেয়ে আলোচ্য বিষয় হলো, তোমরা কিভাবে ধৈর্য ধারণ করবে? যখন লোকেরা খাবারের স্বাদ গ্রহণ করবে আর তোমরা থাকবে ক্ষুধার্ত, লোকেরা নিশ্চিন্তে নিরাপদে থাকবে আর তোমরা থাকবে ভীতসন্ত্রস্ত, লোকেরা থাকবে ছায়ায়,তোমরা থাকবে রোদে, অন্য রেওয়াতে আছে দাজ্জালের সঙ্গে পানি ও আগুন থাকবে, তার আগুন হবে মূলত শীতল পানি, আর পানি হবে আগুন।[28]

৬. আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন দাজ্জাল এসে মদিনায় এক পার্শ্বে অবস্থান করবে, তখন মদিনায়

---

[26] মুসলিম শরীফ হাদিস নং ২৯৪২,আবু দাউদ শরীফ হাদীস নং ৪৩২৬, তিরমিজি শরীফ হাদীস নং ২২৫৩

[27] বুখারী শরীফ হাদিস নং ২৯৩৬

[28] বুখারী শরীফ হাদিস নং ৩৪৩৯,৭১২৩,৭৪০৭,৩৪৫০,৭১৩০
মুসলিম শরীফ হাদীস নং ২৯৩৪

তিনবার ভূ-কম্পন হবে, যার কারণে মদিনা থেকে প্রতিটি কাফের ও মুনাফিক বেরিয়ে এসে দাজ্জালের সাথে যোগ দেবে। [29]
৭. আবু মিজলাজ (রা.) থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত তিনি বলেন যখন দাজ্জাল বের হবে তখন মানুষ তিন দলে বিভক্ত হবে, **একদল** তার সঙ্গে লড়াইয়ে লিপ্ত হবে, **একদল** তার থেকে পালায়ন করে পাহাড়ের শৃঙ্গে ৪০ দিনের জন্য আশ্রয় নেবে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাদের নিকট তাদের রিজিক আসতে থাকবে।
অন্য রেওয়ায়েতে আছে অথবা তারা ধৈর্যধারণ করে আল্লাহ তা'আলার জিকির, নামাজ ও কোরআন তেলাওয়াত বা কুতুববিনীতে লিপ্ত থাকবে। আল্লাহ তা'আলাই তাদের ক্ষুধা নিবারণ করে দিবেন এবং তৃপ্তি ও শক্তি দান করবেন।
তৃতীয় দল তার অনুসারী হবে ওই অনুসারীদের মধ্য হতে ঐ নামাজী ব্যক্তিও থাকবে যারা বলবে আমরা তার ভ্রান্তি সম্পর্কে অবশ্যই অবগত। তবে ক্ষুধা বা কষ্টের সময় আমাদের পরিবারবর্গদেরকে ছাড়তে পারছিনা। যারা এ কথা বলবে তারাও দাজ্জালের দলভুক্ত হয়ে যাবে।[30]
দেখুন, **হাদীসে বলা হচ্ছে দাজ্জালের অধিকাংশ অনুসারী হবে ঐ সকল নামাজি ব্যক্তি যারা তাদের পরিবার-পরিজনের কারণেই বিপথগামী হবে।** বর্তমানে আমরাও যদি পরিবার পরিজনের খুশি করতে যেয়ে সুন্নত ছেড়ে বেদআত কু- রসম ও হারামে লিপ্ত হয়ে যাই, তাহলে দাজ্জালের আগমনে আমরাও বিপথগামী হয়ে যাবো সুনিশ্চিত। নাউজুবিল্লাহি মিন যালিকা।
তাই আসুন সম্ভব হলে এখন থেকেই পূর্ণভাবে বাতিলের মোকাবেলা করতে থাকি নাহলে কোন নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিয়ে নিজের ঈমান, এক্বীন, ইলেম,আমল, আদব,আখলাক,তাকওয়া, তাওয়াক্কুল, সবর, ইস্তেকামাত,কনাআত, খুশু-খুজু ও সুন্নত হেফাজতের চেষ্টা কোশেষ করি। [31]

[29] বুখারী শরীফ হাদিস নং ১৮৮১,৭১২৪,৭১৩৪,৭৪৭৩, মুসলিম শরীফ হাদিস নং ২৯৪৩
[30] মুসনাদে ইমাম আহমাদ
[31] বুখারী শরীফ হাদিস নং ১৯

৮. উবাইদাহ ইবনে উমাইর (রা.) বলেন, দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটলে একদল মুমিন তার পিছে পিছে চলবে আর বলবে আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে সে কাফের কিন্তু আমরা তার অনুসরণ করছি এজন্য যে, তার প্রদত্ত খাবার থেকে কিছু যেন খেতে পারি এবং তার গাছপালায় যেন আমাদের পশুগুলো চরাতে পারি। কিন্তু জেনে রাখা দরকার যে, এটা আদৌ সম্ভব নয় তারাও দাজ্জালের অনুসারী হয়ে বে-ঈমান হয়ে যাবে এবং আল্লাহ তা'আলার গজবে নিপতিত হবে।
সাবধান - সাবধান - সাবধান এমনটি কেউ করবেন না।[32]
৯. দাজ্জালের সময় এমন অবস্থা ঘটবে,কেউ এসে বলবে আমার পিতা মাতাকে জীবিত করে দেখাতে পারলে তোমাকে মেনে নিবো। তখনই দাজ্জাল তার সাথে অবস্থান রত দুটি শায়তানকে তার পিতা মাতার রূপ ধরে সম্মুখে আসতে বলবে,তারা সাথে সাথেই ঐ ব্যক্তির পিতা মাতার রূপ ধরে এসে বলবে বৎস তাকে আল্লাহ বলে স্বীকার করে নাও। এভাবেই দাজ্জাল মানুষকে ধোঁকা দিতে থাকবে।
১০. দাজ্জালের সাথে রুটির পাহাড়, গোস্তের ডেগ, হাঁটতে থাকবে। দাজ্জাল আগুন হাতে নিয়ে খেলা করবে। মানুষ তাই দেখেই ধোঁকা খেয়ে যাবে। মোট কথা, যত প্রকার ধোঁকাবাজি আছে সব প্রকার ধোঁকা সে দিতে পারবে। যারাই তার ধোঁকার কারবারি দেখতে যাবে তারাই বেঈমান হয়ে যাবে,নাঊযু বিল্লাহি মিন যালিক ।

হযরত ঈসা (আ.)

আল্লাহ তা'আলা এতো যে মহান""সৃষ্টিজগত তার প্রমাণ
তিনি একক ও তিনিই আল্লাহু আহাদ"
قوله الله تعالى وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا وقال تعالى وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اِلَّا لَيُومِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ
অর্থঃ- পুর্বের আয়াত থেকে ইহুদীবাদীরা ঈসা আলাইহিস সালামকে হত্যাও করতে পারেনি। আবার শুলীতেও চড়াইতে পারেনি। [33]

[32] বাইহাক্বী শরিফ হাদিস নং মুসনাদে ইমাম আহমাদ হাদিস নং
[33] সুরা নিসা আয়াত নং ১৫৭

অত্র আয়াতের অর্থঃ- আর নিশ্চয়ই তারা তাকে হত্যা করেনি। বরং আল্লাহ তায়ালা ঈসা (আ.) কে নিজের কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন।
আর আহলে কিতাবের মধ্যে যত শ্রেণী রয়েছে, তারা সবাই ঈমান আনবে হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম (আ.) এর উপর, হযরত ঈসা (আ.) এর মৃত্যুর পূর্বে। [34]
ব্যাখ্যাঃ– হযরত ঈসা (আ.) সম্ভবত ২০৩৭ সালে পুনরায় পৃথিবীতে অবতরণ করবেন। তিনি তো দুনিয়াতে পুনরায় অবশ্যই আসবেন,তবে সেটা কবে,কখন কত তারিখে,সেটা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। তবে সম্ভবত তারিখ ২০৩৭ সাল নাগাদ ইনশা আল্লাহু তায়ালা।
তখনই সকলের চোখের নীল বা কালো চশমা খুলে যাবে এবং কোরআন মাজিদের সূরা নিসার ১৫৭ – ১৫৯নং আয়াতের আসল অর্থ সেই সময়েই বুঝে আসবে, ইনশা আল্লাহু তা'আলা। সেদিন আর বেশি দূরে নয় ২০৩৭ সালে আশা করা যায় ইনশা আল্লাহ তা'আলা যা পূর্বেই লেখা হয়েছে।[35]

আরব একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে

১.রাসুল (স.) বলেন, যখন আরব এবং অনারব সকল জায়গায় সকল স্তরে অশ্লীলতা বৃদ্ধি পাবে খারাবী বেড়ে যাবে তখন তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। [36]

عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل العرب

من شر قد اقترب موتوا ان استطعتم

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, আরব এমন এক ফেতনায় ধ্বংস হবে যা খুবই নিকটবর্তী তোমরা পারলে মরে যাও। [37]

[34] সুরা নিসা আয়াত নং —- ১৫৭-১৫৮-১৫৯
[35] তাফসীর ইবনে কাসীর, তাফসীরে মাযহারী ।
[36] বুখারী শরীফ হাদীস নং ৩৩৪৬,৩৫৯৮,৭০৫৯,৭১৩৫, মুসলিম শরীফ হাদীস নং ২৮৮০

হাদীসটি সহীহ কিন্তু موتوا ان استطعتم
এই বাক্যটির বিষয়ে ইশকাল রয়েছে।

মক্কা মদিনা ধ্বংস

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, হাবসার লম্বা নলা বিশিষ্ট পা ওয়ালা ব্যক্তি কাবা শরীফ ধ্বংস করবে। নাউজুবিল্লাহি মিন জালিকা। এটা হবে কিয়ামতের একেবারেই নিকটবর্তী সময়ে। [38] ইসলামের জনপদের সর্বশেষ যেটি ধ্বংস হবে তা হচ্ছে মদিনা। মদিনাও একদিন ধ্বংস হবে তখন মদিনার মিম্বারে কুকুর উঠে খাবার খাবে। নাউজুবিল্লাহি মিন জালিকা।[39]
এরপর মক্কা মদীনার লোকেরা ফিলিস্তিনে একত্রিত হবে। তারপর ফিলিস্তিনেও নিরাপত্তাহীন হলে অগ্নি উদগীরণের মাধ্যমে সকল মানুষকে সিরিয়াতে একত্রিত করবেন। তখন মক্কা মদিনাসহ আর কোন দেশেই লোক বসতি থাকবে না। শুধুমাত্র সিরিয়াতেই লোক বসতি থাকবে। এর কিছু কাল পরেই কিয়ামত সংঘটিত হবে। [40]

সম্পদ বৃদ্ধি

১.কিয়ামতের পূর্বক্ষণে সম্পদ ব্যাপকহারে এত বৃদ্ধি পাবে যে, কেউ সাদকা গ্রহণ করতে রাজি হবেনা। [41]
২. কিয়ামতের সন্নিকটবর্তী সময় ভালো লোক মারা যাবে, খারাপ লোক বেঁচে থাকবে।[42]

[37] সুনানে আবু দাউদ হাদীস নং ৪২৪৯ ,সুনানে ইবনে মাজাহ হাদীস নং ৪০৩৮, মুসনাদে ইমাম আহমদ হাদীস নং ৯১৯১,
[38] বুখারী শরীফ হাদিস নং ১৫৯১,১৫৯৬ মুসলিম শরীফ হাদিস নং২৯০৯,
[39] বুখারী শরীফ হাদিস নং ১৮৭৪ মুসলিম শরীফ হাদিস নং১৩৮৯/২৮৯১ তিরমিজি শরীফ হাদিস নং ৪১৯৫ আবু দাউদ শরীফ হাদিস নং৪২৯৪
[40] মুসলিম শরীফ হাদীস নং ২৯৪০
[41] বুখারী শরীফ হাদীস নং ১৪১২,৭১২১ মুসলিম শরীফ হাদীস নং ১৫৮,১৪২৪,৭১২০
[42] বুখারী শরীফ হাদীস নং ৪১৫৬ ইবনে মাজাহ হাদীস নং ৪০৩৮

৩. ভূমিধস,পাথর বর্ষণ, চেহারা বিকৃতি ও ভূমিকম্প ব্যাপকহারে হবে যখন গান বাদ্য অশ্লীলতা ব্যাপকহারে ছড়িয়ে পড়বে।[43]
এ ঘটনাগুলো ঘটবে তৃতীয়,চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ বিশ্বযুদ্ধের পর।

সোনার হরিণ

বাংলাদেশ বর্তমান সকলের জন্য সোনার হরিণ। একমাত্র দ্বীন ধরে রাখার কারণে,আল্লাহ তা'আলা অতি দামী নিয়ামত দান করেছেন এই বাংলাদেশে,যার কারণে সকলের নিকট প্রিয় হয়ে উঠেছে বাংলাদেশ। আল্লাহ তা'আলা বাংলাদেশে বহু নিয়ামত দান করেছেন তন্মধ্য হতে ৬টি উল্লেখযোগ্যঃ-

১. সেন্টমার্টিন দ্বীপ যেখানে প্রত্যহ হাজার হাজার পর্যটক এর আনাগোনা চলছে এবং এখান থেকে সকল দেশের সাথে সহজে যোগাযোগ করা যায় তাই এটা সোনার হরিণ হয়ে উঠেছে।

২. খনিজ সম্পদ তৈল,গ্যাস,কয়লা, পাথর, ইউরেনিয়াম,এমনকি স্বর্ণের খনিরও সন্ধান মিলছে বাংলাদেশে। তাই বাংলাদেশ সকলের নিকট আজ সোনার হরিণ বলে বিবেচিত হচ্ছে।

৩. গার্মেন্টসের সহজলভ্য ব্যবস্থাপনায় এবং অল্প মূল্যে কাপড় ইত্যাদি সরবরাহ করার সুযোগ থাকায়।

৪. বাংলাদেশের উত্তরে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় হিমালয় পাহাড় আর দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর হওয়ার কারণে এদেশের মাটি আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় উর্বর ও সব ধরণের ফসলের জন্য উপযোগী। ষড়ঋতু হওয়ার কারণে আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণে থাকে বাংলাদেশে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায়। ঝড় তুফান শিলা বৃষ্টি ভূমিকম্প ভূমিধস ইত্যাদি দুর্যোগ সমূহ অন্য দেশের তুলনায় আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় বাংলাদেশে কমই হয়। এজন্যই বাংলাদেশ বসবাসের জন্য বেশি উপযোগী স্থান।

[43] তিরমীজি শরীফ হাদীস নং ২২৯৪,২৩২৩ ইবনে মাজাহ হাদীস নং ৪০৫৯ জামীউস সগীর হাদীস নং ৫৩৪৩

৫. মৎস্য প্রধান দেশ বাংলাদেশ, আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় বাংলাদেশে এমন মাছের সন্ধান পাওয়া যায়,যা অন্য কোন দেশে তার অজুদই নাই। ইলিশ মাছ,চিংড়ি মাছ ইত্যাদি।

৬. উৎপাদিত ও পালিত সম্পদ আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় বাংলাদেশে এমন কিছু সম্পদ আছে যা অন্য কোন দেশে তা খুবই বিরল যথা সোনালী আঁশ পাট,চামড়া,সজনে পাতা, চা পাতা,খেজুরের গুড়, ইত্যাদি যেটা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় অন্য দেশে নেই বললেই চলে। এজন্যই বিশ্বের সকল দেশের নিকট বাংলাদেশ সোনার হরিণ বলে বিবেচিত। তবে আরো বর্তমান উন্নতির দিকে এমনিভাবে এগিয়ে চলছে যার মাধ্যমে অনতিবিলম্বে উন্নতির দিক হতে আরব দেশের কাতারকেও হার মানাবে,ইনশা আল্লাহু তা'আলা।

এজন্যই তো সকলেই বাংলাদেশকে ধরে রাখতে চান। নিজস্ব প্রয়োজনে এবং আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত মেধা তালিকায়ও বাংলাদেশ এগিয়ে আছেন। সামরিক কৌশলেও বাংলাদেশ এগিয়ে তাই শান্তি মিশনে বাংলাদেশ সকলের উর্ধ্বে স্থান পেয়েছে। এ সবই আল্লাহ তা'আলার দান আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ রহমত ছাড়া আর কিছুই নয়। সারা বিশ্বে দ্বীনি হাইসিয়াতে ও ইলমে দ্বীনের রাস্তায়, আমল,আদব-আখলাক, ইখলাস ,সুন্নত, দাওয়াত, তালীম ও তাবলীগ এবং তাযকিয়া তথা আত্মশুদ্ধির রাস্তায় দ্বীনের এই তিন বিষয়বস্তু পরিপূর্ণভাবে ধরে রাখতে ও জিন্দা রাখার দাবি ও বাস্তবতায় বাংলাদেশ বর্তমান এগিয়ে আছেন এবং আরো বহুদিন এগিয়ে থাকবে, ইনশা আল্লাহু তা'আলা। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা উত্তম দামী নিয়ামতগুলো বাংলাদেশেই দান করেছেন। আমরা যতদিন দ্বীনকে আপন গতিতে ধরে রাখতে সক্ষম হবো, ততদিন আল্লাহ-তা'আলা বাংলাদেশের উপর কোনই গজব নাজিল করবে না,ইনশা আল্লাহু তা'আলা এবং নিউক্লিয়ার যুদ্ধেও কোনই ক্ষতি হবে না বাংলাদেশে,ইনশা আল্লাহু তা'আলা।[44]

ভৌগোলিক অবস্থার দিকে নজর করলে দেখা যায়, যে দেশের উপর দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা চলে গেছে, পূর্ব পশ্চিম মিলে সে দেশটা

[44] বুখারী শরীফ হাদীস নং ৩৩৪৬,৩৫৯৮,৭০৫৯,৭১৩৫, মুসলিম শরীফ হাদীস নং ২৮৮০

মরুভূমিতে পরিণত হয়। এই কারণেই আরব ভূমি মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে,আর মরুভূমি বসবাসের যোগ্য থাকে না। কিন্তু আরব ভূমিতে হযরত ইব্রাহিম (আ.) এবং হযরত ইসমাইল (আ.) আর সর্বশেষ আখেরি জামানার নবী মুহাম্মদ মোস্তফা (স.) এর মেহনতের মাধ্যমে উক্ত মরুভূমিতে যখন সোনার মানুষ তৈরি হলো, তখনই আল্লাহ তা'আলা তাঁর জমিনের ধন ভান্ডার খুলে দিলেন। আবার আরব যখন অশ্লীলতা ও নগ্নতায় ভরে যাবে তখনই আরব পূর্বের ন্যায়। দারিদ্রতার চরম পর্যায়ে পৌঁছে যাবে যার সময় কাল বেশি দূরে নয়! বড়রা বলেছেন সেটা প্রায় আর দশ বছর পরেই আরব ভূমি দারিদ্রতার কবলে পড়ে যাবে। এসবই আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা তবে আমাদের নিজেদের ভুলের কারণেই ঘটবে।

নিজের ভুলে আপন পায়ে কুঠারাঘাত""
কেউ করেনি ভুল তোমার সাথে""
নিজেই করেছো ভুল তাই এত বিপদ""

ظهر الفساد فى البر والبحر بما كسبت ايدى الناس[45]

বর্তমান বাংলাদেশ দ্বীনের রাস্তায় সারা বিশ্বের মধ্যে এগিয়ে আছেন। তাই আল্লাহ তা'আলা জমিনের গোপন ভান্ডার খুলে দিচ্ছেন। আমরা যদি এই দ্বীনকে মজবুত এর সাথে ধরে রাখতে পারি তাহলেই আল্লাহ তায়ালা বাংলাদেশের সকল সমস্যা দূর করে দিবেন,ইনশা আল্লাহু তা'আলা।[46]

মুফতিয়ে আযমে সানী আল্লামাহ মুফতী আহমাদুল হক সাহেব (রহ.) এর বাণীঃ ঈমান তাজা হওয়ার পরিচয়

১.পাপাচারে নিমজ্জিত না হওয়া, হারাম কাজ না করা।
২. সদা সর্বদায় তওবা ও ইস্তেগফার করা।
৩.আল্লাহ তা'আলার ভয়ে ক্রন্দন করা।
৪. অন্যায়কারী ক্ষমা চাওয়ার আগেই ক্ষমা করতে দিল তৈরি থাকা।

[45] সূরা রূম আয়াত ৪১

[46] তাফসীরে ইবনে কাসীর, তাফসীরে মাযহারী।

৫.আল্লাহ তা'আলার ইবাদত ও আনুগত্য করা এবং নিজে অলসতা না করা।
৬. রাগের বশীভুত হয়ে ভারসাম্যহীনতায় না ভোগা।
৭. খিটখেটে মেজাজ না হওয়া।
৮. কোরআন মাজীদ তেলাওয়াত করতে, দ্বীনি কিতাবাদী অধ্যয়ন করতে এবং দরুদ শরীফ পড়তে দিলে ভালো লাগা।
৯. সদায় আল্লাহ তা'আলার ধ্যান অন্তরে থাকা অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা আমাকে দেখছেন, আল্লাহ তা'আলা আমার কথা শুনছেন, আমার মনের খবর আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন, এ কথা সর্বদা স্মরণে থাকা।
১০.নিজে প্রকাশ হওয়াকে অপছন্দ করা।
১১.লোভ-লালসা, আকাঙ্ক্ষা, রাগ, মিথ্যা, পরনিন্দা, কৃপণতা,লজ্জা দেওয়া, হিংসা-বিদ্বেষ,অহংকার,ও রিয়া তথা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে কাজ না করা।
১২.কথা কাজে মিল থাকা।
১৩. কারো বিপদ আপদে মুসিবতে খুশি না হওয়া।
১৪. অপছন্দনীয় কাজে শরীক না হওয়া।
১৫. ভালো কাজ যতই ছোট হোক না কেন মূল্যায়ন করা, তুচ্ছ না করা,শরীক থাকতে চেষ্টা করা।
১৬. কারো বিপদে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসা।
১৭. আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন না করা।
১৮. নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য কাজে অবহেলা না করা।
১৯. দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট না হওয়া, ঝুঁকে না পড়া।
২০. কোথাও নিজের প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা কোশেষ ও চিন্তা ভাবনা না করা।
২১. প্রতিটি আমলের পূর্বে ইখলাস, আখলাক,তাকওয়া, তাওয়াক্কুল, সবর , ইস্তেগনা-ইস্তেকামত, তাওয়াজু, খশীয়াত ,কানাআত ,খুশু-খুজু,সুন্নত তরিকা তথা কোরআন সুন্নাহ মোতাবেক হচ্ছে কিনা অর্থাৎ সহীহ নিয়ত আল্লাহ তা'আলার হুকুম নবী করীম (স.)এর তরিকা

আদর্শ ও সুন্নত জিন্দা হচ্ছে কিনা,একথা আমলের আগে,মাঝে এবং শেষে স্মরণ থাকা।

খোলাসা কালাম ঈমানের ৭৭ শাখা স্বরণ রেখে চলে যে, তারই ঈমান তাজা। এ সকল শাখা প্রশাখা থেকে যার যতটুকু ছুটে যাবে সে সেই পরিমাণ দুর্বল,তাকে ভাবতে হবে।

ঈমান তাজা না থাকার কারণ

১. ঈমানী পরিবেশ থেকে দীর্ঘদিন দূরে থাকা।
২. সৎলোকের সংস্পর্শ থেকে অনেক দিন দূরে থাকা।
৩. শরিয়তের ইলেম অর্জন না করা এবং ঈমানদীপ্ত কিতাবাদী না পড়া।
৪. গুনাহে লিপ্ত থাকা বা অসৎ লোকের সংস্পর্শে থাকা।
৫. দুনিয়ার মোহে মগ্ন ও লিপ্ত হওয়া।
৬. ধন সম্পদ ও স্ত্রী সন্তান নিয়ে মেতে থাকা।
৭. উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও বিলাসিতার আশা পোষণ করা।
৮. বেশি খাওয়া বেশি পান করা, বেশি ঘুমানো, অনর্থক কথা বার্তায় ও অনর্থক কাজে লেগে থেকে রাত্রি জাগরণ করা।
৯. কোরআন তেলাওয়াত না করা।
১০. আল্লাহ তা'আলার জিকির দোয়া দরুদ না পড়া এবং আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য ও ইবাদত না করা।

ঈমান তাজা করার পদ্ধতি

১. বেশি বেশি কোরআন তেলাওয়াত করা, কালেমার হাক্বীকত মানুষের নিকট পেশ করা।
২. শরীয়তের ইলেম অর্জন করা।
৩.কোরআনের আয়াত নিয়ে চিন্তা ও গবেষণা করা।
৪. দাওয়াত তালীম মাশওয়ারায় শরীক থাকা।
৫. বাড়িতে ফাজায়েলের তালিম চালু রাখা।
৬. বুজুর্গদের সহবতে সময় ব্যয় করা।
৭.বেশি বেশি মৃত্যুকে স্মরণ করা।
৮. দুনিয়াকে নগণ্য ও অস্থায়ী মনে করা।

৯. জিকির,ইবাদত,দোয়া, দূরুদ, দ্বীনি খেদমত ও ভালো কাজে নিজেকে মগ্ন রাখা।
১০. দুনিয়ার কামনা বাসনা দুনিয়া পাওয়ার আশা কম করা,দুনিয়া হাত-ছাড়া হলে পেরেশান না হওয়া,আখেরাতের সামান্য আমল ও যদি ছুটে যায় তাহলে অন্তরে অপ্রকাশ্যভাবে পেরেশান হওয়া। তাহলেই নফসের চিকিৎসা হয়ে যাবেই, ইনশা আল্লাহু তা'আলা।

মুফতিয়ে আযমে রাবেঈ আল্লামাহ মুফতী নূর আহমাদ সাহেব রহঃ এর বাণীঃ জান্নাতের অধিবাসী হবেন যারা

ছয় গুণে গুণান্বিত যারা তারাই হবেন জান্নাতুল ফেরদাউসের অধিবাসী।

بسم الله الرحمن الرحيم

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (2) وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (3) وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ (4) وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (8) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (9) أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ (10) الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (11)

অর্থঃ ১.নিশ্চয় মুমিনরাই সফল। ২.যারা তাদের নামাজে একনিষ্ঠ.৩.যারা ফালতু কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকেন। ৪.যারা যাকাত দান করেন। ৫. এবং যারা তাদের গুপ্তাঙ্গ সংযত রাখে। ৬. তবে তাদের স্ত্রী ও মালিকানাধীন দাসীদের ক্ষেত্রে সংযত না রাখলে কোন দোষ হবে না। ৭.কিন্তু এর বাইরে অন্যদের কামনা করলে তারা সীমালংঘনকারী হবে। ৮. আর যারা তাদের আমানত ও ওয়াদা রক্ষা করেন। ৯. এবং যারা তাদের নামাজের ব্যাপারে যত্নবান থাকেন। ১০. এরাই হলো প্রকৃত উত্তরাধিকারী। ১১. যারা বেহেশ্তের উত্তরাধিকারী হবে, সেখানে তারা চিরকাল থাকবেন।[47]

---

[47] সূরা মু'মিনুন আয়াত ১-১১। সূরায়ে নূর ৫৬। সূরা বাকারা ১১০। তিরমিজি শরীফ ২৩১৭,২০০৪, আবু দাউদ শরীফ ৭৯৬। মুসনাদে আহমাদ ১২৬০৭ ।মুয়াত্তায়ে ইমাম মালেক ০৬।

সংক্ষিপ্ত কথাঃ ছয় গুণে গুণান্বিত ব্যক্তি তথা ঈমান আনয়নকারী, নামাজে বিনয়াবনত অবস্থায় পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ সময়মত মুস্তাহাব ওয়াক্তে পড়েন যারা। অনর্থক ও অপ-কর্মকান্ড থেকে বিরত হয়ে আমানত এবং প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন যারা, লজ্জা স্থানের হেফাজত রেখে তথা নিজের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে তবে নিজের বিবির ক্ষেত্রে নিন্দনীয় নয় এবং যাকাত আদায়ে সচেষ্ট ও যত্নবান হয়ে যাকাত দানে সক্রিয় থাকেন যারা তারাই জান্নাতুল ফেরদাউসের স্থায়ী অধিবাসী হবেন বলে আশা রাখি, ইনশা আল্লাহ তায়ালা।

এবং পূর্বের গুণের সাথে কমপক্ষে এই ছয়টি ভুলকেও স্মরণ রেখে চলে যারা। তথা **১.আমার দ্বারা কারো যেন কষ্ট না হয়। ২.আমার দ্বারা কারো যেন ক্ষতি না হয়। ৩.আমার কারণে কেউ যেন ধোকা না খায়। ৪.আমার কারণে কোথাও যেন ভেজাল বেধে না যায়। ৫.আমি যেন দ্বীনের মানেঈ বা বাধাপ্রদানকারী না হই। ৬.আমি যেন হতাশ ও নৈরাশ না হই।**

দারিদ্রতা ও অভাব অনটনে সদায় লিপ্ত থাকা অবস্থায় ও আল্লাহ তা'আলার উপর পূর্ণ আস্থা রেখে চলে যারা, হতাশ ও নৈরাশ নয় যারা তারাই জান্নাতের অধিবাসী হবেন, ইনশা আল্লাহু তা'আলা। বরং দরিদ্ররা ধনীদের তুলনায় ৪০ বছর আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আখেরাতের এক বছর দুনিয়ার এক হাজার বছরের সমান। এই হিসেবে ধনীদের তুলনায় ৪০ হাজার বছর পূর্বে দরিদ্র ব্যক্তিবর্গ জান্নাতে প্রবেশ করবেন।[48]

আল্লাহ তা'আলা বলেন, কষ্টের পরেই স্বস্তি আসে।[49]

রাসুল (স.)বলেন,জান্নাতের সর্ব প্রথম অধিবাসী হবেন দরিদ্র সম্প্রদায়। আর জাহান্নামের বেশিরভাগ অধিবাসী হবে নারী সম্প্রদায়।[50]

রাসুল (স.)বলেন, যে ঈমানের দিক থেকে যত বেশি ধনী, মহান আল্লাহ তা'আলার নিকট সে ততো মর্যাদাবান। দুনিয়াতে তাকে কেউ মূল্যায়ন না করলেও পরকালে তার মূল্য অনেক বেশি। [51]

---

[48] দারেমী হাদিস নং ২০৭১১

[49] সূরা ইনশিরাহ আয়াত নং ৫

[50] বুখারী শরীফ হাদীস নং ৩২৪১

তাই অভাব অনটনের দিনে হতাশ না হয়ে ধৈর্য ধারণ করা উচিত। ঈমান, ইখলাস, আখলাক, তাকওয়া, তাওয়াক্কুল,সবর, ইস্তেগনা-ইস্তেকামত, তাওয়াজু, কানাআত, খশীয়াত, খুশু খুজু, ও সুন্নাত, জিন্দা করার দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত। আর এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তির জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে দোয়া-কান্নাকাটি করতেই থাকা এবং এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য হালাল উপায়ে চেষ্টা করতেই থাকা। এর বিনিময়ে মহান আল্লাহ তা'আলার মদদ ও সাহায্য অবশ্যই আসবে এবং সাময়িক কষ্টের প্রতিদানও পাওয়া যাবেই ইনশা আল্লাহু তা'আলা হতাশ ও নৈরাশ না হওয়া চাই।

আল্লামাহ ক্বারী আবুল বাশার সাহেব কুয়াকাটা হুজুর এর বাণী - মানুষের দোষ ত্রুটি চর্চার ভয়াবহতা

ইসলামে গীবত বা পরনিন্দা করা কবিরা গুনাহ তথা বড় পাপ। আর গীবতের মধ্যে দুই ধরণের গীবত সবচেয়ে ভয়াবহ

১. আলেম ওলামাদের গীবত ও পরনিন্দা করা।

২. মৃত মানুষের গীবত করা।

নবী রাসুল (স.) এর পর আলেমরা হলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ,সাধারণ মানুষের চেয়ে তাদের মর্যাদা অনেক বেশি। কেননা, আলিমগণই নবী-রাসূলদের ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারী।

রাসুল (স.) বলেন, "আবেদ তথা সাধারণ মানুষ যারা আল্লাহ তা'আলার ইবাদত ও আনুগত্য করে, তাদের উপর আলেমের মর্যাদা তেমন,তারকারাজির উপর চাঁদের মর্যাদা যেমন"

নিশ্চয়ই আলেমগণ নবীদের ওয়ারিশ বা উত্তরসূরী।[52]

সুতরাং নবী রাসূল এবং আলেমদের মান-মর্যাদা যেহেতু বেশি তাই তাদের পরনিন্দায় পাপের ভয়াবহতাও বেশি। জনসাধারণের গীবত করা তাই মৃত মানুষের গোশত ভক্ষণের মতো জঘন্য পাপ। আলেমদের গীবত করা তো আরো বেশি জঘন্য পাপ। আলেমদের গীবত করলে

---

[51] বুখারী শরীফ হাদিস নং ৫০১১

[52] তিরমীজি শরীফ হাদীস নং ২৬৮২

ঈমান ধ্বংসের মুখে পতিত হয়। ইহকাল ও পরকালে নিন্দাকারী মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহঃ বলেন, আলেমদের গোস্ত বিষাক্ত, যে ব্যক্তি এর ঘ্রাণ নেবে সে অসুস্থ হয়ে পড়বে। আর যে ব্যক্তি এটা ভক্ষণ করবে সে মৃত্যুবরণ করবে। তথা আলেমদের বিষয়ে অন্তরে খারাপ ধারণা করলে ঈমান ধ্বংসের কারণ ঘটে যায় আর আলেমদের বিষয়ে অন্যের নিকট দোষ চর্চা করলে ঈমান চলে যায়।[53]

২. মৃত মানুষের গীবত করা,সে আলেম হোক বা সাধারণ মানুষ হোক না কেন রাসুল (স.) বলেন, কেউ মারা গেলে তাকে তার আমলের উপর ছেড়ে দাও তার সম্পর্কে কোনোই কটুক্তি করবে না। [54]

হযরত ইমাম মানাভী রাহঃ বলেন, জীবিত ব্যক্তির চেয়ে মৃত ব্যক্তির গীবত করা বেশি ভয়াবহ। কেননা, জীবিত ব্যক্তির নিকট তো ক্ষমা প্রার্থনা করা যায়,আর যিনি মৃত্যুবরণ করেছেন তার নিকট তো ক্ষমা চাওয়ার কোনই সুযোগ নেই। তাই মৃত ব্যক্তির গীবত বা ক্রটির আলোচনা করার ভয়াবহতা বেশি। কিয়ামতের ময়দানে অনেক ভালো মানুষও গীবতের কারণে বিপদগ্রস্থ হয়ে পড়বে। কেননা, গীবতের কারণে তার নেকীগুলো তার আমলনামা থেকে মুছে দিয়ে যার গীবত করা হয়েছে তার আমলনামায় তুলে দিবেন এবং তার গুনাহসমূহ উক্ত গীবতকারীর আমলনামায় লিপিবদ্ধ করে দেওয়া হবে। সাবধান, সতর্ক হই, যেকোন মানুষকে দেখে হঠাৎ করে আমরা বলে থাকি লোকটা বেহুশ,নাদান,আহমাক,বেদামা ইত্যাদি যে শব্দগুলো সচরাচর বলে থাকি এটাও কঠিন গীবত। এরই কারণে নিজের নেকী নিজের আমলনামা থেকে কেটে নিয়ে উক্ত ব্যক্তির আমলনামায় যুক্ত করা হবে। আর তার গুনাহসমূহ গীবতকারীর আমলনামায় যুক্ত করে দিবেন। তাই এ সকল শব্দ থেকেও বেঁচে থাকা একান্ত জরুরী।[55]

وماتوفيقي الا بالله وعليه توكلت واليه انيب

[53] আল মুঈদ আদাবিল মুফিদ ওয়াল মুস্তাফিদ, পৃঃ নং ৭১

[54] আবু দাউদ শরীফ হাদীস নং ৪৮৯৯

[55] আত-তাইসির শরহু জামিয়ুস সগীর, খন্ড নং ১ পৃঃ নং ১৪২

আল্লামাহ মুফতী সিদ্দিক আহমদ সাহেব বাউফলী হুজুর এর বাণীঃ ইসলামের দৃষ্টিতে সামাজিকতা

মানুষ জন্মগতভাবে সামাজিক জীব। সমাজ ছাড়া মানুষ কখনো চলতে পারে না। পৃথিবীর সর্বপ্রথম মানুষ হযরত আদম (আ.)কে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করে জান্নাতে তাকে একা থাকতে দেননি বরং আল্লাহ তা'আলা মা হাওয়া (রাযিঃ)কে সৃষ্টি করে হযরত আদম (আ.) এর সঙ্গে একত্রে বসবাস করতে দিয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.) এর জোড় সৃষ্টি করে বলে দিয়েছিলেন,হে আদম তুমি এবং তোমার জোড় তথা স্ত্রীসহ জান্নাতে বসবাস করো।[56]

মানবজাতির আরবি শব্দ انسان তার মূল ধাতু انس (উনসুন) যার অর্থ আকর্ষণ মেল-মেশা,ভালোবাসা। তাই মানুষের স্বভাব হলো অন্য মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে সমাজবদ্ধ ভাবে জীবন যাপন করা। কেননা, জীবনধারণের জন্য আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় অন্যের সহযোগিতা অতীব প্রয়োজন। এজন্যই তো সারাটা পৃথিবীকে এমন করে আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করেছেন যাতে একে অপরের সাথে সংযোগ রেখে চলে একের সহযোগিতায় অপরজন যেন চলতে সক্ষম হয়। এটা সবই আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা। যাতে সকলের সাথে সম্পর্ক বজায় রেখে চললে কেউ কারো প্রতি জুলুম অবিচার করতে যাবে না। কেননা সকলেই একে অপরের সহযোগিতা ব্যতীত চলায় অসম্ভব। মানবজাতির প্রত্যেকের নিজের নিজ পরিবার পরিজনের আত্মীয়-স্বজন এবং প্রতিবেশীর মঙ্গল কামনা ও কল্যাণ সাধন প্রত্যেক নর-নারীর জন্য কর্তব্য । এরপরে ইসলামে হক্কুল্লাহ হক্কুল ইবাদ ও খেদমতে খলকিল্লাহ তথা আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করা আল্লাহ তা'আলার বান্দাহদের কর্তব্য পালন ও কল্যাণ কামনা এবং প্রত্যেকটি সৃষ্টি জীবের প্রতি দয়া দেখানো ও তাদের খেদমত ও পরিচর্যা করার গুরুত্ব ইসলামে অপরিসীম দায়িত্ব আরোপ করেছেন। ইসলামে শুধু নিজের বা নিজ পরিবারের আরাম

[56] সূরা বাকারা আয়াত নং ৩৫

আয়েশের দিকে লক্ষ্য রাখার অধিকার কোন মুসলমানকে দেওয়া হয়নি বরং তার আনন্দ, বেদনা, সুখানুভূতি ও তার সম্পদে রয়েছে প্রতিবেশী আত্মীয়-স্বজন ও গরিব দুঃখী মানুষের অংশ ও প্রাপ্য অধিকার।
আল্লাহ তা'আলা বলেন তিনি আমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। [57]
ইসলামে বৈরাগ্যবাদের স্থান ও সুযোগ নেই। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে মুসলমান তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে বা আবির্ভাব হয়েছে মানবজাতির কল্যাণের জন্য। [58]
প্রত্যেক মুসলমান ব্যক্তিগত পর্যায়ে এবং সামাজিকভাবে ও মানুষের কল্যাণ সাধন করবে। কেউ যেন তার দ্বারা কষ্ট না পায়,ধোকা না খায়, পেরেশান না হয়,ক্ষতিগ্রস্ত না হয় ,কারো প্রতি কোন জুলুম যেন না হয়,কেউ যেন জুলুমের শিকার না হয়, তাই মাজলুমকে সাহায্য করা। এবং জালিমকে বাধা দেওয়া সবাই মিলে-মিশে থাকা মানবকুলের ঈমানী দায়িত্ব। এজন্য সুসমাজ ও আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা একান্তই প্রয়োজন।
রাসুল (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি ছোটদের প্রতি দয়া করে না বড়দের সম্মান করে না সে মুসলিমদের দলভুক্ত নয়। [59]
মু'মিনতো এমনই হবে একজন মুমিন নিজের জন্য যা পছন্দ করে অন্যের জন্য তাই পছন্দ করবে। [60]
মানব কুলের প্রত্যেকের দায়িত্ব ও কর্তব্য সে যেন নিকটবর্তী প্রতিবেশী ও দূরবর্তী প্রতিবেশী এবং সাথী সঙ্গীদের সঙ্গে সর্বদাই ভালো ব্যবহার দেখাবে। রাসুল (স.) বলেছেন, সে ব্যক্তি ঈমানদার নয় যে তৃপ্তিসহ খায় অথচ তার প্রতিবেশী তার পাশে অভুক্ত থাকে। [61]
ইসলামে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা অধীনস্থদের প্রতি ভালো ব্যবহার, এতিম,দুস্থ, অসহায় নারী পুরুষ ও মুসলিমদের সঙ্গেও

---

[57] সুরা রুম আয়াত নং ২১

[58] সুরা আল ইমরান আয়াত নং ১১০

[59] তিরমীজি শরীফ হাদীস নং ১৯১৯ , খন্ড নং ২, পৃঃ নং ১৪

[60] বুখারী শরীফ হাদীস নং ১৩, পৃঃ নং ৬, খন্ড নং ১

[61] বায়হাকী শরীফ হাদীস নং ২০২২৪, খন্ড নং ১৪, পৃঃ নং ৩৯২

সম্প্রীতির নির্দেশ দিয়েছেন। পরিচিত অপরিচিত সবাইকে সালাম করা, আপস মীমাংসা করা, হাদিয়া আদান প্রদান,সৎ কাজের আদেশ অসৎ কাজের নিষেধ করা। কাউকে উপহাস ও দোষারোপ না করা, মন্দ নামে না ডাকা, কারো গীবত ও পরনিন্দা না করা, মিথ্যা অপবাদ না দেওয়া, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, ঠকানো ইত্যাদি অপকর্ম থেকে বিরত থেকে মা-বাবা, ভাই,বোন,আত্মীয়-স্বজন, স্ত্রী, সন্তান তথা চারপাশের সবার সঙ্গে হালাল পথে ভালোভাবে চলে, হারাম ও অন্যায়কে বর্জন করে,সুন্দরভাবে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশনা মেনে চলে, প্রিয় নবী, শ্রেষ্ঠ নবী, শেষ নবী,বিশ্ব নবী,কবরে জিন্দা নবী,মুহাম্মদ মোস্তফা (স.) এর আদেশ নিষেধ সুন্নত ও আদর্শ প্রতিটি আমলে বাস্তবায়ন করে তার পরিপূর্ণ উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে জীবন পরিচালনা করাই ইসলামের সামাজিক বিধান। এরই জন্য আবশ্যক আদর্শ ও সুন্দর সমাজ ব্যবস্থা। হে আল্লাহ তায়ালা আপনি আমাদের সবাইকে রাসূল (স.) এর উত্তম চরিত্র অনুযায়ী জীবন যাপন করার তৌফিক দান করুন। হে আল্লাহ তা'আলা আপনি কবুল করুন।

اللهم امين يا رب العالمين وما توفيقي الا بالله وعليه توكلت واليه انيب

قال الله تعالى انك لعلى خلق عظيم

অর্থ হে রাসুল নিশ্চয়ই আপনি উত্তম চরিত্রের অধিকারী। [62]

শায়খুল হাদীস আল্লামাহ আব্দুল কাইয়ুম সাহেব (রহ.) এর বাণী তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিকল্পনা আল্লাহ তা'আলাই আরম্ভ করে দিয়েছেন ২০১৯ সাল থেকেই, করোনা ডেঙ্গু এবং পঙ্গপালের মাধ্যমে। আর তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা শুরু হয়েছে ২০২৩ সালেই,আবার ২০২৫ সালেই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হতে যাচ্ছে। এর শেষ নামবে ২০২৮ সালের দিকেই, ইনশা আল্লাহু তা'আলা। বাইতুল মোকাদ্দাস মুসলমানের হস্তগত হয়ে ইহুদীদের তথা হতে বিতাড়িত হওয়ার মাধ্যমে। এর পর

---

[62] সুরা ক্বলাম আয়াত নং ৪

২০২৮ সালেই চতুর্থ বিশ্বযুদ্ধ,যার শেষ নেমে আসবে ২০৩০ সালের দিকেই , ইনশা আল্লাহু তা'আলা। এই যুদ্ধে সিন্দু এবং মক্কা, মদিনা,পুরা আরব ভূমি হযরত ইমাম মাহদী (রা.) এর হস্তগত হবে ইনশা আল্লাহু তা'আলা। এরপর পরই ২০৩০ থেকে ২০৩৩ সালের দিকে হতে যাচ্ছে আর এক যুদ্ধ যেটা চতুর্থ বিশ্বযুদ্ধের অংশ,যাকে বলে মালহামাহ গাজওয়ায়ে হিন্দ বা ভারতবর্ষের লড়াই। তথায় মুসলমান জয়লাভ করবেন,ইনশা আল্লাহু তা’আলা। এরপর ২০৩৩ থেকে ২০৩৬ সাল পর্যন্ত দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা। নাউজুবিল্লাহি মিন জালিকা।

قال الله تعالى :: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (১৫৫)

অর্থঃ আমি তোমাদেরকে ভয়,ক্ষুধা,জানমাল ও ফল-ফলাদির ক্ষতি ইত্যাদি দ্বারা অবশ্যই পরীক্ষা করবো। আর ধৈর্যধারণকারীদেরকে তুমি সুসংবাদ দাও।

ব্যাখ্যাঃ আল্লাহ তায়ালা কমপক্ষে ছয়টি বিষয় দ্বারা মু’মিনদিগকে পরীক্ষা করবেন তথা ১- ভীত-সন্ত্রস্ত করে যেমনটি করেছিলেন করোনা,ডেঙ্গু,পঙ্গপাল ইত্যাদি মহামারীর মাধ্যমে।অনুরূপ ২-অর্থ ও সম্পদের অভাব দিয়ে,৩-ক্ষুধা-পিপাসার মাধ্যমে, ৪,৫-দুই প্রকার মৃত্যুর (সাদা মৃত্যু ও লাল মৃত্যু) মাধ্যমে,৬-গাছের ফলাদি নষ্ট করে।

এর পর ২০৩৬সালেই শুরু হবে পঞ্চম বিশ্বযুদ্ধ,ইমাম মাহদী (রা.)এবং ইহুদীবাদি দল সহ দাজ্জালের মাঝে। যেটা শেষ হতে না হতেই ষষ্ঠ বিশ্বযুদ্ধ তখন হযরত ঈসা (আ.)এর আগমন ঘটবে,২০৩৭ সালের দিকে ইনশা আল্লাহু তা'আলা। যেটা শেষ হবে হযরত ঈসা (আ.) এর হাতে দাজ্জাল ও ইহুদীবাদী দলের মৃত্যু ও ধ্বংসের মাধ্যমে, ইনশা আল্লাহু তা’আলা। বাকি আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা,আসল ঘটনা ও ভবিষ্যৎবাণী ও গায়েবী খবর একমাত্র আল্লাহ তা’আলাই ভালো জানেন।

তবে বড়দের ভবিষ্যৎবাণী**র মাধ্যমে যা জানা যাচ্ছে তাতে বলা চলে,** তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে পৃথিবীর মানচিত্র গুড়িয়ে আসবে। মাত্র

১০থেকে ১২টি দেশ পৃথিবীর মানচিত্রে টিকে থাকবে বলে বড়রা ধারণা করছেন।

তথা ১. মক্কা ২.মদিনা ৩.রোম যা ইতালির রাজধানী ৪.ফিলিস্তিন ও সিন্দু,সিরিয়া ৫. ভারতবর্ষের কিছু অংশ ও ইরানের ইস্পাহান শহর। ৬.বাংলাদেশ ৭.ভুটান ৮.নেপাল ৯.শ্রীলংকা ১০. ইস্তাম্বুল তথা কনস্টান্টিনোপল। এই ১০টি বা ১২টি দেশ ব্যতিত বাকি সকল পরাশক্তির দেশ গুলো পৃথিবীর মানচিত্র থেকে চিরতরে বিদায় নিবে বলে বড়রা ধারণা করছেন। তন্মধ্য হতে সর্বপ্রথম ধ্বংস হবে পাকিস্তান নামধারী দেশটি,আর তথাকার সিন্দু এলাকাটিই মাত্র টিকে থাকবে, যেটাকে ২০২৮সালে ইমাম মাহদী (রা.)এর আত্নপ্রকাশের পর স্বয়ং ইমাম মাহদী (রা.)এর হস্তগত হবে ইনশা আল্লাহু তা'আলা। বাকি আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। وما علينا الا البلاغ

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ

অতএব আপনি সেই দিনের অপেক্ষা করুন, যখন আকাশ ধূয়ায় ছেয়ে যাবে।[63]

كتاب مواقيت الصلواة باب ١٧

الصحيح البخاری ح ٥٤٩ ج ١ انظر ٥٥٠- ٢٢١٣- ٢٢١٤- ٣٣٤٠-

٧٢٣٢ ج ٢- ٤٨٣٠- ٧١٦٨-

عن سالم ابن عبد الله رض عن ابيه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم انما بقائكم فيما سلف قبلكم من الامم كما بين صلوٰة العصر الى غروب الشمس- اوتي اهل التورٰة التورٰة فعملوا حتّى اذا انتصف النهار عجزوا- الخ الحديث

অর্থঃ- সালীম ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে,তিনি রাসুলুল্লাহ (স.)কে বলতে শুনেছেন রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন যে, পূর্বেকার উম্মতের দুনিয়াতে স্থায়িত্বের তুলনায় তোমাদের স্থায়ীত্ব

[63] আদ-দুখান - ১০

হলো আসর থেকে নিয়ে সূর্য অস্ত যাওয়ার মধ্যবর্তী সময়। তাওরাত অনুসারীদের উদাহরণ সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত। [64]

অত্র হাদীস শরীফের আদলে বান্দাহর শায়েখ হাতিয়ার হযরত (রহ.)বলেন যে,

১। আদম (আ.) দুনিয়াতে ছিলেন ৯৬০ বছর।
২। আদম (আ.) থেকে নূহ (আ.) এর জন্মপর্যন্ত ১২০০ বছর।
৩। নূহ (আ.)থেকে ইব্রাহিম (আ.) পর্যন্ত ১১৪২ বছর।
৪। ইব্রাহিম (আ.)থেকে মুসা (আ.) পর্যন্ত ৫৬৫ বছর।
এই সর্বমোট হিসাব ৩৮৬৭ বছর। এ পর্যন্ত মুসা (আ.)এর সময় কাল যেটা আদম (আ.)থেকে কিয়ামতের পূর্ব মুহূর্তের অর্ধেক এর দ্বিগুন হবে, কিয়ামতের সময়। বাকি আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন।
৩৮৬৭×২=৭৭৩৪
৭৭৩৪ বছর হবে আদম (আ.) থেকে কিয়ামতের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সময় আনুমানিক।
রাসূলুল্লাহ (স.) এর জন্ম আদম (আ.) হতে গণনা করলে হয়,৫০৩২ বছর পর। আর আদম (আ.) দুনিয়াতে ৯৬০ বছর ছিলেন। সর্বমোট হয় ৫৯৯২ বছর। আদম (আ.) দুনিয়াকে আবাদ করার পর ৫৯৯২ বছর পর রাসুল (স:) এর জন্ম হয়। রাসূলুল্লাহ (স:) এর জন্মের পর হতে এপর্যন্ত বর্তমান হিসাব ১৪৪৫+৫৩=১৪৯৮
১৪৯৮ বছর
তাহলে পূর্বের ৫৯৯২+১৪৯৮=৭৪৯০ বছর।
এ যাবৎ কিয়ামতের আনুমানিক হিসাব থেকে সময় কাল পেরিয়ে গেছে ৭৪৯০ বছর।
আদম (আ.) থেকে কিয়ামতের সময় ছিলো আনুমানিক ৭৭৩৪-৭৪৯০=২৪৪ বছর
বর্তমান কিয়ামতের আর মাত্র ২৪৪ বছর বাকি আছে। বাকি আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন।

[64] বুখারী শরিফ ৫৪৯ নং হাদীস

বিঃদ্রঃ এভাবে কিয়ামতের দিন তারিখ নির্দিষ্ট করা ইসলাম ও শরীয়তে অবৈধ বা হারাম। তথাপি ও বিষয়টি বুঝে নেয়ার উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে।
এর পূর্বেই রয়েছে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ইমাম মাহদী,ভারতবর্ষের লড়াই ও ইসা (আ.) এর পরে তার তিন খলীফা এবং শেষ যুগ। ২৪৪ বছর থেকে বিয়োগ দেবো শেষ যুগ ১০০ বছর যার পরেই কিয়ামত হবে। ইনশা আল্লাহু তা'আলা।
তিন খলীফা ৩০×৩=৯০ বছর
১০০ + ৯০ = ১৯০ বছর
প্রত্যেক খলীফা ত্রিশবছর রাজত্ব করবেন। ইনশা আল্লাহু তা'আলা।
আর ঈসা (আ.) ৪০বছর
১৯০ + ৪০ = সর্বমোট ২৩০ বছর।
আমাদের হাতে সময় ছিলো মাত্র ২৪৪ বছর। তথা থেকে ২৩০ বছর বিয়োগ-দিলে মাত্র চৌদ্দ বছর বাকি থাকে। এর পর ঈসা (আ.) দুনিয়াতে অবতরণ করবেন, ইনশা আল্লাহু তা'আলা।
এর ১ বছর ২ মাস ১৪ দিন পূর্বে দাজ্জালের আবির্ভাব। তাহলে আর ১২ বছর ৯ মাস ১৬ দিন পর দাজ্জালের আবির্ভাব হতে যাচ্ছে। আর ঈসা (আ.) আগমনের ৭ বছর পূর্বেই প্রকাশিত হবে ইমাম মাহদী (রা.) তাহলে
১৪ – ৭ = আর মাত্র ৭ বছর পর ইমাম মাহদী (রা.) এর প্রকাশ কাল ঘটতে যাচ্ছে ইনশা আল্লাহু তা'আলা বাকি আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন এবং এর একবছর পরই দুর্ভিক্ষে ভরে যাবে দেশ। তাহলে বলতে হয় আর মাত্র ৮ বছর পরই হতে যাচ্ছে দুর্ভিক্ষের ছড়াছড়ি এবং ভারতবর্ষের সব থেকে বড় লড়াই যে যুদ্ধে ভারতবর্ষের রাজা ও সৈন্য বাহিনীদের শিকল/বেড়ী দিয়ে টেনে নিয়ে গ্রেফতার অবস্থায় বায়তুল মোকাদ্দাস তথা জেরুজালেমের খলীফার নিকট পেশ করা হবে। তখন প্রায় গোটা পৃথিবী তার শাসনের অধীনে থাকবে এবং ঐ সময় ভারতও বাইতুল মোকাদ্দাসের তথা জেরুজালেমের একটি অংশ হয়ে যাবে। এই খেলাফত একাধারে ৭ বা ৮ বা ৯ বছর স্থায়ী থাকবে। ঐ সময় ইমাম মাহদী (রা.)সিরিয়ার দামেস্ক শহরের আল গুতা নামক স্থানে অবস্থানরত থাকবেন। তখন সিরিয়ার দামেস্ক শহরের শুভ্র মিনার বিশিষ্ট

মসজিদের ইমাম ও খতিব হিসাবে অবস্থান করবেন। তথা থেকে খেলাফতের দায়িত্ব পরিচালনা করবেন। হযরত ইমাম মাহদী (রা.)এর আত্মপ্রকাশের পর সর্বপ্রথম গোটা আরব জাহানে তার খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে, ইনশা আল্লাহু তা'আলা। এর পরে বা আগে সিন্দু এলাকা হস্তগত হবে। এর পরই ভারতবর্ষের লড়াই শুরু হবে। যেটা ২০২৮থেকে২০৩০ সালের মধ্যে ইনশা আল্লাহ তায়ালা। গোটা আরব জাহান ও ভারতবর্ষের লড়াইয়ে মুসলমানরাই বিজয় লাভ করবে। ইমাম মাহদী (রা.)সাত থেকে নয় বছর খেলাফতে রাশেদা প্রতিষ্ঠা করার পর। এর পরেই দাজ্জালের আবির্ভাব হবে। ভারতীয় উপমহাদেশে এযুদ্ধটি মুসলিম ও অমুসলিমদের সাথে সংগঠিত হবে। তাতে মুসলমানদের বিজয় ঘটবে। মুসলিমদের যোদ্ধারা এ বরকতময় যুদ্ধে বিজয় লাভ করে সাত থেকে নয় বছর খেলাফতে রাশেদা প্রতিষ্ঠার পর যখন ফিরে শামে রওনা হবে তখন তারা ঈসা ইবনে মারিয়াম (আ.)কে সিরিয়ায় (শামে)পাবেন। ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ.) দু'জন ফেরেশতার ডানায় ভর করে সিরিয়ার দামেস্ক শহরের শুভ্র মিনার বিশিষ্ট মাসজিদের ছাদে নেমে আসবেন। তথা থেকে সিড়ির মাধ্যমে নিচে অবতরণ করবেন। এই সময়কাল থাকবে আসরের নামাজের পূর্ব মুহূর্তে অথবা ফজর নামাজের পূর্বে,তখন তথাকার ইমাম হিসাবে উপস্থিত থাকবেন ইমাম মাহদী (রা.), যার সময় কাল ২০৩৭ থেকে ২০৪০ সালের মধ্যেই,ইনশা আল্লাহ তা'আলা।[65]

এসকল বর্ণনার দ্বারা এটাই স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে,এখনো ইমাম মাহদী (রা.)এর আবির্ভাবের সময় হয়নি,তবে তা বেশি দূরে নয়!

ইমাম মাহদী (রা.)বিশ্ব জাহানের রীতিনীতি কে সাত থেকে নয় বছরে যে পরিবর্তন সাধন করবেন এটার জন্য ইসলামী বিশ্বে মুসলিম উম্মাহর প্রতিটি কাজ যদি সংশোধিত হয়ে যায় এবং আত্মশুদ্ধি ও সঠিক শিক্ষা দীক্ষার ধাপ পরিপূর্ণ হয় তাহলেই ইমাম মাহদী (রা.) এর আগমনের সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যাবে,

ইনশা আল্লাহু তা'আলা।

---

[65] সুরা নিসা আয়াত নং ১৫৮-ইবনে কাসীর। সহিহ বুখারী-হাদীস নং ৩১৮৯ আল ফিতান নুয়াঈম ইবনে হাম্মাদ -১২৩৫।

এবং তিনি বিশ্ব জাহানকে আল্লাহ তা'আলার বিধান ও রাসুল (স:) এর সুন্নতের উপর পরিচালনা করতে সক্ষম হবেন এবং তখনই আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে তারই হাতেই দ্বীন প্রতিষ্ঠার সুযোগ আসবে, ইনশা আল্লাহু তা'আলা। এবং ইসলামী রাষ্ট্র ও খেলাফতে রাশেদা ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করে সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হবেন ইনশা- আল্লাহু তায়ালা। তাই আমাদের উচিত একত্ববাদীতার পথে এগিয়ে আসা। তাহলেই আমরা খেলাফতে রাশেদা প্রতিষ্ঠাকারীদের দলভুক্ত হতে পারবো ইনশা আল্লাহু তা'আলা।

সর্বশেষ কথাঃ- খেলাফতে রাশেদা প্রতিষ্ঠা হবে নেক্কার ও ভালো মানুষদের সমন্বয়ে। এর আগে ভাগে ধ্বংস হতে থাকবে অমুসলিম ও বখাটে সম্প্রদায় সকলেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সম্পূর্ণ ক্ষমতাবান। অতএব, রাশিয়া ইউক্রেনের যুদ্ধোই হলো সেই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা এতে কোনই সন্দেহ নেই। তবে আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন।

والله تعالى اعلم بالصواب وحقيقة الحال

সর্ব শেষ কথাঃ-সারাংশঃ- তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা ২০২৩ সাল আর তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবে ২০২৫ সালেই ইনশা আল্লাহু তা'আলা। বাকি আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। কেননা, বড়দের ভবিষ্যৎ বাণী ছিলো ২য় বিশ্বযুদ্ধের ৮০ বছর পর তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবে বলে আশা করা যায়। এই হিসাব মতে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হতে যাচ্ছে ২০২৫ সালেই কেননা, ২য় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছিলো ১৯৪৫ সালে

১৯৪৫+৮০=২০২৫ সাল

অত্র তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকা, ইসরাঈল, পাকিস্তান, তুরস্ক ও অন্যান্য পরাশক্তিগুলো পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে যাবে বলে ধারণা করেন বড় হযরতগণ(এটা বড়দের ভবিষ্যৎ বাণী)

ইমাম মাহদী (রা.) এর প্রকাশ কাল ২০২৮-২০৩০ সালের মধ্যেই ইনশা আল্লাহ তায়ালা। আরো কঠিন দুর্ভিক্ষ হতে যাচ্ছে ২০৩৩ সালে,দাজ্জালের আবির্ভাবের তিন বছর পূর্বে। নাঊযু বিল্লাহি মিন যালিক।

দাজ্জালের আবির্ভাব হতে যাচ্ছে ২০৩৬ সালে। এর ১ বছর ২ মাস ১৪ দিন পর ২০৩৭ সালেই ঈসা (আ.) এর অবতরণ ঘটবে ইনশা-আল্লাহু

তায়ালা। অত্র হিসাবটি লেখা ২০২৩ ঈসায়ী সন থেকে। আর ৪র্থ বিশ্বযুদ্ধ হতে যাচ্ছে ২০২৮ থেকে ২০৩০ সালের মধ্যেই। ইনশা আল্লাহু তা'আলা। আর পঞ্চম বিশ্বযুদ্ধের শুরু ২০৩৬ সালে। এরপর পরই ষষ্ঠ বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবে যার শেষ হবে হযরত ঈসা (আ.)এর হাতে দাজ্জাল এবং ইহুদিদের ধ্বংসের মাধ্যমে ২০৩৭ থেকে ২০৪০ সালের মধ্যে, ইনশা আল্লাহু তায়ালা।

এক আল্লাহর ওলীর বংশ পরিচয় তথা ইমাম মাহদী (রা.)এর বংশপরিচয়

তিনি ইমাম হাসান ও হোসাইন (রা.) এর বংশধর। আফ্রিকা মহাদেশে মরক্কো শহরে এবং ইয়ামিনের বর্তমান ক্ষমতাশীনগণ হলেন, হযরত আলী (রা.) ও মা ফাতেমা (রা.) এর সন্তানগণ। এরাই ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন (রা.) এর বংশধর। হুসাইন (রা.) এর সন্তান জয়নুল আবেদীন বেঁচে ছিলেন, তারই বংশে হযরত জাফর সাদিক রহঃ এর বংশেই আসবেন বলে আশা করা হচ্ছে হযরত ইমাম মাহদী (রা.)। বাকি আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন।

এক আল্লাহর ওলীর আত্নপ্রকাশ তথা ইমাম মাহদী (রা.)এর আত্নপ্রকাশ কবে হবে

এই বিষয়টি নিয়ে প্রত্যেকটি যুগেই চলছে ভবিষ্যৎ বাণী। যদিও নির্দিষ্ট সময় আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কেউই জানে না। তারপরও কেবল মাত্র সতর্কতার জন্য ইমাম মাহদী (রা.)এর আগমনের কাছাকাছি একটি নির্দিষ্ট সময় নিয়ে একটু লিখতে চাই। কারণ অনেকে হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা ও বর্তমান পৃথিবীর সত্য সংবাদগুলো না জানার কারণে মনে করছেন ইমাম মাহদী (রা.)এর আগমন আরো শতশত বছর পরে হবে। অপরদিকে কিছু ভাই মনে করছেন ২০২৩ সালের মধ্যেই ইমাম মাহদী (রা.)এর আগমন হবে। যদিও এর কোনটাই সঠিক নয়। বরং বর্তমানে ইমাম মাহদী (রা.)এর আত্নপ্রকাশের অধিকাংশ আলামত এই সময়টির সাথে মিলে যাচ্ছে। তবে এখনও কিছু আলামত বাস্তবায়ন বাকি রয়েছে। তবে কেউ আমার এই লেখাটিকে একমাত্র দলিল হিসেবে

নির্ভরশীল হবেন না (মূলত সুনির্দিষ্ট সময় কেবলমাত্র আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন) ইমাম মাহদী (রা.)আগমনের এক নং যুক্তি দলীল ও আলামত

১, তুর্কি খিলাফত ধ্বংসঃ ** হযরত আবু কুবাইল (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, তুর্কী খিলাফত ধ্বংসের ১০৪ বছর পর ইমাম মাহদী (রা.)এর উপর মানুষ ভিড় করবে। ইবনে লাহইয়া বলেন, উক্ত হিসাবটা আজমী তথা অনারবী হিসাব মতে। আরবী হিসাব মতে নয়। [66]
আমরা সবাই জানি যে, তুর্কি খিলাফত আনুষ্ঠানিক ভাবে ১৯২৪ সালে বিলুপ্ত করা হয়েছিল। সুতরাং - ১৯২৪ +১০৪ =২০২৮ সাল।

বিঃদ্রঃ- একমাত্র তুর্কি খিলাফত আজমী, অর্থাৎ অনরবী। এছাড়া চার খলিফা, উমাইয়া খিলাফত, আব্বাসীয় খিলাফত, ফাতেমীয় খিলাফত সবগুলোই আরবদের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত।

২,আলামত ১৫ ই রমজান শুক্রবার রাতে **বিকট শব্দে** আওয়াজ আসবেঃ ** হযরত ফিরোজ দায়লামি (রা.) বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর রাসুল (স.) বলেছেন, কোন এক রমজানে আওয়াজ আসবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! রমজানের শুরুতে? নাকি মাঝামাঝি সময়ে? নাকি শেষ দিকে'? নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, না বরং রমজানের মাঝামাঝি সময়ে। ঠিক মধ্য রমজানের রাতে। শুক্রবার রাতে আকাশ থেকে একটি শব্দ আসবে। সেই শব্দের প্রচণ্ডতায় সত্তর হাজার মানুষ সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলবে আর সত্তর হাজার বধির হয়ে যাবে। [67]সৌদি আরবের ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ১৫ই রমজান শুক্রবার হয়, ১৪৪৯ হিজরী বা, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৮ সাল।

৩, রমজান মাস শুরু হবে শুক্রবারঃ ** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন এক রমজানে অনেক ভূমিকম্প হবে। যে বছর শুক্রবার রাতে রমজান মাস শুরু হয়। তারপর মধ্য রমজানে ফজরের নামাজের পর আকাশ থেকে বিকট শব্দে

---

[66] [আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯৬২, আস সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস - ৮১১]
[67] (মাজমাউজ জাওয়ায়েদ, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩১০)

আওয়াজ আসবে। তখন তোমরা সবাই ঘরের দরজা, জানালা সব বন্ধ করে রাখবে। আর সবাই সোবহানাল কুদ্দুস, সোবহানাল কুদ্দুস, রাব্বুনাল কুদ্দুস তেলাওয়াত করবে। [আল ফিতানঃ নুয়াইম বিন হাম্মাদ] সৌদি আরবের ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, ১ রমজান শুক্রবার ১৪৪৯ হিজরী বা, ২৮ জানুয়ারি ২০২৮ সাল হয়। (বিঃদ্রঃ হাদীস বড় হওয়ার কারণে সম্পূর্ণ হাদীস উল্লেখ করা হয়নি এবং কিতাবুল ফিতানের অনুবাদে শুক্রবারে রমজান মাস শুরু হবে এরকম বলা হয়নি)

৪, আশুরা বা, ১০ মুহাররম শনিবার হবেঃ ** ইমাম বাকির (রহ.) বলেন, যদি দেখ আশুরার দিন,বা, ১০ মুহাররম শনিবার ইমাম কাসিম (ইমাম মাহদী (রা.)মাকামে ইব্রাহিম ও কাবার মধ্যখানে দাড়িয়ে থাকবেন তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) তার পাশেই দাড়িয়ে থাকবেন এবং মানুষকে ডাকবেন তার হাতে বাইয়াত গ্রহণের জন্য।[68]

৫, ইমাম মাহদীর নাম ধরে হযরত জিবরাঈল (আ.) এর আহবানঃ ** হযরত আবু বাছির (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু আব্দুল্লাহ আস সাদিক (হযরত জাফর সাদিক রহঃ) কে জিজ্ঞেস করলাম? কখন আল কাসেম ইমাম মাহদী (রা.)আবির্ভাব হবে? তিনি বললেন আহলে বাইতের (রাসূলুল্লাহ (স:) এর বংশধর) জন্য কোন নির্দিষ্ট সময় (উল্লেখ) নেই। তবে ইমাম মাহদী (রা.)আবির্ভাবের পূর্বে ৫টি বিষয় ঘটবে। যেমনঃ ১. আকাশ থেকে আহ্বান। ২. সুফিয়ানীর উত্থান ও পতন। ৩. খোরাসানের বাহিনীর আত্মপ্রকাশ। ৪, নিরপরাধ মানুষকে ব্যাপক হারে হত্যা করা। ৫. (বাইদার প্রান্তে) মরুভূমিতে একটি বিশাল বাহিনী ধ্বসে যাবে। ইমাম মাহদী (রা.)আবির্ভাবের পূর্বে দুই ধরনের মৃত্যু দেখাযাবে। ১.শ্বেত মৃত্য ২.লাল মৃত্যু। শ্বেত মৃত্যু (দুর্ভিক্ষের কারণে মৃত্যু) হল মহান মৃত্যু। আর লাল মৃত্যু হল তরবারি যুদ্ধের কারণে মৃত্যু। আর আকাশ থেকে তিনি (হযরত জিবরাঈল (আ.) ইমাম মাহদী (রা.)এর নাম ধরে আহ্বান করবেন ২৩ ই রমজান শুক্রবার

[68] (বিহারুল আনোয়ার, খন্ড ৫২, পৃষ্ঠা - ২৭০) (গাইবাত, লেখকঃ শাইখ আত তুসী, পৃষ্ঠা - ২৭৪) (কাশফ উল গাম্মাহ, খন্ড ৩, পৃষ্ঠা - ২৫২) সৌদি আরবের ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ১০ মুহাররম শনিবার ১৪৫০ হিজরী বা, ৩রা জুন ২০২৮ সাল হয়।

রাতে। (হাদীস বড় হওয়ায় সম্পূর্ণ হাদীস উল্লেখ করা হয়নি)।[69] সৌদি আরবের ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ২২ রমজান শুক্রবার (যেহেতু আরবী মাস সন্ধ্যা থেকে হিসাব করতে হয়, তাই শুক্রবার রাত ২৩ ই রমজান হবে) রাত ১৪৪৯ হিজরী বা, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৮ সাল হয়।

৬, যে রমজান মাসে একাধিকবার চন্দ্র গ্রহণ ও সূর্য গ্রহণ হবে তারই এক বছর পর ইমাম মাহদী (রা.)এর আত্মপ্রকাশ। মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আল হানাফিয়্যাহ (রহ.) বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আকাশ ও পৃথিবী থেকে দুটি বিষয় না ঘটবে, ততদিন পর্যন্ত ইমাম মাহদী (রা.)আগমন হবে না। প্রথমটি হল, রমজানের প্রথম রাতে চন্দ্র গ্রহণ ও মধ্য রমজানে সূর্য গ্রহণ না ঘটে। [ইমাম আলী ইবনে উমর আদ দারাকুতনী] এবং[আল কাউলুল মুখতাসার ফি আলামাতিল ইমাম মাহদী (রা.)আল মুন্তাজার, লেখকঃ- ইবনে হাজার আল হাইতামী, পৃষ্ঠা-৪৭] ১ রমজান রবিবার ১৪৪৮ হিজরী বা, ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ সালে সূর্যগ্রহণ ঘটবে। এবং ১৪ রমজান শনিবার ১৪৪৮ হিজরী বা, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৮ চন্দ্র গ্রহণ ঘটবে।

বিঃদ্রঃ ২০২৬ সালেও রমজান মাসে দুই বার চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ হতে পারে। ইনশা আল্লাহু তা'আলা।

৭, বিখ্যাত সাহাবী আবু হুরায়রা (রা.) এর উক্তিঃ ** হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, ১৪০০ হিজরীর পর ২ দশক এবং ৩ দশক পর ইমাম মাহদী (রা.)এর আগমন হবে। [70]

সুতরাং ১৪০০+২০+৩০ = ১৪৫০ হিজরী বা ২০২৮ সাল।

৮, শাহ নিয়ামত উল্লাহ (রহ.) এর কাসিদাহঃ শাহ নিয়ামত উল্লাহ (রহ.) মূলত ভারতীয় বাসিন্দা। তিনি বলেছেন,''কানা জাহুকার'' প্রকাশ ঘটার সালেই প্রতিশ্রুত (ইমাম মাহদী (রা.) দুনিয়ার বুকে হবেন আবির্ভূত। **উল্লেখ যে,** 'কানা জাহুকা' শব্দটি পবিত্র কুরআন শরীফের সূরা বানি ঈসরাইলের ৮১ নং আয়াতে রয়েছে এবং আমরা জানি যে, উপমহাদেশ

[69] (বিহারুল আনোয়ার, খন্ড - ৫২, পৃষ্ঠা - ১১৯, বিশারাতুল ইসলাম, পৃষ্ঠা - ১৫০, মুন্তাখাবুল আসার, পৃষ্ঠা - ৪২৫, মুজ'আম আল হাদীস আল ইমাম আল মাহদী, খন্ড - ৩, পৃষ্ঠা - ৪৭২)

[70] [আসমাউল মাসালিক লিইয়াম মাহদিয়্যাহ মাসালিক লি কুল্লিদ দুনিইয়া বি আমরিল্লাহীল মালিকিঃ লেখক- কালদা ইবনে জায়েদ, পৃষ্ঠা- ২১৬]

ভারত ও পাকিস্তান নামে ভাগ হয়েছিল, ১৯৪৭ সালে। সুতরাং ১৯৪৭ +৮১ =২০২৮ সাল। বাকি আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন।

৯, সুফিয়ানীর জন্ম ও উত্থানঃ ** হযরত যুহরী (রহ.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, দ্বিতীয় সুফিয়ানীর জন্মের সময় আকাশে আলামত বা নিদর্শন দেখা যাবে। [71]

১৯৮৬ সালের ৮মার্চ আকাশে হ্যালির ধূমকেতু দেখা গিয়েছিল। সাধারণত প্রতি ৭৪ থেকে ৭৯ বছর পর পর হ্যালির ধূমকেতু পৃথিবীতে দৃশ্যমান হয়। অনেক জ্যোতির্বিজ্ঞানী বিশ্বাস করেন, যে বছর হ্যালির ধূমকেতু দৃশ্যমান হয়, সে বছর একটা বিখ্যাত ঘটনা ঘটে। ** হযরত হুজায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন খুযায়ী (রা.) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমরা এই সুফিয়ানিকে কিভাবে চিনব? উত্তরে রাসুল (স.) বললেন, তার গাঁয়ে দুটি কাতওয়ানির চাদর থাকবে(দুটি শক্তিশালী দল)। তার চেহারার রং ঝলমলে তারকার মতো হবে। ডান গালে তিলক থাকবে। আর বয়স চল্লিশের কম হবে।[72] সুতরাং ১৯৮৬+৪০ =২০২৬ সাল। অর্থাৎ ২০২৬ সালের পূর্বেই সুফিয়ানীর উত্থান হবে। আমরা সবাই জানি ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের পূর্বে সিরিয়াতে সুফিয়ানীদের উত্থান হবে।

১০.ফোরাত নদীর তীরে সোনার পাহাড় ভেসে উঠা ও ইমাম মাহদীর নিকট খিলাফতের দায়িত্ব হস্তান্তরঃ ** সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, চতুর্থ ফিৎনা হচ্ছে, অন্ধকার অন্ধত্বপূর্ন ফিৎনা। যা সমুদ্রের ঢেউয়ের ন্যায় উত্তাল হয়ে আসবে, আরব অনারবের কোনো ঘর বাকি থাকবেনা, প্রত্যেক ঘরেই উক্ত ফিৎনা প্রবেশ করবে। যা দ্বারা তারা লাঞ্ছিত অপদস্ত হয়ে যাবে। যে ফিৎনাটি শাম (সিরিয়া) দেশে চক্কর দিতে থাকলেও রাত্রিযাপন করবে ইরাকে। তার হাত পা দ্বারা আরব ভুখন্ডের ভিতরে বিচরন করতে থাকবে। উক্ত ফিৎনা এ উম্মতের সাথে চামড়ার সাথে চামড়া মিশ্রিত হওয়ার ন্যায় মিশ্রিত হয়ে যাবে। তখন বালা মুসিবত এত ব্যাপক ও মারাত্নক আকার

[71] [আল ফিতান: নুয়াইম ইবনে হাম্মাদ - ৯৫৪]

[72] (আসসুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ১১০)

ধারন করবে যা দ্বারা মানুষ ভালো খারাপ কিছুই নির্নয় করতে সক্ষম হবেনা। ঐ মুহুর্তে কেউ উক্ত ফিৎনা থামানোর সাহসও রাখবেনা। একদিকে একটু শান্তির সুবাতাস বইলেও অন্যদিকে তীব্র আকার ধারন করবে। মানুষ সকাল বেলা মুসলমান থাকলেও সন্ধা হতে হতে সে কাফের হয়ে যাবে। উক্ত ফিৎনা থেকে কেউ বাঁচতে পারবেনা, কিন্তু শুধু ঐ লোক বাঁচতে পারে, যে সমুদ্রে ডুবন্ত ব্যক্তির ন্যায়। করুন সুরে আকুতি জানাতে থাকে। সেটা প্রায় ১২ বৎসর পর্যন্ত স্থায়ী থাকবে। এক পর্যায়ে সকলের কাছে সবকিছু স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ইতিমধ্যে ফোরাত নদীতে স্বর্ণের একটি পাহাড় প্রকাশ পাবে। যা দখল করার জন্য সকলে যুদ্ধে জড়িয়ে যাবে এবং প্রতি নয় জনের আটজন মারা পড়বে। [আল ফিতান: নুয়াইম ইবনে হাম্মাদ - ৬৭৬] - আমরা সবাই জানি যে, চতুর্থ ফিতনা বা, সিরিয়ার যুদ্ধ শুরু হয়েছিল ২০১১ সালে। সেটা ১২ বছর স্থায়ী থাকবে, তারপর ফোরাত নদীর তীরে সোনার পাহাড় ভেসে উঠবে। সুতরাং ২০১১+১২=২০২৩ সাল। তথা ২০২৩থেকে ২০২৫সালের মধ্যেই ফোরাত নদীতে একদামী সম্পদের প্রকাশ ঘটবে(আল্লাহু আকবর) উক্ত ফোরাত নদীর তীরে সোনার পাহাড় দখল কে কেন্দ্র করে আমেরিকা +তুরস্ক জোট বেঁধে সুফিয়ানী(হযরত আবু সুফিয়ান (রা.) এর বংশের একজন জালেম বাদশাহ)দলের সাথে লড়াই করবে। তথায় যারা উপস্থিত হবে শতকরা ৯৯জন মৃত্যু বরণ করবে। তার পরেও কেউ সেটিকে দখল করতে পারবেনা। যুদ্ধের পরপরই ইরাকের কুফা (মসূল) নগরীতে কালো পতাকাবাহী দলের উপর গনহত্যা সংগঠিত হবে। তারপরই খোরাসানের কালো পতাকাবাহী বাহিনীর আত্নপ্রকাশ হবে। হযরত ইবনুল হানাফিয়্যাহ (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খোরাসান থেকে কালো ঝান্ডাবাহী দল এবং শুয়াইব ইবনে সালেহ ও ইমাম মাহদী (রা.) এর আত্নপ্রকাশ আর ইমাম মাহদী (রা.) এর হাতে ক্ষমতা আসা বাহাত্তর মাসের (৬ বছর) মধ্যেই সংঘটিত হবে। [73]

[73] [আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৮০৪]

সুতরাং ইমাম মাহদীর হাতে খিলাফতের ক্ষমতা যাবে ২০২৩+৬= ২০২৯ সাল। অর্থাৎ ২০২৯ সালের পূর্বেই মাহদী (রা.) হাতে রাজত্ব যাবে ইনশা আল্লাহু তা'আলা।

১১, পবিত্র কাবা শরীফে হত্যাকাণ্ড, ১৪০০ হিজরীতে ইমাম মাহদীকে কেন্দ্র করে লোকজন জড়ো হবে। [রিসালাত আল খুরুজ আল মাহদী, পৃষ্ঠা - ১০৮] অর্থাৎ ১৪০০ হিজরী বা, ১৯৭৯ সাল। ১৯৭৯ সালে হজ্জের সময় জুহাইমান আল কুতাইবি নামে এক ব্যক্তি তার শ্যালককে ইমাম মাহদী (রা.)হিসাবে পরিচিত করে পবিত্র কাবা শরীফ ১৫ দিন অবরুদ্ধ করে রাখে। তারপর পাকিস্তান ও ফ্রান্সের সেনাবাহিনীর সহায়তায় তাদেরকে হত্যা করা হয়। হযরত তাবে' (রহ.) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আশ্রয়প্রার্থী অচিরেই মক্কার নিকট আশ্রয় চাইবে। কিন্তু তাকে হত্যা করে দেওয়া হবে। অতঃপর মানুষ তাদের যুগের কিছু কাল বসবাস করবে। অতঃপর আরেকজন আশ্রয় চাইবে। যদি তুমি তাকে পাও তাহলে তোমরা তাকে আক্রমন করিও না। কেননা, সে ধসানেওয়ালা সৈন্যদলের একজন সৈন্য। (অর্থাৎ যারাই তাকে আক্রমন করতে যাবে, তারাই মাটির নিচে ধসে যাবে)।[74] এখানে যুগের কিছু কাল বলতে, ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, ৩৩ থেকে ৪০ বছর বা তার বেশি কিছু সময়। সুতরাং ১৯৭৯ + ৪০ = ২০১৯ + আরো কিছু সময়। (আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন)।

তবে একথাও গভীর ভাবে স্মরণ রাখতে হবে যে,ইমাম মাহদী (রা.)কে আল্লাহ তা'আলা ঐ সময় পৃথিবীতে প্রকাশ ঘটাবেন, যখন পৃথিবীর মানুষ অধিকাংশ অরাজকতায় পৌঁছাবে। এই জন্যই মানুষ যতদিন দ্বীনকে ধরে রাখবেন ততদিন আল্লাহ তা'আলা ও দুনিয়ার মানুষকে বিপদ মুক্ত রাখবেন এবং বিভিন্ন যুদ্ধ বিগ্রহে ও রোগ-শোকে খারাপ মানুষগুলোই মৃত্যুবরণ করবেন আর বেঁচে থাকবেন ভালো মানুষগুলো। তাদের মাধ্যমেই হযরত ইমাম মাহদী (রা.)খেলাফতে রাশেদা প্রতিষ্ঠা করবেন। তাই বর্তমান সকলেই মানুষ রূপে গড়ে উঠার জন্য চেষ্টা কোশেষ করলে ভালো হয়। এই জন্যই বিভিন্ন তাফসীরের কিতাবে

[74] [আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯৩৫]

লিখেছেন, বিশ্বের মুসলিম উম্মাহর প্রতিটি কাজ যদি সংশোধিত হয়ে যায় এবং আত্নশুদ্ধি ও সঠিক শিক্ষা দীক্ষার ধাপ পরিপূর্ণ হয় তখনই ইমাম মাহদী (রা.)এর আবির্ভাব হবে এবং তিনি এ জাতিকে সঠিক ভাবে পরিচালনা করবেন। আর সকলকে আল্লাহ তা'আলার বিধান সমূহ রাসুল (স:) এর আদর্শে ও সুন্নত মুতাবিক পালন করার সুযোগ করে দিবেন। তিনিও সকলকে ৭-৯ বছর পর্যন্ত সুন্নত ও নবীর আদর্শে পরিচালনা করতে সক্ষম হবেন এবং সঠিক ও খেলাফতে রাশেদার ভিত্তিতে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত হবেন। এরই মধ্যে দাজ্জালের আবির্ভাব হবে। শেষ পর্যায়ে ১ বছর ২ মাস ১৪ দিনে দাজ্জালের সময় কাল খতম হওয়ার নিমিত্বে হযরত ঈসা (আ.) আসমান থেকে অবতরণ করবেন।[75]

ঈসা (আ.) পৃথিবীতে অবতরণের পর কতদিন অবস্থান করবেন

১) এ বিষয়ে দুটি হাদীস আছেঃ- একটিতে আছে ৭বছর শান্তিতে অবস্থান করবেন।[76]

عن عبد الله بن عمرو رض قال فيبعث الله عيسىٰ بن مريم الخ

উক্ত হাদীসের আদলে বোঝা যায় ঈসা (আ.) ৭ বছর শান্তিতে বসবাসের পর ইয়াজুজ- মাজুজের আবির্ভাব হবে। এর পরে আরো ৩৩বছর রাজত্বের পর ঈসা (আ.) মদীনায় ইন্তেকাল করবেন। তার কবর হবে রাসুল (স.) এর পাশে।

২)ইমাম আহমাদ ও আবু দাউদ (রহ.) এর বর্ণনায় আছে ,ঈসা (আ.) অবতরণের পর ৪০বছর অবস্থান করবেন। তারপর মৃত্যু বরণ করবেন।[77]

বিঃদ্রঃ- পূর্বের হিসাবটি উক্ত দুই হাদীসের আদলেই লেখা হয়েছে। বাকি আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন।

[75] তাফসীরে ইবনে কাসীর -তাফসীরে মাজহারী

[76] মুসলিম শরীফ ২৯৪০নং হাদিস

[77] মুসনাদে আহমাদ ২য় খন্ড,৪০৬পৃঃ,আবু দাউদ হাদীস নং ৪৩২৪ উপরোল্লিখিত উভয় বর্ননাই বিশুদ্ধ।

আমার শায়েখ হাতিয়ার হযরত (রহ.) এর মাকুলা ধ্বংসের মূল কারণ তিনটি

১। পরামর্শকে মূল্যায়ন না করে পরামর্শ বিহীন চলে বড়দের সাথে বেয়াদবী করতে থাকা এবং যে কোন কাজে বড়দের সাথে পরামর্শ না করা। মনমতো চলা,মন যা চায় তাই করা। মনচাই জীবন যাপন করতে থাকা।

২। ছোটদের প্রতি জুলুম করা।

৩। নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য কাজ বুঝে না নেয়া। বুঝে না চলা এবং নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য কাজে অবহেলা করা।

খোলাছা কালাম. ১

বড়দের আর একটি বানীঃ-ইমাম মাহদী(রা.)এর আগমন কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে বিশ্লেষণ। গত বেশ কয়েক বছর থেকে ইমাম মাহদী (রা.) এর আগমন বার্তা নিয়ে মুখরোচক ও কানসুখ-মনসূখ বেশ কিছু কথা সংবাদ মাধ্যমগুলো হতে শোনা যাচ্ছে। তথায় ইমাম মাহদী (রা.) এর আগমনের বিষয়টি নিয়ে দেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন রকম তথ্য।

কেউ কেউ আবার নির্দিষ্ট করে কবে কখন কোথায় আগমন ঘটবে সেই দিন তারিখ ও বলে দিচ্ছেন। অথচ আল্লাহ তা'আলা কালামুল্লাহ শরীফে বলেছেন, وَلَاتَقۡفُ مَالَيۡسَ لَكَ بِهٖ عِلۡمٌ اِنَّ السَّمۡعَ وَالۡبَصَرَ وَالۡفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنۡهُ مَسۡـُٔوۡلًا

অর্থঃ-যে বিষয়ে তোমার কোন ইলেম নেই তার পিছনে পড়োনা। নিশ্চয়ই,কান,চোখ ও অন্তঃকরণ এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে।[78]

অন্যত্রে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,হে বিশ্বাসীগণ তোমাদের কাছে যদি কোন ফাঁসেক ব্যক্তি কোন খবর নিয়ে আসে তার সত্যতা যাচাই করে নিয়ো। যাতে অজ্ঞতাঃবশত তোমরা কোন মানুষের ক্ষতি না করে ফেলো।

[78] সূরা বনী ইসরাঈল আয়াত ৩৬

অতএব, কোরআন মাজীদ থেকে আমারা শিক্ষা নিতে পারি যে,একজন মুসলিম হিসেবে আমাদের অবশ্যই কর্তব্য এই যে,যেকোন খবর সামনে পেলে তা যাচাই-বাছাই করে দেখা। তাই আমাদের জেনে রাখা উচিৎ যে, কোরআন হাদীসের আলোকে ইমাম মাহদী (রা.) এর আগমন সুনিশ্চিত । তবে কবে কখন কোন সালে কত তারিখে তার আগমন হতে যাচ্ছে এটা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জানেন। আল্লাহ তা'আলা ব্যতিত রাসুলুল্লাহ (স.)ও তার সুনির্দিষ্ট সময় কাল বলে যাননি। তবে তার আগমনের পূর্বে কিছু আলামত প্রকাশিত হওয়ার কথা জানিয়েছেন। যার অনেকটা ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। আর কিছু আলামত এমন আছে যার প্রকাশকাল আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন। তবে অবস্থাভেদে বলা চলে এ আলামতগুলো প্রকাশকাল সন্নিকটে, বাকি আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা। والله تعالى اعلم بالصواب وحقيقة الحال

শান্তির দূতঃ কুরআন -হাদীসের দলীল ও আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তিতে।

ইমাম বুখারী রহঃ এর উস্তাদ হযরত নুয়াইম ইবনে হাম্মাদ (র.)তাঁর "কিতাবুল ফিতান"নামক কিভাবে উল্লেখ করেছেন যে, হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহ্ (অর্থ: আল্লাহ তায়ালা হযরত আলী (রা.) এর মুখখানা উজ্জ্বল করুন) বলেন: ইমাম মাহদী (রা.) ততক্ষণ পর্যন্ত আসবেন না, যতক্ষণ না সাদা মৃত্যুর মাধ্যমে পৃথিবীর তিন ভাগের এক ভাগ ও লাল মৃত্যুর মাধ্যমে পৃথিবীর তিন ভাগের এক ভাগ মানুষ মারা না যাবে এবং তিন ভাগের এক ভাগ অবশিষ্ট থাকবে।

পৃথিবীতে বর্তমানে প্রায় সাড়ে সাত শত কোটি থেকে প্রায় ৮০০কোটি লোক বাস করে। হাদীস অনুযায়ী, পৃথিবীর তিন ভাগের দুই ভাগ লোক যদি মারা যায়, তাহলে সেই হিসাবে পাঁচশত কোটি লোক মারা যাবে, এটা হবে ইমাম মাহদী (রা.) আসার আগেই। ডেঙ্গু, করোনা, দূর্ভিক্ষ, ভূমিধস, হারাজ ও নিউক্লিয়ার যুদ্ধের মাধ্যমে ইমাম মাহদী (রা.)আগমনের আগেই পৃথিবীর পাঁচশত কোটির অধিক লোক মারা যাবে বলে হাদীসে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এরপর মানুষ মরতে মরতে মাত্র

প্রায় ২০০ থেকে ৩০০ কোটি মানুষ বেঁচে থাকবে এই পৃথিবীতে। যেহেতু ইমাম মাহদী (রা.)আসার আগেই এই পরিমাণ মানুষ মরবে এবং করোনায় মানুষ মরা শুরু হয়ে গেছে, তাই ইমাম মাহদী (রা.)আসার সম্ভাবনা কবে এ ব্যাপারে হাদীসে কী কী ইঙ্গিত আছে এবং হাদীসের ভবিষ্যৎ বাণী (prophecy)-এর সাথে বাস্তবতার কী কী মিল আছে, সেই সমস্ত হাদীস গুলি ও আধুনিক বিজ্ঞানের নানা তথ্য উপাত্ত নিয়ে দীর্ঘ গবেষণা করে যা কিছু বড়রা বর্ণনা করেছেন ,তারই কিছু ফলাফল বিস্তারিতভাবে এই বইয়ে ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরেছি। বাকি আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন।

হাদীসে বলা হয়েছে, যে বছর রমজান মাসে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ হবে সেই বছর ইমাম মাহদী (রা.) পৃথিবীতে আসবেন। রমজান মাসের তালিকা এবং চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহনের তালিকা পাশাপাশি রেখে আমি দেখলাম যে, ২০২৬ সালে যে তারিখে রমজান শুরু হবে, ঠিক সেই তারিখে সূর্যগ্রহণ হবে এবং ঐ বছর রজমানের ১৫ তারিখে চন্দ্রগ্রহণ হবে। ২০২৬ সালে রমজান শুরু হবে ১৭ই ফেব্রুয়ারী এবং নাসার হিসাব অনুযায়ী ২০২৬ সালে ১৭ই ফেব্রুয়ারী সূর্যগ্রহণ হবে। ঐ বছর রমজানের ১৫ তারিখ পড়ে ৩রা মার্চ। আর নাসার হিসাব অনুযায়ী চন্দ্রগ্রহণ হবে ৩রা মার্চ। অর্থাৎ হাদীস ও নাসার তথ্য অনুযায়ী ২০২৬ সালে ইমাম মাহ্দী (রা.)-এর আবির্ভাবের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি।

কোন কোন ওলামায়ে কেরাম বলেছেন,ইমাম মাহদী (রা.)এর প্রকাশকাল ২০২৮থেকে ২০৩০ঈসায়ী সনের মধ্যে। এটাই বিশুদ্ধতম মত। যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহ্ বর্ণিত উপরের হাদীস অনুযায়ী ইমাম মাহদী (রা.)আসার আগে যদি পৃথিবীর তিন ভাগের দুই ভাগ লোক মারা যায়, তাহলে সেই হিসাবে ২০২৬ সালের আগে পাঁচশত কোটি লোক মারা যাবে। এই পর্যন্ত (৮ই জুন, ২০২০) প্রায় চার লক্ষ মানুষ করোনায় মারা গেছে, তাতেই সারা দুনিয়াব্যাপী কি পরিমাণ ভয়ভীতির অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে এবং মৃত্যুর ভয়ে সবকিছু তালাবন্ধ করে মানুষ ঘরের মধ্যে অবস্থান নিয়েছে। তাহলে যখন কোটি কোটি মানুষ মারা যেতে থাকবে, তখন কি ভয়ানক অবস্থা হবে? কেউ কি একটু চিন্তা-ভাবনা করে দেখছেন? ইমাম মাহদী (রা.)

এমন সময়ে আগমন করবেন, যখন সম্পূর্ণ পৃথিবী দূর্ণীতিতে ভরে থাকবে, আর অল্প সংখ্যাক মানুষ সহীহ দ্বীনের উপর অটল থাকবে। সে সময় সারা পৃথিবীর রাস্তা-ঘাট, দোকান-পাট, সব ধরণের যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ থাকবে। এই জন্যই করোনার কারণে ভীত হয়ে এখন থেকেই সব দেশে লকডাউন শুরু হয়েছে এবং সারা পৃথিবীর রাস্তা-ঘাট, দোকান-পাট, সব ধরণের যোগাযোগ ব্যবস্থা আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থা চলতে থাকবে। তবে এটা সন্তান প্রসব যন্ত্রণার মত থেমে থেমে হবে। অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট সময় পর থামবে, পরে আবার আগের চেয়ে তীব্রতর হবে। হাদীসে এই ব্যাপারটাকে সন্তান প্রসবের যন্ত্রনার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সন্তান প্রসবের সময় হলে প্রথমে অল্প ব্যথা উঠে। কিছু সময় পর ব্যথাটা কমে যায়। মা বুঝতে পারে যে, এখন সন্তান প্রসব হবে তাই প্রস্তুতি নিতে থাকে। আবার কিছুক্ষন পর ব্যথা শুরু হয়, পরে আবার থেমে যায়। এইভাবে থেমে থেমে পর পর ব্যথাটা বাড়তে থাকে। ব্যথাটা তীব্র থেকে তীব্র আকার ধারণ করে। অনুরূপভাবে শেষ জামানার ঘটনাগুলিও এরকম হবে। যেমন সিরিয়ার যুদ্ধ, এই যুদ্ধটা প্রথমে সামান্য ঘটনার মাধ্যমে, ছোট বাচ্চাদের খেলার মাধ্যমে শুরু হয়েছিল। অতপরঃ এই যুদ্ধটা একটু একটু করে বাড়তে থাকে।

হাদীসে আছে, সিরিয়ার যুদ্ধের আগুন একদিক থেকে নিভে যাওয়ার উপক্রম হলে অন্যদিক দিয়ে আরও তীব্রতরভাবে প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠবে। এই যুদ্ধে পৃথিবীর ৮০টি রাষ্ট্র যুক্ত হবে, সর্বশেষ এটা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হবে। অনুরূপ করোনার জীবানুটা ধ্বংস করা সম্ভব হচ্ছে না বিধায় সর্দি-কাশি যে রকম সারা বছর ধরে চলে তদ্রুপ করোনাও সারা বছর ধরে চলবে, যাতে করে মানুষ তাড়াতাড়ি কমতে থাকে। কারণ করোনার আসল উদ্দেশ্য তো দুষ্টু মানুষ মেরে কমানো আর ২০২৬ সালের আগে সাদা মৃত্যুর মাধ্যমে তিন ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ কমপক্ষে আড়াই শত কোটি মানুষকে মারতে হবে। তাই এটাকে বলা হয় Conspiracy Theory বা ষড়যন্ত্র তত্ত্ব। অর্থাৎ এটা মানুষের সাথে শত্রুর মত ব্যবহার করছে। যেমন পৃথিবীতে প্রথম চীনের ওহানে করোনা শুরু হয়েছিল ডিসেম্বর, ২০১৯ সালে। সেখানে এটা তিন মাস

স্থায়ী ছিল। তিন মাস পর অর্থাৎ মার্চ, ২০২০-এ এটা সম্পূর্ণ থেমে যায় এবং ওহানে আতশ বাজী ফুটিয়ে চীনারা খুশী উৎযাপন করে। তারা মনে করেছিল, চীন থেকে করোনার আপদ চলে গেছে, আর আসবে না। অথচ দুই মাস পার হতেই আবার করোনা বাড়ছে। এটা আগের চেয়ে আরো ভয়ানক হবে। এই অবস্থা বাড়া-কমা করে চলতে থাকবে। করোনায় কত মানুষ যে মারা যাবে তার ইয়াত্তা নাই। এক মহামারী শেষ হতে না হতেই আর এক মহামারী আসবে। তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রীর কাছাকাছি হলে তীব্র গরমে ডেঙ্গু মশার ছুটাছুটি বেড়ে যায়। সিঙ্গাপুরে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিশ্বের জন্য মডেল আর সেখানেই কি না ডেঙ্গুর প্রকোপ বাংলাদেশের চেয়েও বেশি। এডিস মশা নিধনের জন্য ঔষুধ ছিটালেই যে সব সমাধান হয়ে যাবে, এমনটা ভাবা ঠিক হবেনা। মালয়েশিয়ায়ও এডিস মশা নিধনের জন্য ঔষুধ কম ছিটানো হয়নি অথচ সেখানেও ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছে বাংলাদেশের চেয়ে অনেক বেশি। তাহলে বোঝা যায়, অন্য আরও অনেক কিছুই ডেঙ্গুর প্রকোপের পেছনে কাজ করে। ২০১৯ সালে ডেঙ্গুর সময় কি ভয়াবহ অবস্থা হয়েছিল, তা অনেকের মনে আছে। তারপর ডিসেম্বরের দিকে শীত পড়লে ডেঙ্গু কমে যাবে। ডেঙ্গুতে কত মানুষ যে মারা যাবে তার ইয়াত্তা নাই। ডেঙ্গু শেষ হতে হতেই করোনা আবার আসবে ডিসেম্বর-জানুয়ারীর দিকে আগের চেয়ে তীব্রতর আকারে। এভাবে প্রতি বছরই একবার মহামারী বাড়বে তারপর কমবে। করোনা শেষ হতে না হতেই ডেঙ্গু আসবে। এই অবস্থা চলতে থাকবে ২০২৬ সাল পর্যন্ত। ডেঙ্গু ও করোনার সাথে পাল্লা দিয়ে যুক্ত হবে দূর্ভিক্ষ। এখন অনেকদিন পর পর অল্প বৃষ্টি হচ্ছে, ফলে এ বছর অর্থাৎ ২০২০ থেকে শুরু করে ২০২৬ সাল পর্যন্ত মারাত্মক ফসলহানী হবে। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে মাটির গভীর থেকে পানি তুলে কৃষক বহুকষ্টে ফসল ফলাবে, কৃষক আশা করবে এবার অনেক ফসল হবে, কষ্ট আর থাকবে না। কিন্তু সেই দিন আর হবে না। ঝাঁকে ঝাঁকে পঙ্গপাল আসবে। এক এক ঝাঁকে চার কোটি পর্যন্ত পঙ্গপাল থাকতে পারে। এই পঙ্গপাল শত্রুর মত ফসলের ক্ষেতে হানা দিবে এবং কৃষকের কষ্টে-ঘামে ফলানো সোনার ফসল খেয়ে শেষ করে ফেলবে। গত জুন,মাসে ২০২০ সালে লকডাউনের

মধ্যেই ভারত ও পাকিস্তানে ঝাঁকে ঝাঁকে আসা এই পঙ্গপালের শত্রুর মত আক্রমণ মহামারীর রূপ নিয়েছে। ফলে চরম মাত্রার দূর্ভিক্ষে কত মানুষ যে মারা যাবে তার শেষ নাই। এই অবস্থা চলতে থাকবে। আবার কোনো কোনো সময় ডেঙ্গু, করোনা ও দূর্ভিক্ষ একই সাথে চলতে থাকবে যাতে কোটি কোটি মানুষ অল্প সময়ে মারা যায়। কারণ ২০২৬ সাল পর্যন্ত সময় আছে মাত্র ৭ বছর। ৭ বছরে ৫ শত কোটি লোককে মারতে হবে। এখন পর্যন্ত মাত্র সাড়ে তিন লাখ মানুষ মরেছে। করোনা যেভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে ঘড়ির কাটার মত,সময় হলে এই সংখ্যা কোটিতে পৌছবে। তারপর সময় মত ৫০ কোটি, ১০০ কোটি, এই ভাবে ২০২৬ সালের আগে সাদা মৃত্যুর মাধ্যমে তিন ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ আড়াই শত কোটি মানুষ মরবে। অত্র হিসাব লেখা হয়েছিল ২০২০ সালে। এভাবে চলতে চলতে ২০২৬ সালের রমজান মাসে প্রথম তারিখে সূর্যগ্রহণ হবে, তখনই নিউক্লিয়ার যুদ্ধটা শুরু হবে। নিউক্লিয়ার যুদ্ধটা মাত্র ৩ মাস ধরে চলবে। ১৫০০০ নিউক্লিয়ার বোমায় পৃথিবীর কয়েক শত কোটি মানুষ ও পৃথিবীর নামকরা সব বড় বড় শহর কয়লায় পরিণত হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী করোনার হাত থেকে দেশকে বাঁচাতে প্রাণপণ চেষ্টা করছেন, তিনি বহু রকম ভাবে করোনার হাত থেকে সকল কে হেফাজতে রাখতে চেষ্টা করে যাচ্ছেন। তাই ১০ই জুন ২০২০ তারিখে জাতিয় সংসদে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যথার্থই বলেছেন যে, বিশ্বের যে যতই শক্তিধর হোক, যতই অর্থশালী হোক, অস্ত্রে শক্তিশালী হোক,কোন শক্তিই এখন আর কাজ করছে না করোনার কাছে। মনে হচ্ছে করোনাই যেন সবচেয়ে বেশী শক্তিশালী। আর প্রকৃতি যেন প্রতিশোধ নিচ্ছে, এমন একটা বিষয় আমার কাছে মনে হয়। এ জন্য আমাদের সকলকে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করা একান্ত জরুরী। তাই এই বইয়ে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে যে, প্রকৃতি কেন প্রতিশোধ নিচ্ছে, প্রকৃতি এখন কেন মানুষের প্রতি এত প্রতিশোধ পরায়ণ হচ্ছে। প্রকৃতির প্রতিশোধের অনলে সব কিছু কেন ছারখার হয়ে যাচ্ছে। আসলে করোনা ও ডেঙ্গু হচ্ছে জীব, এদের প্রাণ আছে। আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে বলেছেন, অন্যান্য সকল প্রানীও তোমাদের মত। শুধু বিবেক কমবেশী। মানুষের বিবেক সবচেয়ে বেশী বলে মানুষ সৃষ্টির

সেরা। তাই লকডাউন দিয়ে ঘরের মধ্যে বছরের পর বছর থাকলেও কোনো লাভ হবে না। কারণ করোনা, ডেঙ্গু ও পঙ্গপাল হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পালনকারী বুদ্ধিমান প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পুলিশের মত। করোনা পুলিশ ও ডেঙ্গু পুলিশ মানুষের চারপাশে দিনরাত ঘুরাঘুরি করছে। আল্লাহ তা'আলার ওয়ারেন্ট বা আসামী ধরার নির্দেশ পেলেই তারা যে কোন মুহূর্তে যে কোন দিক দিয়ে মানুষের শরীরে ঢুকে যাবে এবং ধরাশায়ী করে ফেলবে। কারণ, হযরত মুহাম্মদ (স.) বালা মুছিবতের জন্য হচ্ছে ঢাল,সেটা জানা সত্ত্বেও মাসজিদে বা বাসাবাড়ীতে দ্বীনের মেহনত বন্ধ করা হচ্ছে, মন্দ-লোকদের দ্বীন নিয়ে ভুল ব্যাখ্যা ও নবী (স.) কে নিয়ে নানাভাবে কটুক্তি হচ্ছে। আর বাড়াবাড়ি কথা বলার কারণে মানবজাতির বালা মুছিবতের ঢাল (Defense) তুলে নিয়েছেন আল্লাহ তায়ালা। যে নবী (স.)-কে আল্লাহ তায়ালা সমগ্র মানবজাতির জন্য রহমত হিসাবে ঢাল বানিয়ে পাঠিয়েছেন, সেই নবীর বিরুদ্ধে ও নবীর প্রেমিক অলী আল্লাহর বিরুদ্ধে অনেক কটুক্তি চলছে, নবীর শানে বেআদবী করছে, আর সাধারণ মানুষ এটা মেনে নিয়েছে। দাজ্জালের কাজের সহায়ক ঈমান চুরির এই সব বক্তব্য, মিথ্যা তাফসীর মাহফিলও ইউটিউবে শুনছে অথচ তাদের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ করছে না। ইহুদী বিজ্ঞানী দ্বারা সৃষ্ট ফেসবুক, ইউটিউব ইত্যাদি হবে দাজ্জালের ঈমান চুরির হাতিয়ার। ফলে বালা মুসিবতের প্রতিরক্ষা না থাকায় এবং গায়েবী শাস্তি বর্তমানে কার্যকরী হওয়ায় করোনা, ডেঙ্গু, দূর্ভিক্ষ, যুদ্ধ ও দাজ্জালের ফিতনায় ফেলে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ার মানুষকে ধ্বংস করবেন। কোরআনের সূরা সাবার বর্ণনা অনুযায়ী একমাত্র খাঁটি মুমিনরাই এই পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হবেন। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে নবী প্রেমিক খাঁটি মুমিন হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমিন।

বিভিন্ন রোগ কেন আসে,এর হাক্বীকত বা প্রকৃত রহস্য কী এর সাথে আল্লাহর ওলীর তথা ইমাম মাহদী (রা.)এর আগমনের সম্পর্ক কী

বুখারী শরীফের সংকলকের উস্তাদ হযরত নুয়াইম ইবনে হাম্মাদ রহঃ

কিতাবুল ফিতান নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে, হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহ্ (অর্থ: আল্লাহ তায়ালা উনার মুখখানা উজ্জ্বল করুন) বলেন: ইমাম মাহদী (রা.)ততক্ষণ পর্যন্ত আসবেন না, যতক্ষণ না সাদা মৃত্যুর মাধ্যমে পৃথিবীর তিন ভাগের এক ভাগ ও লাল মৃত্যুর মাধ্যমে পৃথিবীর তিন ভাগের এক ভাগ মানুষ মারা না যাবে এবং তিন ভাগের এক ভাগ অবশিষ্ট থাকবে। Imam Bukhari's teacher Nuaim ibna Hammad narrated that Hazrat Ali Ebina Abi Taleb (r.a.) said: "The Mahdi does not appear until one third of people are killed (Red Death), one third dies due to natural disasters (White Death), and one third remains."(Nuaim Ebina Hammad's Kitab Al-Fitan) পৃথিবীতে বর্তমানে প্রায় সাড়ে সাত শত থেকে প্রায় ৮০০কোটি লোক বাস করে। হাদীস অনুযায়ী, পৃথিবীর তিন ভাগের দুই ভাগ লোক যদি মারা যায়, তাহলে সেই হিসাবে পাঁচশত কোটি লোক মারা যাবে, এরপর একের পর এক মানুষ মরতে মরতে মাত্র ২০ থেকে ৩০ কোটি মানুষ এই পৃথিবীতে বাকি থাকবে। এবং এটা হবে ইমাম মাহদী (রা.) আসার আগেই কী কারণে এবং কিভাবে মানুষ মারা যাবে শেষ জামানার এই মৃত্যুগুলোকে হাদীসে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথাঃ

(১) সাদা মৃত্যু: সাদা মৃত্যু হচ্ছে সেই মৃত্যু যাতে রক্তপাত হয় না। এটা আবার দুই ভাবে হবে: ক) দূর্ভিক্ষের ফলে না খেয়ে মরা, শেষ জামানায় পূর্ব ও পশ্চিমে ভূমিধসে ব্যাপক আকারে মৃত্যুতে। খ) মহামারী যেমন ডেঙ্গু, করোনা ইত্যাদি রোগে।

(২) লাল মৃত্যু: লাল মৃত্যু হচ্ছে যুদ্ধ-বিগ্রহের মাধ্যমে রক্তপাতের ফলে যে মৃত্যু হয়। সেটা আবার দুই ভাবে হবে

ক) হারাজের ঘটনা। অর্থাৎ মানুষে মানুষে প্রতিহিংসাবশতঃ গলা কাটাকাটি বা খুনাখুনির ঘটনা।

খ) নিউক্লিয়ার যুদ্ধ। এক একটা নিউক্লিয়ার বোমায় এক সাথে কোটি কোটি লোক মারা যাবে। এই ভাবে ডেঙ্গু, করোনা, দূর্ভিক্ষ, ভূমিধস, হারাজ ও নিউক্লিয়ার যুদ্ধের মাধ্যমে ২০২৬ সালের মধ্যেই পৃথিবীর পাঁচশত কোটির অধিক লোক মারা যাবে বলে হাদীসে ইঙ্গিত পাওয়া

যায়। এই বই লেখা পর্যন্ত (৮ই জুন, ২০২০) প্রায় চার লক্ষ লোক করোনায় মারা গেছে, তাতেই সারা দুনিয়াব্যাপী কি পরিমাণ ভয়ভীতির অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে এবং মৃত্যুর ভয়ে সবকিছু তালাবন্ধ করে মানুষ ঘরের মধ্যে অবস্থান নিয়েছে। তাহলে যখন কোটি কোটি মানুষ মারা যেতে থাকবে, তখন কি ভয়ানক অবস্থা হবে? কেউ কি একটু চিন্তা-ভাবনা করে দেখবেন? যেহেতু ইমাম মাহদী (রা.)আসার আগেই এই পরিমাণ মানুষ মরবে এবং করোনায় মানুষ মরা শুরু হয়ে গেছে, তাই ইমাম মাহদী (রা.)আসার সম্ভাবনা কবে-এ ব্যাপারে হাদীসে কী কী ইঙ্গিত আছে, সেই সমস্ত হাদীসগুলি ও আধুনিক বিজ্ঞানের বর্ণনা ও তথ্য উপাত্ত নিয়ে দীর্ঘ গবেষণা করে বড়রা যে তথ্য প্রকাশ করেছিলেন তা থেকে আমি যা কিছু পেয়েছি, সেই ফলাফল বিস্তারিতভাবে এখানে ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরেছিঃ- বাকি আল্লাহ তা'আলা ভালো জানেন।

এক আল্লাহর ওলীর তথা হযরত ইমাম মাহদী (রা.)-এর আগমন সম্পর্কিত হাদীস সমূহ

হাদীসে উল্লেখ আছে, যে বছর রমজান মাসে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ হবে সেই বছর ইমাম মাহদী (রা.) পৃথিবীতে আসবেন। রমজান মাসের তালিকা এবং চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহনের তালিকা পাশাপাশি রেখে আমি দেখলাম যে, ২০২৬ সালে যে তারিখে রমজান শুরু হবে সেই তারিখে সূর্যগ্রহণ হবে এবং ঐ বছর রমজানের ১৫ তারিখে চন্দ্রগ্রহণ হবে। ২০২৬ সালে রমজান শুরু হবে ১৭ই ফেব্রুয়ারী এবং নাসার হিসাব অনুযায়ী ২০২৬ সালে ১৭ই ফেব্রুয়ারী সূর্যগ্রহণ হবে। ঐ বছর রমযানের ১৫ তারিখ পড়ে ৩রা মার্চ। আর নাসার হিসাব অনুযায়ী চন্দ্রগ্রহণ হবে ৩রা মার্চ। অর্থাৎ হাদীস ও নাসার তথ্য অনুযায়ী ২০২৬ সালে ইমাম মাহদী (রা.)-এর আবির্ভাবের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। নীচের ৬টি হাদীসে উল্লেখ আছে যে, যে বছর রমজানে সূর্যগ্রহণ এবং চন্দ্রগ্রহণ হবে, সেই বছরই ইমাম মাহদী (রা.) এর আবির্ভাব হবে। হাদীসে এটাও উল্লেখ আছে যে, মহাবিশ্বের শুরু হতে শেষ পর্যন্ত এরকম চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের ঘটনা মাত্র একটি বার বা দুই বছরে দুই বার ঘটবে। তথাঃ হিসাব মতে সেটা পাওয়া যাচ্ছে ২০২৬ ঈসায়ী এবং ২০২৮ ঈসায়ী সন।

হাদীসগুলো এইঃ-

(১) 'আল বুরহান ফি আলামাতিল মাহদি' গ্রন্থের ৩৮ পৃষ্ঠায় আল্লামা মুত্তাকি (রঃ) একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, যে বছর রমজান মাসের প্রথম দিকে সূর্যগ্রহণ এবং রমজান মাসের শেষের দিকে চন্দ্রগ্রহণের ঘটনা ঘটবে, সেই বছরই ইমাম মাহদী (রা.)এর আবির্ভাব হবে।

(২) 'আল কাওলুল মুখতাছার' গ্রন্থের ৫৩ পৃষ্ঠায় একটি হাদীস উল্লেখ রয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, যে বছর রমজান মাসে দুটি গ্রহণের ঘটনা অনুষ্ঠিত হবে, সেই বছরই ইমাম মাহদী (রা.)আবির্ভাব হবে।

(৩) ইমামুল আকবার আলী ইবনে ওমর আল দারাকুতনির 'সুনানে দারাকুতনি'-তে একটি হাদীস সংকলিত হয়েছে, মোহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আল হানাফিয়্যাহ (রঃ) বলেছেন, সাইয়্যেদেনা ইমাম মাহদি (রা.)-এর আবির্ভাবের দুটি নিদর্শনরয়েছে, যা আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডলসৃষ্টির পর থেকে কখনো দৃষ্টিগোচর হয়নি, নিদর্শন দুটি হলোঃ যে বছর চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ রমজান মাসেই ঘটবে, সেই বছরই ইমাম মাহদী (রা.)আবির্ভাব হবে "

(৪) ইমাম রব্বানি মুজাদ্দেদী আলফেসানী (রহ.)-এর 'মাকতুবাত-এ-রব্বানী (রব্বানির পত্রাবলী)-র ৩৮০ নম্বর পত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, "যে বছর রমজান মাসের প্রথম দিকে সূর্যগ্রহণ ঘটবে এবং রমজান মাসের ১৪ তারিখে চন্দ্রগ্রহণ ঘটবে, সেই বছরই ইমাম মাহদীর আবির্ভাব হবে। " ইনশা আল্লাহ তায়ালা।

(৫) ইমাম কুরতুবী (রঃ) রচিত কিতাব 'মুখতাছার তাজকিয়াহ' গ্রন্থের ৪৪০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, সাইয়্যেদেনা ইমাম মাহদী (রা.)এর আগমনের পূর্বে দুটি গ্রহণ রমজান মাসেই ঘটবে।

(৬) নুয়ায়েম ইবনে হাম্মাদ (রঃ) রচিত "কিতাবুল ফিতান" গ্রন্থেও সতর্কতামূলক বাণী উল্লেখ করা হয়েছে,
রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, তোমরা যখন রমজান মাসে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের ঘটনা প্রত্যক্ষ করবে, তখন এক বছরের খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ করে রাখবে।

কোন কোন ওলামায়ে কেরাম বলেছেন,আরবী তারিখের গননা মতে রমজানের সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহনের ঘটনাটি ২০২৮ থেকে ২০৩০ ঈসায়ী সনের মধ্যেই ঘটবে ইনশা আল্লাহু তায়ালা। বাকি আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা।

বিঃদ্রঃ- উপরোক্ত সকল হিসাব কুরআন হাদীস এবং তারিখের কিতাবসমূহের আদলে লিখা হয়েছে। সত্য ঘটনা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। রাসুল ((স:))ও নির্দিষ্ট ভাবে কিছুই বলে জাননি, উল্লেখিত আলোচনা ধারণা মাত্র। তবে তাই বলে বসে থাকলে চলবেনা। কেননা তাদের আত্মপ্রকাশ অবশ্যই ঘটবে। আত্মপ্রকাশ ঘটা সুনিশ্চিত। এই জন্যই আসুন নফস ও শয়তানের গোলামীর শিকল ছিন্ন করে বের হয়ে কুরআন সুন্নাহর আলোকে জীবন গড়ি ও মশওয়ারা সাপেক্ষে নেক আমলে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে চেষ্টা কোশেষ করি। অন্যথায় আজীবনই আমরা পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ ই হবো। আর এই অবস্থাতেই কেয়ামত এসে পড়বে তখন না অতীতের আয়না আমাদের সঠিক চিত্র দেখাবে,না আমরা ভবিষ্যতের নির্ভুল ছবি দেখতে সক্ষম হবো। তাই বর্তমান সময়ে সকলের জন্য আত্মশুদ্ধি লাভ করা ও উপযুক্ত শিক্ষা দীক্ষা গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। এবং দাওয়াত তালীম মশওয়ারাহ কে জোরদার করা জরুরী হয়ে পড়েছে।

আল্লামাহ মুজাফ্ফার আহমাদ সাহেব (রহ.) এর বানীঃ- মুহতামিম মেখল মাদ্রাসা বর্তমান করণীয়

প্রত্যেকের জন্য আবশ্যকীয়,করণীয় কাজ, ১)ঈমান ইয়াক্বীন। ২)ইলেম। ৩)আমল। ৪)আদব-আখলাক। ৫)তাকওয়া। ৬)তাওয়াক্কুল। ৭)সবর-ইস্তেগনা। ৮)ইস্তেকামত। ৯) ইখলাছ। ১০) সুন্নত।
এই দশটি গুণ ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন ,সামাজিক জীবন, এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা। এরই জন্য প্রয়োজন প্রত্যহ দাওয়াত-তালীম মাশওয়ারার আমল জিন্দা রাখা। আল্লাহ তা'আলা রাজি খুশি থাকলে এবং তাওফিক দিলে সম্ভব। নইলে আদৌ সম্ভব নয়! তাই আসুন সম্মিলিত ভাবে মেহনত করি।

বিজয় লাভ করার পথ

১) নৈতিকতা ইখতিয়ার করা,বা আধ্যাতিক প্রস্তুতি নেওয়া। অর্থাৎ ঐক্য হওয়া,ইখতেখলাফ ছেড়ে দেওয়া ২) বস্তু শক্তি অর্জন করা। ৩)অলসতা দূর করা। ৪) আমীরের আনুগত্য করা ও মেনে চলা। ৫) পরামর্শ সাপেক্ষে কাজ করা। ৬)দৃঢ় হয়ে যুদ্ধ করা,ময়দান থেকে পালায়ন না করা। এই জন্যই দাওয়াত,তালীম,মাশওয়ারাহ কে জোরদার করা। তবেই শুদ্ধ -শুষ্ট রিতি নীতি হাসিল করা সম্ভব হবে ইনশা আল্লাহু তা'আলা। সব প্রতিকুলতা প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে চলতে হবে কোন প্রকার মুতাআচ্ছির হবেনা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবেনা বর্তমান দেখে ভয় পেয়ে লাভ নেই অতীত ভুলে যাবেনা বরং ভবিষ্যৎ এর চিন্তা মাথায় রেখে সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকবে আল্লাহ তা'আলার উপর অগাধ ভরসা রেখে তবেই বিজয় সুনিশ্চিত মনে রাখবে ইনশা আল্লাহু তা'আলা। তাফসীরে কুরতুবি
এই ছয় বিষয়কে বলা হয় নৈতিকতা,এরই সাথে আছে কমপক্ষে আরো ছয় বিষয়ঃ- ১)ঈমান ২)ইখালাছ ৩)তাকওয়া ৪) তাওয়াক্কুল ৫)সবর-ইস্তেকামত ৬)কোরআন ও সুন্নত।

বস্তু শক্তি অর্জন করা বলতে কমপক্ষে ৬টি বিষয়কে বলা হয়

১) শারীরিক প্রস্তুতি তথা খাদ্য খাবারে সতর্কতা অবলম্বন করা। অমুসলিমদের তৈরি খাবার থেকে বেঁচে থাকা। ২)বসবাসের জন্য গ্রাম গঞ্জে বসবাস করতে থাকা,শহর বন্দর ছেড়ে দেওয়া। ৩)ঔষধ পত্রের জন্য গাছগাছড়ার উপর আস্থাশীল হওয়া। কাঁচা ঝাল বেশি বেশি খাওয়ার অভ্যাস করা। ৪)মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করা তথা বিপদে-আপদে মনকে শক্ত রাখা। ৫) কষ্ট ভোগের অভ্যাসে অভ্যাস্ত হওয়া। ৬) অর্থ নৈতিক ও খাদ্যের প্রস্তুতি নিয়ে রাখা। তথা নিজেরা সাবলম্বী হতে চেষ্টা করা,নিজে হাতেই চাষাবাদ করা।

এক আল্লাহর ওলীর আগমন তথা ইমাম মাহদী (রা.)এর আগমন

৬টি অবস্থা একই সময় পরিলক্ষিত হলে মসজিদে আকসা পুনরুদ্ধার হবেই সুনিশ্চিত এবং ইমাম মাহদী (রা.)এর ও প্রকাশ ঘটবে,ইনশা আল্লাহু তা'আলা।

১)সকল মুসলিম দেশ গুলো ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। ২)কোরআন-সুন্নাহ আঁকড়িয়ে ধরে প্রত্যেকেই কুরআন সুন্নাহ মোতাবিক জীবন গড়তে হবে। ৩) দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষ ফেৎনায় জড়িয়ে যেয়ে অরাজগতায় লিপ্ত হবে। এটার ওজুদ পাওয়া যাচ্ছে,বর্তমানে অধিকাংশ মানুষ ফেৎনায় লিপ্ত হয়ে আছে। ৪)এক শ্রেণীর অল্প সংখ্যাক মানুষ মজবুতের সাথে কুরআন সুন্নাহ আঁকড়িয়ে ধরে কোরআন সুন্নাহর উপর জীবন পরিচালনায় অভ্যস্ত হতে হবে। ৫) যারাই কুরআন-সুন্নাহ আঁকড়ে ধরে কোরআন সুন্নাহ মোতাবেক জীবন পরিচালনায় অভ্যস্ত হবে, এবং ময়দানে জঙ্গে নেমে মোজাহাদায় মগ্ন থাকবে। তারা সকলেই এখলাসের সাথে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই ময়দানে নামবে। কোন জাতি বা কোন গোষ্ঠীকে খুশি করতে বা অন্য কোন স্বার্থ আদায়ের উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করলে মাকসাদ কখনো হাসিল হবে না। ৬) অবশ্যই দিনের জন্য রক্ত ঝরাতে হবে তবেই কাঙ্খিত মানুষটি ইমাম মাহদী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর প্রকাশ ঘটবে। ইনশা আল্লাহু তা'আলা।

বড়দের ভবিষ্যৎ বাণী

ভবিষ্যতবাণীটি ইসলামী ইতিহাসের একটি আলোচিত অধ্যায় এর সূচনা খোলাফায়ে রাশেদীনের সোনালী যুগ থেকেই চালু হয়েছে, যা বর্তমানেও চলমান আছে এবং তা কেয়ামত পর্যন্ত চালু থাকবে।

১) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যতবাণী নবীজি (স.) সালাম বলেন ইস্তাম্বুল শহর অবশ্যই বিজয় হবে। এই গুরুত্বপূর্ণ

বিজয়ী বাহিনীর আমীর হবে উত্তম আমীর, ইস্তাম্বুল সাহাবাদের জামানায় বিজয় হয়েছিল আবারো হবে ইনশা আল্লাহু তায়ালা। [79]

২) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন হিন্দুস্তানে এক তীব্র লড়াই হবে যেখানে মুসলমান বিজয়ী হবে এবং হিন্দুস্তানের রাজা বাদশাদেরকে শিকল বেড়ি দিয়ে বেঁধে টেনে নিয়ে গ্রেফতার অবস্থায় বাইতুল মুকাদ্দাস তথা জেরুজালেমের খলিফার নিকট পেশ করা হবে।[80]

৩) হযরত শাওবান (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স:) বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্য হতে দুটি দলকে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি দেবেন। একটি দল যারা হিন্দুস্তানের যুদ্ধে শরিক হবে। আর দ্বিতীয় দলটি যারা ঈসা ইবনে মারিয়াম (আ.) এর সঙ্গে মিলে দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ করবে।

ব্যাখ্যাঃ- উক্ত হাদীসে দুটি যুদ্ধের কথা রাসূলুল্লাহ (স:) একত্রিতে বলায় প্রমাণ করছে এ যুদ্ধদুটি পরপরই ঘটবে একটি ইমাম মাহদী (রা.)এর প্রকাশের পর অপরটি ঈসা (আ.) অবতরণের পর সেদিন বেশি দূরে নয়![81]

৪)হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন,রাসূলুল্লাহ বলেছেন,অবশ্যই তোমাদের একটি দল হিন্দুস্তানের সাথে যুদ্ধ করবে আল্লাহ তা'আলা সেই যুদ্ধে মুসলমানদের সফলতা দান করবেন। এবং মুসলমানের যোদ্ধারা হিন্দুস্তানের রাষ্ট্রপ্রধানদের শিকল বেড়ি দিয়ে টেনে আনবেন আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের যোদ্ধাদের ক্ষমা করে দেবেন। মুসলিমরা

---

[79] মুসনাদে আহমাদ হাদিস ১৮৯৫

[80] নাসাঈ শরীফ হাদিস নং ৩১৭৪,বায়হাকী সুনানে কুবরা হাদিস নং ১৮৫৯৯, মুসনাদে আহমাদ হাদিস নং ৭১২৮, মুসতাদরাকুল হাকেম হাদিস নং ১৭৭৫/৬১৭৭,আল ফিতান নুয়াঈম ইবনে হাম্মাদ রাঃ হাদিস নং ১২৩৭,আল বিদায়া ওয়ান নেহায়া ৬/৩২২পৃঃ,আল-খাসায়িসুল কুবরা লিস সুয়ূতী ২/১৯০পৃঃ,আল মুসতাদরিক আলাস সহীহাইন হাদিস নং ৭৭১৬,তাহযিবুল কামাল ৪/৪৯৪পৃঃ,তাহযীবুত তাহযিব ২/২৫পৃঃ

[81] মুসনাদে আহমাদ হাদিস নং ২২৩৯৬ সুনানে নাসাঈ হাদিস নং ৩১৭৫ বায়হাকী আস সুনানুল কুবরা হাদিস নং ১৮৬০০ আল মুজামুল আউসাত হাদিস নং ৬৭৪১ আত তারীখুল কাবীর-জীবনী নং ১৭৪৭

যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে ঈসা ইবনে মারিয়াম (আ.) কে সিরিয়ায় উপস্থিত পাবেন।

ব্যাখ্যাঃ- উক্ত হাদীসে স্পষ্ট বোঝায় সে যুদ্ধ এখনো সংঘটিত হয় নাই, সামনে হবে ইনশা আল্লাহু তা'আলা।[82]

৫) হযরত কা'আব(রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স:) বলেছেন,জেরুজালেমের একজন বাদশা হিন্দুস্তানের দিকে একটি সৈন্যদল পাঠাবেন সৈন্যদলটি হিন্দুস্তানের ভূমি জয় করে নিবেন। সৈন্যদলটি হিন্দুস্তানের রাজাদের শিকল বেড়ি বেঁধে বন্দী করে জেরুজালেমের বাদশার নিকট উপস্থিত করবেন। প্রাচ্য পাশ্চাত্য সকল এলাকা তার বিজয় অর্জন হবে। দাজ্জালের আবির্ভাব পর্যন্ত তারা হিন্দুস্তানেই অবস্থান করবেন।[83]

৬) হযরত সাফওয়ান ইবনে আমর (রা.) বলেন,রাসুল (স:) বলেছেন, আমার উম্মতের কিছু লোক হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে আল্লাহ তা'আলা ওই মুজাহিদদেরকে বিজয় দান করবেন এমনকি ওই মুজাহিদরা হিন্দুদের শাসকদেরকে ডান্ডাবেড়ি পরিয়ে বায়তুল মুকাদ্দাস তথা জেরুজালেমের খলিফার নিকট পেশ করবেন। আল্লাহ তা'আলা ঐ সকল মুজাহিদদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। এরপর যখন তারা সিরিয়াতে ফিরে আসবেন তখন ঈসা ইবনে মারিয়াম (আ.) কে সেখানে পাবেন।[84]

ব্যাখ্যাঃ- এ সকল হাদীস এবং বুখারী শরীফের হাদীস থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে ২০২৮ -২০৩০ সালের মধ্যেই ইমাম মাহদী (রা.)এর আবির্ভাব হতে যাচ্ছে ইনশা আল্লাহু তায়ালা। বাকি আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন।

ঘটনাগুলো যে স্তর ভেদে ঘটবেঃ-

সর্বপ্রথম মসজিদে আকসা মুসলমানের হস্তগতহবে এরপর সমস্ত আরবে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে মক্কা-মদিনায় তিন রাজপুত্রের মধ্যে লড়াই হয়ে তারা মৃত্যুবরণ করলে ইমাম মাহাদি (রা.) এর আত্ম প্রকাশ ঘটবে।

---

[82] আল ফিতান নুয়াঈম ইবনে হাম্মাদ রাঃ ১নং খন্ড ৪৯ নং পৃঃ হাদিস নং ১২৩৬
মুসনাদে ইসহাক ইবনে রাহুবিয়া ১/২৬৪ পৃঃ হাদিস নং ৭৩৫

[83] আল ফিতান নুআইম ইবনে হাম্মাদ রাঃ ১/৪০৯পৃঃ হাদিস নং ১২৩৫

[84] আল ফিতান নুআইম ইবনে হাম্মাদ রাঃ ১/৪০৯পৃঃ হাদিস নং ১২৩৬

তখন ইহুদীরা মক্কায় মিনাতে গণহত্যা শুরু করবে। তারপর মাকামে ইব্রাহিমের নিকট মুসলমানগণ ইমাম মাহদী (রা.) এর হাতে বায়াত গ্রহণ করবেন। এরপর আরব ভূমি ইমাম মাহদী (রা.)এর হস্ত গত হবে। তিনি গাজওয়াতুল হিন্দের পূর্বে আরবের পার্শ্ববর্তী সিন্দু নামক এলাকায় যুদ্ধ করে বিজয়ী হবেন তারপর গাজওয়াতুল হিন্দ হবে। তথা পাক ভারত উপমহাদেশ বাংলাদেশ শ্রীলংকা নেপাল ও ভুটান সহ লড়াই হবে এরপর ইমাম মাহদী (রা.)৭- ৯ বছর খেলাফতের পর দাজ্জালের প্রকাশ ঘটবে ২০২৬-২০৩৯ ঈসায়ী সনের মধ্যে আর ঈসা (আ.) এর অবতরণ ২০৩৭-২০৪০সালের মধ্যেই ইনশা আল্লাহু তা'আলা।

হযরত আরতাত (রা.) বলেন,এক ইয়ামানী খলিফার নেতৃত্বে ইস্তাম্বুল এবং রোম (ইউরোপ, ইতালি) বিজয় হবে এরপর পরেই দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করবে এর পরপরই ঈসা ইবনে মারিয়াম (আ.) আসমান থেকে অবতরণ করবেন এর পূর্বে অত্র ইয়ামানী খলিফার নেতৃত্বেই সিন্দু এবং হিন্দুস্তানের যুদ্ধ সংঘটিত হবে,তিনি হবেন হাশেমী বংশের লোক গাজওয়াতুল হিন্দ বলতে উক্ত লড়াইকেই উদ্দেশ্য নিয়েছেন হযরত আবু হুরায়রা (রা.)[85]

সর্বশেষ কথাঃ

فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ اُوْلٰىهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ اُولِىْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ فَجَاسُوْا خِلٰلَ الدِّيَارِ ۗ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُوْلًا

অতঃপর যখন প্রতিশ্রুতি সেই প্রথম সময়টি এল, তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলাম আমার কঠোর যোদ্ধা বান্দাহদেরকে। অতঃপর তারা প্রতিটি জনপদের আনাচে-কানাচে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। এ ওয়াদা পূর্ণ হওয়ারই ছিল।[86]

ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَاَمْدَدْنٰكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَجَعَلْنٰكُمْ اَكْثَرَ نَفِيْرًا

---

[85] আল ফিতান নুআইম ইবনে হাম্মাদ রাঃ ১/৪১০পৃঃ হাদিস নং ১২৩৮

[86] সুরা বনী-ইসরাঈল আয়াত নং—- ৫

অতঃপর আমি তোমাদের জন্যে তাদের বিরুদ্ধে পালা ঘুরিয়ে দিলাম, তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও পুত্রসন্তান দ্বারা সাহায্য করলাম এবং তোমাদেরকে জনসংখ্যার দিক দিয়ে একটা বিরাট বাহিনীতে পরিণত করলাম। [87]

اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ وَاِنْ اَسَاْتُمْ فَلَهَا فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ لِيَسُوْٓءٗا وُجُوْهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوْهُ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّلِيُتَبِّرُوْا مَا عَلَوْا تَتْبِيْرًا

তোমরা যদি ভাল কর, তবে নিজেদেরই ভাল করবে এবং যদি মন্দ কর তবে তাও নিজেদের জন্যেই। এরপর যখন দ্বিতীয় সে সময়টি আসবে, তখন অন্য বান্দাহদেরকে প্রেরণ করব যারা তোমাদের মুখমন্ডলকে বিকৃত করে দেবে আর তারাও মসজিদুল আকসাতে ঢুকে পড়বে যেমনটি প্রথমবার ঢুকে ছিল। [88]

বিঃদ্রঃ ইহুদি বাদী দল ধ্বংসের বড় ঘটনার প্রথম ঘটনাটি ছিল ইসলাম প্রকাশিত হওয়ার বহু পূর্বে সুলাইমান (আ.) এর প্রায় ৪০০শত বছর পর এক কাফেরের মাধ্যমে যার নাম বুখতা নসর এর পর পুনরায় আমার অন্য বান্দাহদেরকে প্রেরণ করবো, যারা তোমাদের মুখ মন্ডল বিকৃত করে দিবে, আর মসজিদে আকসাতে ঢুকে পড়বে, যেমন প্রথমবার ঢুকেছিল এবং এ দলটি যেখানেই জয়ী হবে সেখানেই তোমাদেরকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দিবে। এই ঘটনাটি বুখতা নসরের মাধ্যমে হয়ে ছিলো। অথবা হযরত ঈসা (আ.) আসমানে চলেযাওয়ার ৪০বছর পর এক নাস্তিক বাদশাহর মাধ্যমে যার নাম ছিলো তিতাস সে ইহুদিও ছিলো না খৃষ্টানও ছিলো না। তার মাধ্যমে ইহুদিদেরকে আল্লাহ তা'আলা বেইজ্জত করেছিলেন তাদের বেয়াদবির কারণে তাদের ধ্বংস হওয়া তাদের নিজেদের বেয়াদবির কুফল, সুনিশ্চিত।

ইহুদি বাদী দল ধংশের বড় ঘটনার দ্বিতীয় ঘটনাটি বর্তমান ২০২৩সালে ঘটতে চলেছে এটার মেয়াদ কাল থাকবে প্রায় ২০২৮সাল পর্যন্ত ২০২৩ সাল থেকে ২০২৮সালের মাঝেই অভিশপ্ত ইহুদি বাদী দলের রাজত্ব ফিলিস্তিন থেকে ধংশ ও নশ্যাত হবেই অনিবার্য ও

[87] সুরা বনী-ইসরাঈল আয়াত নং—-- ৬

[88] সুরা বনী-ইসরাঈল আয়াত নং—- ৭

সুনিশ্চিত ইনশা আল্লাহু তায়ালা বাকি আল্লাহ তা'আলায় ভালো জানেন। যার প্রমাণ স্বরুপ এ কিতাবেই লেখা আছে তথা।

ইসরাঈল ধ্বংসের সময় এসে গেছে তারা অস্তিত্ব হিনতায় ভূগছে একথা অভিশপ্ত ইসরাঈল ভালো ভাবেই জানে কেননা ইসরাইলের রাজত্ব ৮০ বছর হওয়ার আগেই ধ্বংস হয়ে যাবে ইনশা আল্লাহু তা'আলা। যথা তাওরাতের ব্যাখ্যা গ্রন্থ তাল মুদ কিতাবে আছে বনি ইসরাইলের রাজত্ব ৮০ বছরের বেশি টিকেনা কখনো অভিসপ্ত ইয়াহুদীদের উপর আল্লাহ তা'আলার গজব এবং তাদের নবীদের অভিশাপ এজন্য যে তারা তাদের প্রায় ৩০০নবীকে হত্যা ও শহীদ করেছে কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে প্রায় ৫০,০০০ নবীকে হত্যা ও শহীদ করেছে, আর এক দিনেই করেছে প্রায় ২০০-৩০০ নবীকে শহীদ। আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রায় ১২বার রাজত্ব কায়েম করার তাওফীক দিয়ে ছিলেন কিন্তু তাদের বেয়াদবির কারণেই আল্লাহ তা'আলা তাদের হাত থেকে রাজত্ব কেড়ে নেন। শেষ বারের মতো এই অভিশপ্ত ইহুদি বাদী দল ১৯৪৮ সালে ১৪ই মে জবর দখল করে রাজত্ব শুরু করে ফিলিস্তিনে ইহুদী অভিশপ্ত গুষ্ঠিরা।

তাই ১৯৪৮+৮০=২০২৮ সালের আগেই ইহুদি রাজত্ব ফিলিস্তিন থেকে ধ্বংস হয়ে যাবেই ইনশা আল্লাহু তা'আলা। এর মধ্যে কোন সন্দেহ নেই। ইহুদিরা ও এটা গভীরভাবে বিশ্বাস করে তাইতো পাগলা কুকুরের মত ক্ষেপে গেছে তারা। আর রাসূল (স:) এর ভবিষ্যৎ বাণীতেও পাওয়া যাচ্ছে ২০২৮ সালেই হযরত ইমাম মাহদী (রা.)এর আত্মপ্রকাশ এবং ভারতবর্ষের রাজা-বাদশাদেরকে ডান্ডাবেড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে যাবেন মুসলিম মুজাহিদরা ফিলিস্তিনে বাইতুল মুকাদ্দাসে ইনশা আল্লাহু তা'আলা। এটাই সত্য কথা যার কোন বিকল্প নেই বলে মনে করি ইনশা আল্লাহু তা'আলা তবে সবই আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা বাকি আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। তাফসীরে ত্ববারী, বয়ানুল কুরআন

বহু রাত্র জেগেছি আমি হিসাব করার ত্বরে""কে যেনো এসে ডাক দিয়ে বলে উঠরে তুই! দিয়েছি সবই তোরে""

বিঃদ্রঃ- বদদ্বীন বেদ্বীন এবং দ্বীন হিন ব্যক্তি কারো মিত্র বা বন্ধু হলে তার আর শত্রুর প্রয়োজন হয়না নিজেকে ধংশের পথে নামিয়ে দিতে

কেননা তাদের চিন্তা ধারা চোরকে বলে চুরি করো গ্রেস্তোকে বলে সতর্ক থাকো এটাই তাদের ধোঁকাবাজি এবং চিন্তা ভাবনা।

খোলাসা কালাম .২

২০২৩সাল ৭ই অক্টোবর শনিবার সকালে যে যুদ্ধ শুরু হয় ফিলিস্তিনে তথাকার যুদ্ধে হামাসই জয়লাভ করবেন ইনশা-আল্লাহু তা'আলা এই যুদ্ধই গড়িয়ে প্রায় ২০২৮ সাল থেকে ২০৩০সাল নাগাদ এগিয়ে চলবে এরই মাঝে কোন এক সময় ইসারাইল অভিশপ্ত দখলদার বাহিনী পরাজিত হয়ে তাদের রাজত্ব ও বড়ত্ব হাত ছাড়া হয়ে তারা অন্যত্রে পলায়ন রত হবেই ইনশা আল্লাহু তা'আলা।

বর্তমান পৃথিবীতে যত মানুষ বসবাস করছে তারা সবাই সংক্ষিপ্তাকারে চার ভাগে বিভক্ত।

(১) খাঁটি মুমিন যারা কুরআন সুন্নাহ মুতাবিক জীবন গড়ে চলেছে। (২) মুমিন কিন্তু কুরআন-সুন্নাহ পুরাপুরি মানতে অক্ষম। (৩) ইহুদী ও নাসারা জাতি। (৪) নাস্তিক, হিন্দু, বৌদ্ধ, জাতি বা অন্যান্য জাতি এই চার দলের মধ্য হতে চতুর্থ দল নাস্তিক, হিন্দু, বৌদ্ধ এবং দ্বিতীয় দল যারা কুরআন সুন্নাহর বিপরীত চলে এই দুই দল প্রায় ২০২৫ থেকে ২০৩৩সালের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে ইনশা আল্লাহু তা'আলা। থাকবে শুধু মাত্র দুই দল (১) খাটি মুমিন (২) ইহুদী ও নাসারা।

সর্বপ্রথম ২০২৮ সাল থেকে ২০৩৬সালের মধ্যে খৃষ্টান জাতি মুসলমানের সাথে শান্তি চুক্তি করে ইহুদী দলকে দমিয়ে রাখবেন,পরে 'পুনরায় মুসলিম এবং খ্রীষ্টানদের মাঝে গোলযোগ হয়ে খ্রীষ্টান জাতি ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এটার শেষ সীমারেখা ২০২৮ সাল থেকে ২০৩৬ সালের মাঝে ইনশা- আল্লাহু তা'আলা বাকি অল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। এরপর ২০৩৩ সাল থেকে ২০৩৬ সাল পর্যন্ত অত্যন্ত দুর্ভিক্ষে ভরা থাকবে সারা বিশ্বব্যাপী,নাঊযু বিল্লাহি মিন যালিক। ২০৩৫

সাল থেকে ২০৩৯ সালের মধ্যে দুই বছর যাবৎ দাজ্জাল রাজত্ব করবে ইরাকে। ২০৩৬ সাল থেকে ২০৩৯ সালের মধ্যে দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ ঘটবে, ইনশা আল্লাহু তা'আলা তখন ইস্পাহান শহর থেকে যেটা ইরানের একটি অংশ বিশেষ, তথা থেকে ৭০ হাজার- ইহুদী দজ্জালের সঙ্গী হয়ে ১ বছর ২মাস ১৪ দিন সারা দেশ ঘুরে তান্ডব চালিয়ে মক্কা মদীনার দিকে রওয়ানা হবে। আল্লাহ তায়ালা ২০৩৭-২০৪০ সালের মধ্যেই ঈসা (আ.) কে আসমান থেকে অবতরণ ঘটাবেন, ইনশা আল্লাহু তা'আলা। হযরত ঈসা (আ.) দুনিয়াতে এসেই খাঁটি মুমিনদেরকে নিয়ে কাফের দাজ্জাল সহ সকল ইহুদীবাদী দলকে ধ্বংস করে দেবেন এরপর হতে দেশে শান্তি নেমে আসবে তখন শুধুমাত্র থাকবে খাঁটি মুমিনগণ, ইনশা আল্লাহু তা'আলা।

এর ৭বছর পর ইয়াজুজ মাজুজদের আবির্ভাব ঘটবে তখন ইসা (আ.) তার সঙ্গিদের সাথে নিয়ে তুর পাহাড়ে অবস্থান করবেন। তখন আল্লাহ তা'আলা গযব নাযিল করে ইয়াজুজ-মাজুজদেরকে ধ্বংস করে দেবেন -এর পর হতে ৪০বছর পূর্ণ হওয়া অবধি ঈসা (আ.) রাজত্ব করবেন, তার পর তিন খলীফা ৯০বছর রাজত্ব করবেন। এর-১০০ বছর পর কিরামত ইনশাআল্লহু তা'আলা বাকি আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন।

বিঃদ্রঃ ইমাম মাহদী (রা.)প্রায় ২০২৮ সাল থেকে ২০৩০ সাল নাগাত আত্মপ্রকাশ ঘটবে সর্বপ্রথম আরব ভূমি তার হস্তগত হবে। তারপর সিন্দু এলাকা তথা পাকিস্থানের একটি এলাকা তার হাতে আসবে। অর্থাৎ হয়তোবা সিন্দু আগে দখল হবে পরে আরব অথবা আগে আরব পরে

সিন্দু,বাকি আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। এরপর পুরা ভারতবর্ষ ইমাম মাহদী (রা.)এর হস্তগত হবে তথায় তিনি ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন এভাবেই ৭-৯ বছর খেলাফতে রাশেদা পরিচালনা করার পর দজ্জালের আবির্ভাব হবে। এর পরপরই ঈসা ইবনে মারিয়ম (আ.) এর আগমন ঘটবে, বাকি আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন।

সংক্ষিপ্ত হিসাব ২০২৩ সাল থেকে ২০২৫সাল নাগাত ফিলিস্তিন ও ইসরাঈল যুদ্ধ, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ২০২৫-২০৩০ সাল নাগাত "ইমাম মাহদী (রা.)এর আগমন২০২৮সাল থেকে ২০৩০সাল নাগাদ, দজ্জালের

আবির্ভাব, ২০৩৬সালে, আর ২০৩৭ থেকে ২০৪০ সালের মধ্যে হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম (আ.) এর আগমন হতে যাচ্ছে ইনশা-আল্লাহু তা'আলা। বাকি আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন।
তবে "দুনিয়ার মানুষ যদি এক বাক্যে আল্লাহ তা'আলার একাত্ম-বাদীতা স্বীকার করে নিয়ে আখেরী জামানার নবী- মুহাম্মদ মুস্তফা (স.) এর সুন্নত মেনে চলে এবং কুরবানি ও ত্যাগ স্বীকার করে, আপোষে জোড় মিল মহব্বতের সাথে আরাম ভোগে অপরকে প্রাধান্য দিয়ে চলে এবং নিজের জন্য যা ভালোবাসে অপরের জন্য তাই ভালোবাসতে আরম্ভ করে, ক্ষমা প্রার্থনার পূর্বেই যদি ক্ষমা করে দেওয়ার অভ্যাসে অভ্যস্থ হয় তাহলে মনে করতে হবে কিয়ামত এখনও বহু দূরে" এবং পূর্বের লিখিত ঘটনাবলীর একটিও তখন সংঘটিত করবেন না আল্লাহ তা'আলা বরং দুনিয়ার নেজাম সুন্দর করে দেবেন, ইনশা আল্লাহু তা'আলা।
তাই পূর্ব বর্ণিত হিসাবের উপর পূর্ণমাত্রার বিশ্বাস স্থাপন করা ঠিক হবেনা। কেননা, ভবিষ্যত এবং গায়েবের খবর একমাত্র আল্লাহ-তা'আলাই ভালো জানেন। আমি হাদীসের আলোকে যা বুঝেছি তাই এখানে লিপিবদ্ধ করলাম, বাকি আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন।

والله تعالى اعلم بالصواب و حقيقة الحال

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্নঃ-একদা আমার শায়েখ(রহঃ)যখন আড়ারদাহ তে এসেছিলেন তখন আমি বান্দাহ (আ.) রাজ্জাক,হযরতের কাছে জানতে চেয়েছিলাম, ফজিলত এবং মালহামার হাদীসতো প্রায় সবই জয়ীফ মনে হয়,এখন আমাদের করণীয় কী?
জয়ীফ হাদীসের মাধ্যমে কোন হুকুম প্রমাণিত হয় কি ? জয়ীফ হাদীস আমলের যোগ্য কিনা?
উত্তরঃ আমার শায়েখ(রহ.) বললেন,হ্যাঁ জয়ীফ হাদীসের মাধ্যমে মুস্তাহাব হুকুম প্রমাণিত হয় এবং আমল যোগ্য ও বিশ্বাস যোগ্য। যদি তাঁর বিপরীত কোন সহীহ ও অধিক শক্তিশালী হাদীস পাওয়া না যায়। এবং হাদীসটি মুবহাম ও অস্পষ্ট না হয় এবং কথাটি জাল বা বানোয়াট না হয়।

সহীহ লি জাতিহী, সহীহ লি গায়রিহী, হাসান লি জাতিহী হাদীস থাকা অবস্থায় হাসান লি গায়রিহী হাদীসের কোনই মূল্য নাই।
এ জন্যই যেকোন হাদীসের বিষয়ে তার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করার পূর্বে দেখতে হবে,তার বিপরীত কোন সহীহ, গ্রহণযোগ্য ও শক্তিশালী সনদের কোন হাদীস আছে কিনা ?
যদি শক্তিশালী কোন হাদীস পাওয়া যায় তাহলে শক্তিশালী হাদীসটিকেই মানতে হবে। আর দূর্বল হাদীসটির মাহমাল নির্ণয় করে উক্ত হাদীসটিকে সমন্বয় করে তার ইজ্জত অক্ষুণ্ণ থাকে সেদিকে নজরদারী করতে হবে। যথাঃ- اعط كل ذى حق حقه যার যে হক তা পরিপূর্ণভাবে আদায় করে দাও। অত্র হাদীসের আদলে সহীহ ও শক্তিশালী এবং গ্রহণযোগ্য হাদীসের উপর আমল করতে হবে। আর জয়ীফ দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য হাদীসটিকে স্বসম্মানে রেখে দিবে। হযরত কিছু কিতাবের হাওয়ালা বলে দিলে এবং বললেন এসবগুলো দেখে নিও। তাহলে তোমার প্রশ্নের হল হয়ে যাবে, ইনশা আল্লাহু তায়ালা। তার পর হতে বান্দাহ বিভিন্ন কিতাব মুতালাআ করার পরে আল্লাহ তায়ালাই তাওফীক দিয়েছেন যা নিম্নে বর্ণিত হলো।
মুহাক্কীক কামাল ইবনে হুমাম ফতহুল কাদীর কিতাবে ১ম খন্ডের জানাজা অধ্যায়ে ৪৬৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন জয়ীফ দূর্বল হাদীস দ্বারা মুস্তাহাব প্রমাণিত হয়।
একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এখানে আমাদের একটি বিষয় জানা থাকা দরকার যে, সহীহ ও হাসান হাদীসের দুইটি প্রকার আছে,
১. লি জাতিহী ২. লি গায়রিহী
লি জাতিহী বলা হয়,যেটা অন্য কোন হাদীস বা সনদের উপর নির্ভরশীল না হয়ে সরাসরি সহীহ বা হাসান বলে গণ্য হয়।
লি গায়রিহী বলা হয় ,যেটা অন্য কোন হাদীস বা সনদের উপর নির্ভরশীল হয়ে সহীহ ও হাসান নামে পরিচয় পায়। এজন্যই অনেক সময় দেখা যায় কোন হাদীসের সনদ দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও হাদীসটি হাসান বলে গণ্য হয়। এটা মুলত হাসান লি জাতিহী নয় বরং এটা হাসান লি গায়রিহী। যদি লি জাতিহী ও লি গায়রিহী উভয় প্রকার হাদীসই মুহাদ্দিসীনগণ ও উসুলীনদের নিকট মাকবুল,গ্রহণযোগ্য ও

প্রমাণযোগ্য। তথাপিও স্তর ও মানের বিবেচনায় এ দুইয়ের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। লি জাতিহী অধিক শক্তিশালী। আর লি গায়রিহী তুলনা মুলকভাবে কম শক্তিশালী। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো,কোন হাদীসের সনদ সহীহ হলেই হাদীস সহীহ হওয়াটা আবশ্যক নয়। কেননা, কখনো এমন হয় যে,হাদীসের সনদতো সহীহ অথচ হাদীসটি সহীহ নয়। কারণ সনদ সহীহ হওয়ার জন্য বর্ণনাকারীগণ সবাই বিশ্বস্ত নির্ভরযোগ্য ও সনদ বা সুত্রপরস্পরা মুত্তাছিল তথা নিরবিচ্ছিন্ন হওয়ায় যথেষ্ট। তবে হাদীস সহীহ হওয়ার জন্য এর পাশাপাশি আরো দুইটি জিনিস থাকা জরুরি।

এক. হাদীসটি অন্য কোন অধিক বিশুদ্ধ হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক না হওয়া। **দুই.** হাদীসটিতে গোপন কোন ত্রুটি না থাকা। উলূমুল হাদীসের সাধারণ তালিবুল ইলেমরা সনদ সহীহ হওয়ার বিষয়টি নির্ণয় করতে পারলেও হাদীস সহীহ হওয়ার বিষয়টি নির্ণয় করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। বিজ্ঞ অভিজ্ঞ , বিশ্বস্ত ও মু'তাবার মুহাদ্দিসীনে কেরামগণই কেবলমাত্র এটা নির্ণয় করতে পারেন। তাই হাদীসের কিতাবে কোথাও সহীহ আবার কোথাও সনদ সহীহ,আবার কোথাও উভয় পরিভাষা-ই ব্যাপকহারে ব্যবহৃত দেখা যায়। তথা সনদ সহীহ পরিভাষাটির তুলনায় সহীহ পরিভাষাটি অধিক শক্তিশালী মনে করতে হবে। কেননা, সহীহ পরিভাষাটিতে হাদীস সহীহ হওয়ার বিষয়টি নিশ্চয়তার সাথে বলা যায়। পক্ষান্তরে সনদ সহীহ বলা হলে সে ক্ষেত্রে সনদ সহীহ হওয়ার বিষয়ে নিশ্চয়তা পাওয়া গেলেও হাদীস সহীহ হওয়ার বিষয়ে কিছুটা অনিশ্চয়তা থেকে যায়। তবে হাদীসের বিষয়ে বাস্তবতায় দেখা যাচ্ছে,হাদীসের সনদ সহীহ হলেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে হাদীসটিও সহীহ বলে গণ্য হয়ে থাকে। এমন খুব কমই দেখা যায় যে, হাদীসের সনদ সহীহ অথচ হাদীসটি সহীহ নয়। তাই সংক্ষিপ্তাকারে বলা চলে, কোন হাদীসের ব্যাপারে সহীহ শব্দ ব্যবহার হলে সেটা তো স্পষ্টই সহীহ। তবে হাদীস সহীহ হলেই চলবে না, দেখতে হবে হাদীসটি আমল যোগ্য কিনা। হাদীসটি সহীহ অথচ আমল যোগ্য নয়!যথা বুখারী শরীফের জুল ইয়াদাইনের হাদীস মানসূখ তথা আমল যোগ্য নহে। আর কোন হাদীসের ব্যাপারে যদি বলা হয় সনদ সহীহ তাহলেও আমরা হাদীসটিকে

সহীহ বলে ধরে নিতে পারি যতক্ষণ না তার বিপরীতে কোন শক্তিশালী হাদীসের মাধ্যমে বাঁধাপ্রাপ্ত না হয় এবং উক্ত হাদীসটি অশুদ্ধ তার প্রমাণ পাওয়া না যায়।

সংক্ষিপ্তকারে বিভিন্ন হাদীসের সংজ্ঞা বা তারীফ

১. সহীহ লি জাতিহীঃ যে হাদীসের মান বিশুদ্ধ,তথা যার সনদ মুত্তাছিল,রাবীগণ আদেল ও যে হাদীসের মতনে কোন ধরণের সমস্যা বা ত্রুটি থাকেনা ।

২. সহীহ লি গায়রিহীঃ হাসান হাদীস অধিক সনদে বর্ণিত হলে তাকে সহীহ লি গায়রিহী বলে।

৩. হাসান লি জাতিহীঃ যে হাদীসের মান মোটামুটি বিশুদ্ধ এবং যে হাদীসে সহীহ লি জাতিহীর তুলনায় সামান্য কিছু সমস্যা বা ত্রুটি থাকলেও তা হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট করার ক্ষেত্রে তেমন প্রভাব ফেলে না।

৪. হাসান লি গায়রিহীঃ জয়ীফ বা দুর্বল হাদীস অধিক সনদে বর্ণিত হলে তাকে হাসান লি গায়রিহী বলে।

এই চার প্রকার হাদীসতো অবশ্যই মাকবুল তথা গ্রহণযোগ্য, আমল যোগ্য ও প্রমাণ যোগ্য হাদীস। এছাড়াও মুরসালে জলি,মুরসালে খফি,মাহফুজ হাদীসগুলোও মাকবুল, গ্রহণযোগ্য, প্রমাণযোগ্য ও আমল যোগ্য।

৫. মুরসাল সাহাবীর নাম উহ্য রেখে তাবেঈ কতৃক রাসুলাল্লাহ (স.)থেকে বর্ণিত হাদীস টিকে মুরসাল বলা হয়।

৬.মাহফুজ সাজ এর বিপরীত হাদীস কে মাহফুজ বা মারুফ বলে মারুফ হাদীসের রাবী ছেকা তথা গ্রহণযোগ্য হয়।

৭.জয়ীফ ,যে হাদীসের সনদ বা সুত্র দুর্বল। সাধারণত বর্ণনাকারীর বিশ্বস্ততায় প্রশ্ন বিদ্ধ হলে ও রাবী বা বর্ণনাকারীর মুখস্তা শক্তির দূর্বলতা কিংবা সূত্র বিচ্ছিন্নতাসহ নানা কারণ ঘটলে হাদীসের রাবী দিগকে দুর্বল বলে গণ্য করা হয়। রাবী দুর্বল হতে পারে" তবে হাদীস দুর্বল নয়!

জয়ীফ দুর্বল হাদীস আমল যোগ্য

বর্ণনার ক্ষেত্রে ওলামায়ে কেরামগণের নমনীয়তা এবং ফজীলত ও মালহামার ক্ষেত্রে সে অনুযায়ী আমল করা পূর্বাপর সকল উলামাদের নিকট প্রমাণিত। আল্লামাহ আব্দুল হাই লাক্ষনবী (রহ.) এর লেখা কিতাব দ্রষ্টব্যঃ-

الاجوبة الفاضلة عن الأسئلة العشرة الكامله।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) বলেন, হারাম-হালালের বিষয়ে আমরা কঠোর অবস্থানে থাকি। তবে ফজিলতের ক্ষেত্রে নমনীয়তা অবলম্বন করি হাকেম আবু আব্দুল্লাহ তার কিতাব মুসতাদরাকের ১ম খন্ড ৪৯০ পৃষ্ঠায় আব্দুর রহমান ইবনে ইমাম মাহদী (রা.)থেকে বর্ণনা করেন যে, হালাল-হারাম ও বিধি-
বিধানের ক্ষেত্রে যখন রাসুল(সঃ) থেকে কোন হাদীস দেখতে পায় তখন তার সনদ ও বর্ণনাকারীদের বিষয়ে চূড়ান্ত অনুসন্ধান করি আর যখন ফজীলত সওয়াব
শাস্তি, মুবাহ, দাওয়াত, সিয়ার, তারীখ, তাসাউফ, ওয়াজ, আলামতে কিয়ামত, মালহামাহ, তাফসীর ইত্যাদি বিষয়ে যেখানে, হালাল-হারামের তেমন কোন সম্পর্ক নেই এসকল বিষয়ে কোন হাদীস পাই তখন তার সূত্রের বিষয়ে আমরা নমনীয়তা অবলম্বন করি। এত বেশি ঘাটাঘাটি করতে যায়না।

ইমাম আল্লামাহ নববী (রহ.) তাঁর কিতাব আল-আজকার এর মুকাদ্দামায় ১১-১২ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন মুহাদ্দিস ও ফকীহ উলামায়ে কেরামগণ বলেন ফজিলত উৎসাহ বা ভীতি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে জয়ীফ বা দুর্বল হাদীসের উপর আমল করা উত্তম হবে আমল ছেড়ে দেওয়ার তুলনায়। তবে দেখতে হবে সেটা যেন জাল বানোয়াট কথা না হয়। তবে বিধি-বিধান, যেমন- হালাল হারাম ক্রয়-বিক্রয়, বিবাহ- তালাক, তথা ঈমানাত, আকীদা, ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ ইবাদাত, মুয়ামালাত, বিবাহ-তালাক বিচার বিভাগ, আমানত, সম্পত্তি বন্টন বিষয়ক, লেন-দেন বেচা-কেনা, এবং উকূবাত তথা কেসাস ও হদ জারী করার বিষয়ে শুধু মাত্র সহীহ লি জাতিহী সহীহ লি গায়রিহী ও হাসান লি জাতিহী হাদীসের উপর আমল করতে হবে। তবে হ্যাঁ বিধি-বিধান

তথা ক্রয় বিক্রয়, বিবাহ-তালাক ইত্যাদির ক্ষেত্রে কোন জয়ীফ দূর্বল হাদীস বর্ণিত হলে এবং বিপরীত মুখী কোন সহীহ বা হাসান হাদীস পাওয়া না গেলে এমতাবস্থায় উক্ত জয়ীফ হাদীসের মাধ্যমে কোন মাকরুহ হুকুম প্রামানিত হলে উক্ত হাদীসের উপর আমল করে ঐ মাকরূহ বিষয় থেকে সতর্কতামূলক বেঁচে থাকা মুস্তাহাব । কিন্তু ওয়াজিব নয়।

ইবনে আর্রাক (রহ.) تنزيه الشريعة المعروفة
তানঝিহুশ শরিয়াতিল মারুফা। কিতাবের ২য় খন্ড ২০৯ পৃষ্ঠায় ইবনুল আরাবী- মালেকি (রহ.) এর রচিত مراقى الزلف
মারাকিউজ জুলাফ নামক কিতাব থেকে তার বক্তব্য নকল করে বলেন যে, নিজস্ব স্ত্রীর লজ্জাস্থানের প্রতি দৃষ্টি করা মাকরুহ। তিনি বলেন এক্ষেত্রে আমি বলবো যদিও তা মাকরুহ হাওয়ার বিষয়ে সহীহ এবং হাসান হাদীস পাওয়া যায় না, তবে যুক্তি বা কিয়াসের তুলনায় দূর্বল হাদীসের ওপর আমল করাকে মুহাদ্দিস, ফকীহ উলামায়ে কেরামগণ উত্তম বলেছেন। [89]

يشمط العاطس ثلاثا
হাঁচি প্রদান কারী তিনবার আলহামদু লিল্লাহ বলবে। উক্ত হাদীসের আলোচনায় তিনি বলেন যে, এই হাদীসের বর্ণনা- কারীদের মাঝে যদিও একজন অপরি- চিত ব্যক্তি আছে এতদ্বসত্বেও তার উপর আমল করা মুস্তাহাব
কেননা তাতে কল্যান নিহিত আছে। এবং এটা একটি দোয়া মাত্র অতএব এমন হাদীসের উপর আমল করায় উত্তম।
তবে লক্ষ রাখতে হবে তিনটি জিনিষ
১)দুর্বল হাদীসের মুকাবিল বিপরীত কোন সহীহ বা হাসান হাদীস থাকতে পারবে না।
২। ঐ কথাটি জাল বা বানোয়াট হতে পারবে না।
৩। দুর্বল হাদীস ফজিলত বিষয়ক হতে হবে। বিধি-বিধান, হালাল-হারাম বিষয়ক হতে পারবে না।

---

[89] আল্লামাহ হাফেজ ইবনে হাজার (রহঃ) ফাতহুল বারী ১০নং খন্ড ৬০৬ পৃষ্ঠায় আদব বা শিষ্টাচার অধ্যায়ে হাঁচির পরিচ্ছেদে

তবে হালাল-হারাম বিষয়েও যদি তার মুকাবিল বিপরীত কোন সহীহ বা হাসান হাদীস পাওয়া না যায়" এমতাবস্থায় কারো ক্ষতি নাহলে বা কেউ কষ্ট না পেলে, ধোকা সাব্যস্থ না হলে; ভেজালে বেঁধে যাওয়ার ভয় না হলে, উভয়ের কল্যান সাধিত হলে বিধিবিধানের বিষয়েও জয়ীফ হাদীসের উপর আমল করাই উত্তম হবে কিয়াস এবং যুক্তির উপর আমল করার তুলনায়।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, অন্য কোন বিপরীত মুখি হাদীস পাওয়া না গেলে বা অন্য হাদীসের সঙ্গে সাংঘর্ষিক না হলে জয়ীফ হাদীসের উপরই আমল করতে হবে। এবং তিনি এটাও বলেছেন যে, যুক্তি বা কিয়াসের উপর আমল করার চেয়ে জয়ীফ হাদীসের উপর আমল করায় শ্রেয়, এটাই আমার পছন্দনীয়।

ইবনে হাযম (রহ.) উল্লেখ করেন যে, সব হানাফী আলেম এ কথায় একমত যে, ইমাম আবু হানিফা (রা.) এর মাজহাব হলো যুক্তির উপর আমল করার চেয়ে জয়ীফ হাদীসের উপর আমল করা উত্তম।

একদা ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) কে জিজ্ঞেস করা হলো দুই ব্যক্তি সর্ম্পকে যাদের একজন মুহাদ্দিস তবে তার হাদীসের শুদ্ধতা বিশুদ্ধতা কিছুই জানা যায় না। আর অপর জন যুক্তি নির্ভর- শীল। কিয়াস এবং যুক্তির মাধ্যমেই সকল ফায়সালা করেন। এ ক্ষেত্রে কোন মাসআলার প্রয়োজন হলে এদু' জনের মধ্য হতে কাকে জিজ্ঞেস করতে হবে উভয়জন কিন্তু বড় আলেম।

উত্তরে আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) বললেন, মুহাদ্দিস কে জিজ্ঞেস করতে হবে। যুক্তির উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করবে না।

আবু আব্দুল্লাহ ইবনে মানদাহ (রহ) ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) এর শাগরীদে রফিক, তিনি আবু দাউদ শরীফের লেখক, ইমাম আবু দাউদ (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন যে, কোন বিষয়ে জয়ীফ হাদীস ছাড়া অন্য কোন হাদীস না পাওয়া গেলে, সে ক্ষেত্রে আবু দাউদ (রঃ) জয়ীফ হাদীসই বর্ণনা করেন। এবং একথা বলেন যে,যুক্তি ও কিয়াসের তুলনায় তাঁর নিকট জয়ীফ হাদীসই বেশি পছন্দনীয় এবং শক্তিশালী। ইমাম নববী (রহ.) আল-আরবাইন, কিতাবে ফজীলতের ক্ষেত্রে জয়ীফ হাদীসের

উপর আমল জায়েজের সপক্ষে উলামায়ে কেরাম গণের ঐক্যমত উল্লেখ করেছেন।

আল্লামাহ ইবনে হাজার হায়তামী (রহ.) শরহুল আরবাইন বা আশ শারহু আলাল আরবাইন কিতাবে ৩২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যারা ফজিলতের সব বিষয় আল্লাহ-তা’আলার পক্ষ হতে অকাট্য দলীলের মাধ্যমে প্রমাণিত হতে হবে বলেন তাদের এ কথা ভিত্তিহীন। এবং যারা একথা বলেন যে; জয়ীফ হাদীস দ্বারা ফজিলত প্রমাণ করা নবসৃষ্ট ইবাদত ও দ্বীনের নামে এমন কাজ যা আল্লাহ-তা’আলার নিকট অপছন্দনীয়, একথাও ভিত্তিহীন। কেননা ইজমা যা ঐক্যমত সেটা কখনোও অকাট্য প্রমাণ হতেই পারে না। কারণ কখনো-কখনো ইজমা ধারণাগত প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার হয়। ইজমা ধারণাগত প্রমাণ হিসেবে তখনই মেনে নেয়া হয়, যখন তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত প্রশ্নের কোন উত্তর থাকেনা। তবে এ ক্ষেত্রে ইজমা এমন ধারণাগত প্রমাণ নয় যে, তা প্রত্যাখ্যান করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রেও ইজমার মাধ্যমে আমল করাকে ওয়াজিব বলা হয়েছে, এবং বলা হয়েছে

خلاف اجماع الامة كفر

ইজমার বিপরীত চলা কুফুরী

٧٩۔ اصول الشاشی۔ ص١

۔ ٢٠٦٢٠٧۔ مستدرك حاكم ج١ ص ٢

۔ ٢٢٧٢٢٢۔ نور الانوار ص ٣

مكتبه اسلاميه

۔تفسير طبری ج٥۔ ٦ ص٣٣٢ سورة النساء ٤

قال الله تعالى و من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى و يتبع غير سبيل

١١٥ المؤمنين نوله ما تولى و نصله جهنم و ساءت مصيرا النساء أيت

অর্থ:-আল্লাহ তা’আলা বলেন যে কেউ রাসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তার কাছে সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পর। এবং সব মুসলমানের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে। আমি তাকে ঐ দিকেই ফেরাবো, যেদিক সে

অবলম্বন করেছো। এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো। আর তা হবে (তার জন্য) নিকৃষ্টতর গন্তব্য স্থান।

ব্যাখ্যাঃ- কুরআন মাজীদও সাক্ষী দিচ্ছেন যে ইজমা মেনে চলা ফরজে আঈন। সুতরাং ইজমা যেমন নবসৃষ্টি আমল বা শরীয়ত বহির্ভূত কাজ নয় এটা যেমন কুরআনের মাধ্যমে প্রমাণিত, তদ্রূপ জয়ীফ হাদীসের মাধ্যমে ফজিলত প্রমাণ
করাও দীনের নামে নবসৃষ্ট অপছন্দনীয় কাজ নয়।

মূলত বিষয়টি এমন যে, কোন অভিযোগ ছাড়াই জয়ীফ হাদীস দিয়ে ফজীলতের আশা করা বৈধ। কেননা, আল্লাহ-তায়ালা সুরা নিসার ১১৫ নং আয়াতে ঘোষণা দিয়েছেন,যে কেউ রাসুল (স.)এর বিরুদ্ধাচারন করবে তার স্থান জাহান্নাম।[90]

উক্ত আয়াত একথায় প্রমাণ বহন করছে যে,কিয়াস বা যুক্তির তুলনায় রাসুল (সঃ) এর কথা সনদ জয়ীফ হলেও রাবীর ত্রুটি থাকা অবস্থায়, তার বিপরীত মুখি সহীহ ও হাসান হাদীস পাওয়া না গেলে এবং কথাটি জাল বা বানোয়াট না হলে হাদীস মেনে চলা আবশ্যকীয়

والله تعالیٰ اعلم بالصواب وحقيقة الحال

হাফেজ সাখাবী (রহ.) তার কিতাব আল কওলুল বাদিঈ ১৯৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন জয়ীফ দূর্বল হাদীসের উপর আমল জায়েজ হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত

১) অতি শংসয়ের ও সন্দেহের সঙ্গে হাদীসটি বর্ণিত না হওয়া।

২) শরীয়তের ব্যাপক নীতিমালার সঙ্গে সাংঘর্ষিক না হয় এবং জয়ীফ হাদীসটির বক্তব্য শরীয়তের ব্যাপক নীতিমালার অধীনে ও অন্তর্ভূক্ত থাকতে হবে।

আমার শায়েখ আল্লামাহ মুফতী সাইফুল ইসলাম সাহেব (রহ.)বলতেন এ দুটি কথার অর্থ হলো এই যে, ১নং এর অর্থঃ- বর্ণনাটি জাল বা বানোয়াট হতে পারবে না।

[90] সুরা নিসা আয়াত নং—-১১৫

২নং এর অর্থঃ- জায়িফ হাদীসের মুকাবিল কোন সহীহ বা হাসান হাদীস থাকতে পারবেনা। এবং হাদীসটি মুবহাম বা অস্পষ্ট হতে পারবে না বরং স্পষ্ট হতে হবে।

৩) হাফেজ সাখাবীর তৃতীয় নম্বর শর্ত :- হাদীসটির উপর আমল করার সময় তা সহীহ সূত্রে প্রমাণিত হাওয়ার বিশ্বাস অন্তরে না রাখা। কেননা সহীহ সূত্রে প্রমাণিত হাওয়ার কথা অন্তরে থাকলে অন্তর থেকে ভয় উঠেযাবে তাই ভীত- সন্ত্রাস্ত অবস্থায় আমল করা জরুরী যাতে আল্লাহ-তায়ালা কবুল করেন।

আমার শায়েখ (রহ.) **বলতেন** হাদীস যতই জয়ীফ হোক না কেন তার উপর তায়ামুলে আসলাফ হওয়া জরুরী অর্থাৎ স্বর্ণ যুগ থেকে উক্ত হাদীসের উপর যদি আমল চলে আসতে থাকে, তাহলে উক্ত জয়ীফ হাদীস অনুযায়ী আমল করতে কারো বাঁধা সৃষ্টি করার অনুমতী নেই।

তাই **আমার শায়েখ(**রহ.) **বলতেন** হাদীস যতই সহীহ হোক না কেন যদি মুবহাম বা অস্পষ্ট হয় তাহলে স্পষ্ট সহীহ হাদীসের মুকাবালায় অস্পষ্ট ও মুবহাম হাদীস গ্রহণ যোগ্য নয়। আর তায়ামুলে আসলাফও যদি উক্ত সহীহ হাদীসের বিপরীত দেখা যায়, তাহলে উক্ত সহীহ হাদীসের মাহমাল মাকছাদ ভিন্ন কিছু হবে বলেই মেনে নিতে হয় । যথা:-

عن محمد بن ابي يحيى قال رأيت عبد الله بن الزبير و رأى رجلا رافعا يديه يدعو قبل ان يفرغ من صلاته فلما فرغ منها قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه قبل ان يفرغ من صلاته

١٧٣٤٥معجم الكبير مجمع الزوائد ج١٠ ص١٦٩ او ج١٠ ص١٩٤ ح

অর্থঃ-মুহাম্মদ ইবনে আবি ইয়াহইয়া - আসলামি (রহ.) বলেন আমি আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর (রা.) কে দেখেছি যে, একবার তিনি জনৈক ব্যক্তিকে নামাজ শেষ করার পূর্বে দুহাত উঠিয়ে দোয়া করতে দেখে

নামাজ শেষে তাকে বললেন রাসুলুল্লাহ (সঃ) নামাজ শেষ করার আগে কখনোও হাত উঠাতেন না। [91]

ব্যাখ্যাঃ উক্ত হাদীসের ঘটনা ছিলো নফল নামাজের মধ্যে। কেননা সহীহ বুখারীতে আছে

الدعاء قبل السلام ـ ج١ص١١١٥

অর্থঃ- দোয়া হবে সালামের পূর্বে তথা দুয়ায়ে মাছুরা।

الذكر بعد الصلوٰة

এবং বুখারী শরীফ ৬৯৭১ নম্বর হাদীস ও মুসলিম শরীফে ১৩৬৬/১৩৭০ নম্বর- হাদীসে আছে এবং ইমাম আবু দাউদ (রহ.) ও নাসায়ি(রহ.)
তাদের সুনানে নামাজ অধ্যায়ে এনেছেন হযরত মুগীরা ইবনে শুবা' (রা.) হযরত মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা.) এর কাছে লিখে পাঠালেন। রাসুলুল্লাহ (সঃ) নামাজ শেষে সালাম ফিরানোর পর বলতেন লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালা হুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শায়য়িন কাদীর, আল্লাহুম্মা লা মানিয়া লিমা আতাই'তা ওয়ালা- মুতিয়া লিমা মানাতা ওয়ালা ইয়ান - ফায়ু জাল জাদ্দি মিন কাল জাদ্দু।
এবং বুখারী শরীফের ইতেসাম অধ্যায়ে আছে রাসুল (সঃ) উক্ত বাক্যগুলো ফরজ নামাজ শেষে মুখে-মুখে বলতেন আরো বহু সহীহ হাসান হাদীসে বর্ণিত আছে স্পষ্ট ভাবে যে রাসুল (সঃ) ফরজনামাজ শেষে হাত উত্তলন করা ব্যতিতই মুখে-মুখে দোয়া পাঠ করেছেন মাত্র।
রাসুল (স.) সারা জীবন ভর প্রায় ২৭০০০ সাতাইশ হাজার ওয়াক্ত ফরজ নামাজ জামাতের সাথে আদায় করেছিলেন। কিন্তু একটিবারের জন্যও হাত উত্তলনের 'সংবাদ' সাহাবায়ে কেরাম (রা.)গন দেননি। বরং ফরজ নামাজ শেষে রাসুল(স.) এবং সাহাবায়ে কেরাম (রা.)থেকে হাদীসে ছয় প্রকার আমল খুঁজে পাওয়া যায়।
১। কখনো নামাজ শেষে সাহাবাদের হালাত শুনতেন।

[91] আল মু'জামুল কাবীর, আল্লামাহ হাইছামী (রহঃ) এর মাজমাউজ যাওয়ায়েদে ১০নং খণ্ড ১৬৯ বা ১৯৪ পৃষ্ঠায় হাদীস নং ১৭৩৪৫ এ হাদীসের বর্ণনাকারীগণ সকলেই নির্ভর যোগ্য।

২। কখনো জিকির আজকারে মগ্ন থাকতেন।
৩। প্রয়োজন থাকলে মসজিদ থেকে বের হয়ে যেতেন।
৪। ফরজ নামাজের পরে সুন্নত থাকলে সালাম ফিরিয়ে সংক্ষিপ্তাকারে মুখে দোয়া পড়ে সুন্নতের জন্য দাঁড়িয়ে যেতেন।
৫। সুন্নতের উদ্দেশ্যে ডানে বামে সরে যেতেন।
৬। কখনো নিজের স্বপ্নের কথা শুনাতেন।

مسلم شريف۔ بخاري شريف۔ ابو داوود شريف۔ طحاوي شريف۔ مصنف ابن ابي شيبه۔
بيهقي شريف

ইত্যাদি কিতাবে প্রমাণ বিদ্যমান।
অথচ জীবনে ইস্তেসকাহ এবং কুসুফের নামাজ বৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং সূর্য গ্রহণের সময় মাত্র একবার বা দুই বার সংগঠিত হয়েছে তথায় রাসুল (সঃ) হাত উত্তলন করেছেন তার বার্নণা হাদীস শরীফে আসতে পারল আর ২৭০০০ সাতাইশ হাজার ওয়াক্তের ঘটনায় হাত উত্তলনের কোনই কথা হাদীসে যখন উল্লেখ নেই তখন এটা

كالشمس في نصف النهار

দুপুর বেলা সূর্য উদিত হওয়ার প্রতি যেমন আর সন্দেহ থাকে না। তদ্রুপ পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ, জুম্মা, দুই ঈদ এবং মাজলীস শেষে, জানাজার পর দাফনের পরে হাত উওলনের প্রথা সর্নযুগে যে ছিলো না এটা বর্ণনা করার আর অপেক্ষা রাখে না। আর যেসব হাদীস জয়ীফ তার মুকাবিল সহীহ ও হাসান হাদীস থাকার কারণে আমলযোগ্য নয়!আমলের অযোগ্য "এটা উসুলীন,
মুহাদ্দিসীন, ফকীহগণ সকলেই একমত। হ্যাঁ মালহামাহ তাকবীরে উলা, এবং পাগড়ীর হাদীসের বিপরীতে কোনই সহীহ এবং হাসান হাদীস না পাওয়া যাওয়ার কারণে উক্ত জয়ীফ হাদীসের উপর
আমল করা কমপক্ষে মুস্তাহাব তো অবশ্যই। এই জন্য ই কোন কোন মুহাদ্দিসীন গন পাগড়ী বেঁধে নামাজ পড়াকে সুন্নত বলে ঘোষণা দিয়েছেন যা পূর্বেই বনিত হয়েছে।
বিঃদ্রঃ নামাজ শেষে হাত উত্তলন পূর্বক দোয়া করার হাদীস কোনটি মুবহাম, কোনটি জয়ীফ জিদদান। কোনটি জাল বা বানোয়াট কথা।

তথাঃ মুওজুকালাম ফরজ নামাজের পর একটি হাদীসেও হাত উত্তোলনের প্রমাণ নেই। বরং সহীহ হাদীসের দ্বারা নামাজান্তে দোয়া পড়ার প্রমাণ বিদ্যমান। অতএত মুবহাম ,জয়ীফ জিদদান হাদীস, ও মুওজুকালাম, সহীহ ও হাসান হাদীসের মুকাবালায় অগ্রহণযোগ্য। তাই প্রচলিত মুনাজাত খেলাফে সুন্নত তথা বেদআত।

بسم اللّٰہ الرحمٰن الرحیم

کتاب الجهاد

দ্বিতীয় অধ্যায়: মুজাহাদা

باب فضل الجهاد والسير

পরিচ্ছেদঃ-মুজাহাদাহ তথা জিহাদ ও যুদ্ধের ফযীলত ও লাভ

۔محنت کرنا ، مشقت اٹھانا، کوشش کرنا :جهاد کے لغوی معنی

لفظ جهاد باب مفاعله کا مصدر ہے۔ بکسر الجیم ۔ باب مفاعله کے مصدر کا وزن۔،،

۔والفِعَالُ،، اسکے معنی۔ محنت، مشقت اور کوشش کرنا ہے

সর্বাত্মক চেষ্টা করা, প্রচেষ্টা চালানো, সর্বাত্মক শক্তি প্রয়োগ করা, পূর্ণ প্রচেষ্টা চালানো, সর্ব শক্তি নিয়োগ করা। শক্তি, সামর্থ্য, সাধ্য, কষ্ট, অতি দৃঢ়তার সাথে, সতর্কতা অবলম্বন করা, স্বাধ্যতীত কষ্ট ক্লীষ্ট,চুড়ান্ত ও পছন্দনীয় সর্বাত্মক চেষ্টা করা।

تعریف جهاد کی اصطلاحي

۔ الدین قتال الکفار لتقویة

۔یعنی دین کی مضبوطی اور استحکام کیلئے کفار سے لڑنا

আল্লাহ তা’আলার সন্তুষ্টির মানসে বা উদ্দেশ্যে দ্বীন কে শক্তি শালী ও সংরক্ষণ করার জন্যে কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করা। অথবা বলবো দ্বীনের সংরক্ষণ ও আল্লাহ তা’আলার বাণীকে সুউচ্চ করার উদ্দেশ্যে কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করা।

الجهاد ۔ بفتح الجیم

۔جُهُد ۔ بضبتين ۔ الجهاد۔ بفتح الجیم ہو تو وہ اسم ذات ہوگا اسکا جمع اگر

অর্থ শক্ত ভূমি, অনূর্বর ভূমি,

آیت جهاد

۔'وقول الله تعالی

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۞ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيم

التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِين

অর্থঃ- আল্লাহ তা’আলার বাণীঃ- আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের থেকে তাদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন, এর বিনিময়ে রয়েছে তাদের জন্যে জান্নাত। তারা আল্লাহ তা’আলার পথে সংগ্রাম করে, হত্যা করে এবং নিজেরাও নিহত হয়।
তাওরাত ইনজীল ও কুরআন মাজিদে এ সম্পর্কে তাদের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি রয়েছে। জেনে রেখো নিজ প্রতিজ্ঞা পূরনে আল্লাহ তায়ালা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কে আছে? কেউ নাই, সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেন দেনের উপর এ হলো মহান সাফল্য
অর্থঃ- তারা তওবাকারী, এবাদতকারী, শোকরগোজার দূনিয়ার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন কারী, রুকু ও সেজদা আদায়কারী, সৎকাজের আদেশ দান কারী, ও মন্দ কাজ থেকে নিবৃতকারী, এবং আল্লাহ তা’আলার দেওয়া সীমা সমূহের হেফাজত কারী। অতএব সুসংবাদ দাও ঈমানদার দেরকে।[92]

و قال الله تعلی

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِين

[92] সুরা তওবা আয়াত নং ১১১_১১২

অর্থঃ- যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সৎ কর্মপরায়ণ ও মোখলেসিনদের সাথে আছেন। [93]

এর আসল অর্থ

দ্বীনের পথে বাধা বিপত্তি দূর করার জন্য পূর্ণ শক্তি ব্যয় করা।
কষ্ট ক্লীষ্ট চূড়ান্ত ও পছন্দনীয় পন্থায় সর্বাত্মক চেষ্টা কোশেষ করা।
অতি দৃঢ়তার সাথে সতর্কতা অবলম্বন করে শক্তি প্রয়োগ করে সর্বশক্তি নিয়োগ করে সাধ্যাতীক কষ্ট ও চেষ্টা করা। এর মধ্যে আছে কাফের, মুশরিক, মুনাফিক, বেদ'আতি ও পাপিষ্ঠদের পক্ষ থেকে আগত বাধা বিপত্তি ও প্রবৃত্তি ও শয়তানের পক্ষ হতে আগত বাধা বিপত্তি সব কিছু থেকেই নিজেকে হেফাজত রাখা। তবে জিহাদের সর্বশ্রেষ্ঠ সর্ব উত্তম ও সর্ববৃহৎ প্রকার হলো কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া।

جہاد کی صورتیں

ـ علماء حضرات نے جہاد کی مختلف صورتیں بیان فرمائی ہیں
الجہاد مع الکفار ۲ .الجہاد مع الفساق ۳ .الجہاد مع الشیطان ٤ .الجہاد مع النفس . ۱
ان کی تفصیل یہ ہے
والبد عتی الجہاد مع الکفار والمشرک والمنافق ۱ ـ
ـ ان لوگوں سے جہاد کرنے میں، ہاتھ ،مال، زبان اور دل چاروں چیز کی ضرورت یک ہی ساتھ ہوتی ہے

ক্ষমতা, সম্পদ,দিল এবং মুখ চার প্রকার যোগ্যতা একই সাথে প্রয়োজন। কাফের মুশরিক মুনাফিক এবং বিদ'আতীদের সাথে লড়াই করতে হলো। নতুবা এই আয়াতের মেসদাক বনে যেতে হবে। তাই শক্তি, সামর্থ ও সম্পদের ব্যবস্থা করা এবং আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় খরচ করা। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন

وَأَنفِقُوا۟ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوٓا۟ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

[93] সুরা আনকাবুত আয়াত নং ২৯

অর্থঃ- আর ব্যয় করো আল্লাহ তা'আলার পথে তবে নিজের জীবনকে ধ্বংসের সম্মুখীন করোনা। এবং মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করো, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহ কারী দেরকে ভালবাসেন। এর পূর্বের আয়াতে আছে তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো এবং জেনে রাখো যারা পরহেযগার। আল্লাহ তায়ালা তাদের সাথেই রয়েছেন। [94]

নিজেকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেওয়ার অর্থ

স্বহস্তে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না।
আয়াতাংশের শাব্দিক অর্থ অত্যন্ত দ্ব্যর্থহীন ও স্পষ্ট।
এতে সেচ্চায় নিজেকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করতে বারণ করা হয়েছে এখন কথা হল যে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করা বলতে এক্ষেত্রে কি বোঝানো হচ্ছে।
ইমাম জাসসাস এবং ইমাম রাজি (রহ.) বলেন। হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.) বলেন , এই আয়াত আমাদের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে, আমি এর ব্যাখ্যা উত্তম রূপে জানি।
কথা হল এই যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত থাকাকালীন আল্লাহ তা'আলা ইসলামকে যখন বিজয়ী ও সুপতিষ্ঠিত করলেন, তখন আমাদের মধ্যে আলোচনা হলো যে, এখন আর জিহাদের কি প্রয়োজন? এখন আমরা আপন গৃহে অবস্থান করে বিষয়-সম্পত্তির দেখাশোনা করি এ প্রসঙ্গেই এ আয়াত নাযিল হলো। এতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে ধ্বংসের দ্বার এখানে জিহাদ পরিত্যাগ করাকেই বোঝানো হয়েছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে জিহাদ পরিত্যাগ করা মুসলমানদের জন্য ধ্বংসেরই কারণ।
সেজন্যই হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.) সারা জীবনই জিহাদ করে গেছেন, শেষ পর্যন্ত ইস্তাম্বুলে শহীদ হয়ে সেখানেই সমাধিত হয়েছেন।
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হুজাইফা (রা.) কাতাদা (রা.) এবং মুজাহিদ ও যাহ্হাক (রা.) প্রমুখ তাফসীর শাস্ত্রে এবং ইমাম গণের নিকট থেকেও এরূপ বর্ণিত হয়েছে।

[94] সুরা বাকারা আয়াত নং ১৯৫

নিরাশ হওয়া ও ধ্বংসের কারণ।

হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) বলেন পাপের কারণে আল্লাহ তা'আলা রহমত ও মাগফেরাত থেকে নিরাশ হওয়াও নিজ হাতে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়ার নামান্তর এজন্যই মাগফিরাত সম্পর্কে নিরাশ হওয়া হারাম।

গুনাহে লিপ্ত থাকা ধ্বংসের কারণ।

তদ্রুপ মাগফিরাতের আশায় গোনাহে লিপ্ত থাকাও নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়ার নামান্তর। তাই সর্বদায় গুনাহ হতে বেঁচে থাকতে যথাসাধ্য ও সর্বাত্মক চেষ্টা করতে থাকা এবং অতি দৃঢ়তার সাথে সতর্কতা অবলম্বন করে সাধ্যাতীক চেষ্টা কোশেষ করে বেঁচে থাকা। হ্যাঁ ভুলক্রমে গুনাহ হয়ে গেলে মাগফিরাত সম্পর্কে নিরাশ না হয়ে সাথে সাথেই ইস্তেগফার ও তাওবা করে ভুল হতে ফিরে আসা একান্ত কর্তব্য।

তাওবা ইস্তেগফার

ইস্তেগফার বলে ,, استغفرُالله،، দোয়াটি মুখে পাড়া এবং অন্তরে অনুতপ্ত হয়ে ভুল স্বীকার করা যে, আমি আর কখনো ভুল করবোনা এই স্বীকারুক্তী জানানো ও

প্রতিশ্রুতি দেওয়াকে ইস্তেগফার বলে।

আর তাওবা বলা হয় ভুল পথ ছেড়ে দিয়ে সম্পূর্ণ রুপে আল্লাহ তা'আলার দিকে ঝুঁকে পড়া, রুজু হওয়া, ইচ্ছা পূর্বক ভুল না করা। অথবা এমন বলবো পূর্বের গুনাহের উপর অনুতপ্ত হওয়াকে ইস্তেগফার বলে। আর পরবর্তীতে গুনাহ না করার প্রতিশ্রুতি জানানোকে তাওবা বলে।

মুজাহাদাহ তথা জিহাদে অর্থ ব্যয়

وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ الله

অর্থ তোমারা আল্লাহ তা'আলার পথে খরচ করো।

এই আয়াতে স্বীয় অর্থ সম্পাদ থেকে প্রয়োজন মত ব্যয় করা মুসলমানদের উপর ফরজ করা হয়েছে। এই আয়াত থেকে ফেকাহ শাস্ত্রবিদগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, মুসলমানদের উপর ফরজ জাকাত, ফিতরা ও কুরবানি ছাড়াও আরও এমন কিছু দায়-দায়িত্ব ও ব্যয় খাত রয়েছে,যেগুলোও ফরজ। কিন্তু সে গুলো স্থায়ী কোন খাত নয় বা সেগুলোর জন্য কোন নির্ধারিত নেসাব নেই। বরং যখন যতটুকু প্রয়োজন তখন ততটুকুই খরচ করা মুসলমানের উপর ফরজ। জিহাদে অর্থ ব্যয়ও এই পর্যায়ভুক্ত।

(جہاد مع الفساق (۲

۔جہاد مع الفساق:-ہاتھ،زبان اور دل سے ہوتا ہے ۲۰۔

یا خراب اعمال ۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ وہ دل میں جو شکوک وشبہات پیدا کرتا ہے -: جہاد مع الشیطان ۳۰۔

۔کومزین بنا کر پیش کرتا ہے۔جیسے بدعت شرک وغیرہ اس سے گریز کیا جائے

جہاد مع النفس:-اس سے مطلب یہ ہے کہ آدمی دینی امور کے سیکھنے اور سکھانے میں مشغول رہے۔اور انپر ٤٠۔

۔عمل کرنے میں اپنے اپکو مشغول رکھے

جہاد مع الشیطان اور جہاد مع النفس کیلئے ہر وقت زبان اور دل کو ایک ساتھ ایک ہی حالت پر رکھنا چاہئے۔ورنہ ہلاک

۔ ہونیکا اندیشہ ہے

এক দিল এক জবান হতে হবে নয়লে ধ্বংসের কারণ হবে।

প্রকাশ্য মুজাহাদাহ তথা জিহাদ

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে বোঝায় জিহাদ দুই প্রকারঃ- ১। প্রকাশ্য জিহাদ, যেটা কাফেরদের মুকাবালা করা হয়, যেটাকে জমহুর উলামাগণ সচারাচর ফরজে কেফায়া বলেন, নফিরে আম না হলে।

১। অপ্রকাশ্য জিহাদ যার বর্ণনা সম্মুখে আছে।

মুজাহাদাহ তথা জিহাদ কখন ফরজ হয়

হ্যাঁ আল্লাহ তায়ালা না করুন যদি কোন সময় দারুল ইসলামে কাফেররা হামলা করে তা'হলে অত্র এলাকার সকল মানুষের উপর জিহাদ ফরজে আঈন হয়ে যায়। এমনকি হতে হতে সকল মুসলমানের উপর জিহাদ ফরজে আঈন হয়ে দাঁড়ায় যা অনতি বিলম্বে হবে বলে আশা করা যায়। এখন কুরআন মাজিদে যে আয়াত আছে

فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

অর্থ:- অতএব আপনি কাফেরদের আনুগত্য করবেন না এবং তাদের সাথে কুরআনের সাহায্যে কঠোর সংগ্রাম করুন। [95]

এক বড় মুজাহাদাহ তথা জিহাদ

এই আয়াতের আলোকে বোঝায় কোরআনের দাওয়াত দেওয়া প্রচার করা এবং ইলেম শিক্ষা দেওয়া এবং ইলেম শিক্ষা করা, কুরআন তেলাওয়াত করা, এক বড় জিহাদ। কেননা এ আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল এখনো কাফেরদের সাথে যুদ্ধ- বিগ্রহের বিধি বিধান অবতীর্ণ হয়নি। তখনই এ আয়াত অবতীর্ণ হয় এতে বোঝা যায় কুরআনী শিক্ষা এক বড় জিহাদ।

তাই এখানে জিহাদকে কোরআনের দাওয়াত ঈমানের দাওয়াত এবং কোরআন ও অন্যান্য ইলেম শিক্ষা দেওয়ার সাথে সংযুক্ত রাখা হয়েছে।

এই আয়াতের অর্থ এই যে, কোরআনের মাধ্যমে ইসলামের শত্রুদের সাথে বড় জিয়াদ করুন অর্থাৎ কোরআনের মাধ্যমে জিহাদ করার অর্থ তার বিধি-বিধান প্রচার করা এবং কোরআনের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা, মুখের মাধ্যেমে হোক, কলমের সাহায্যে হোক কিংবা অন্য কোন পন্থায় হোক এখানে সবগুলোকেই বড় জিহাদ বলা হয়েছে।

[95] সুরা ফুরকান আয়াত নং ৫২

সর্ববৃহৎ মুজাহাদাহ তথা জিহাদ

এই আয়াতের আলোকে সর্ববৃহৎ ও সর্ব প্রথম হবে বে-দ্বীন, বদদ্বীন ও বে-ত্বলব ব্যক্তিকে দ্বীনের ত্বলব তৈরী করার জন্যে নিজে সর্ব প্রথম ইলেম অর্জন করা অর্থাৎ কোরআন মাজীদ সহীহরুপে শিক্ষা করা এরপর দাওয়াত দেওয়া। যেমন বুখারী শরীফে আছে

العلم قبل القول والعمل

অর্থঃ- আমল করা এবং দাওয়াত দেওয়ার পূর্বে ইলেম আর্জন করুন। এখানে القول শব্দের অর্থ দাওয়াত কে বোঝানো হয়েছে, তাই দাওয়াতের পূর্বেই নিজে ইলেম শিখতে হবে নতুবা নিজেই পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে।

সর্ব প্রথম কাজ

উক্ত সুরা ফুরকানের বায়ান্ন নম্বর আয়াতের উদ্দেশ্য ছিল সর্ব প্রথম কাজ কুরআন মাজিদ শিক্ষা করা তারপর দাওয়াত দেওয়া এক বড় জিহাদ।

ইসলাম বিরোধী শত্রুর শাস্তি

কিন্তু কাফেররা যদি মুসলিমদের উপর হামলা করে তখন অত্র এলাকার মুসলমানদের জন্য ফরজে আইন হয়ে যায় কাফেরদের মোকাবেলায় রুখে দাঁড়ানো। তখন প্রচারকার্য ও কোরআন শিক্ষা ছেড়ে মোকাবেলায় দন্ডায়মান হওয়া সকলের জন্য ফরজে আঈন বা অবশ্য কর্তব্য হয়ে যায়।

হরতাল, মিছিল, মিটিং

হ্যাঁ আর যদি একাকী কোন ইসলামের শত্রু ইসলামের উপর আঘাত হানে তখন সাথে সাথেই তাকে যথাসাধ্য ক্ষমতা প্রয়োগ করে প্রয়োজনে গোপনে বিনা বালিশে ঘুমিয়ে দেওয়া ফরজ বা আবশ্যক।

হরতাল, মিছিল, মিটিং, এটা ইসলামের কাম নয় এটা একটি শয়তানি ধোঁকা মাত্র। আসল কাজ হতে বিরত রাখার কৌশল মাত্র এটা শয়তানি ধোকা। তাই আসল ইসলামী আঈন কানুন বুঝে চলতে চেষ্টা করি। শয়তানি ধোকায় পড়ে না যায়, একাকী কেউ ইসলামের সাথে, আল্লাহ তা'আলা, ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন ও

হাদীস সুন্নাহর সাথে বে-য়াদবি করলে সাথে সাথেই তাকে দুনিয়া থেকে চির বিদায় দেওয়ার পদ্ধতি গ্রহণ করা। আসুন ইসলামের শত্রুদেরকে হাঁসি-রহস্য করার সুযোগ করে না দেই।

কুরআন মাজীদ শিক্ষা করাও এক বড় মুজাহাদাহ তথা জিহাদ

আর যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যাপক হারে ইসলামের শত্রুদের পক্ষ হতে হামলা শুরু না হয় বা কোন এলাকায় এমন অবস্থা আরম্ভ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত অত্র এলাকায় কুরআনের দাওয়াত প্রচার করা এবং কোরআন শিক্ষা দেওয়া সূরা ফুরকানের ৫২ নং আয়াতের আলোকে এটা এক বড় জিহাদ এই জিহাদে সকলেই শরিক হতে চেষ্টা কোশেষ করা সকলের জন্য সদা সর্বদায় ফরজে আঈন।

অপ্রকাশ্য মুজাহাদাহ তথা জিহাদ

জিহাদ দুই প্রকারের মধ্য হতে দ্বিতীয় প্রকার জিহাদ جهاد باطنی অপ্রকাশ্য জিহাদ

جہاد باطنی :-اپنے نفس کی ناجائزامور میں مخالفت کرنا آور شریعت کے احکامات کی اتباع کرنے کانام جہاد باطنی

কোন-কোন বর্ণনায় নফসের সাথে জিহাদ করা কে জিহাদে আকবার বলা হয়েছে যার প্রমাণ সুরা ফুরকানের বায়ান্ন নম্বর আয়াতের আলোকে পাওয়া যায়। অর্থাৎ শরীয়তের আহকাম রাসুল (স:) এর তরীকায় পালন করা যাকে বলে নফসের সাথে বিরোধিতা ও শত্রুতা করা এবং জিহাদ করা। এ জিহাদ সকলের জন্য সদা সর্বদায় ফরজে আঈন।

মুজাহাদাহ তথা জিহাদে আসগার জিহাদে আকবার

তবে বায়হাকী শরীফে যে হাদীস আছে হযরত জাবের (রা.) এর বর্ণনায়

رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر

এটা রাসুল (স.) এর বাণী নয় বরং এটা ইব্রাহীম ইবনে আবি আবলা এক বুজুর্গের কথা,রসুল (সঃ) এর বাণী নয়!
নফস ও শায়তানের সাথে জিহাদ করাকে জিহাদে আকবার বলা হয়েছে । কেননা জিহাদ কাফেরদের সাথে তো সর্বদায় নয় প্রয়োজন সাপেক্ষে। আর শয়তান ও নফসের সাথে জিহাদ করা সর্বদায় লেগে থাকে জাগ্রত ও ঘুমের অবস্থায় সর্বদায় শয়তান ও মনের চাহিদার বিপরীত চলতে হয় যার অপর নাম মুজাহাদাহ। মুজাহাদাহ বলা হয় নফসের বিপরীত চলাকে , নফস এবং শয়তান মানুষকে কখনও ভালো পথে চলতে সাহায্য করে না এজন্যেই তো কালামুল্লাহ শরীফে আছে সুরা ইউসুফ

وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيَ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيم

অর্থঃ- আমি নিজেকে নির্দোষ বলি না। নিশ্চয় মানুষের মন মন্দ কর্মপ্রবণ কিন্তু সে ব্যক্তি নয় যার প্রতি আমার পালনকর্তা অনুগ্রহ করেন। নিশ্চয় আমার পালনকর্তা ক্ষমাশীল, দয়ালু। [96]
আমার উস্তাজে মুহতারাম ঠাট্টা করে বলতেন,নফস বিচ্ছুর মত যেটাকে কুরআন মাজীদে বলেছেন بالسوء

মানব মন তিন প্রকার

امّارة ٢. لوّامه ٣. مطمئنّة . ١

১. امّارة মন্দ কাজের আদেশ দাতা।
২. لوّامہ মন্দ কাজের জন্য তিরস্কার কারী ও মন্দ কাজ থেকে তাওবা কারী।
৩. مطمئنّة যার মধ্যে মন্দ কাজের কোন স্পৃহায় থাকে না তাকে নফসে মুতমায়িন্না বলে। সূরা ইউনুস নফসে আম্মারার আলোচনা।
সূরা কিয়ামায় মানব মনকেই লাওয়ামা উপাধি দিয়ে বলেছেন

لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ۞ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ [97]

---

[96] সুরা ইউসুফ আয়াত নং ৫৩
[97] সুরা ক্বিয়ামাহ আয়াত নং ১-২

এবং সূরা আল ফজরে নফসের নাম মুত্বমায়িন্নাহ বলে প্রকাশ করেছেন।
يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً[98]

একদা রাসুল (স.) সাহাবায়ে কেরামগণকে প্রশ্ন করলেন এরূপ সাথী সম্পর্কে তোমাদের কি ধারণা যাকে সম্মান সমাদর করলে অন্ন দিলে বস্ত্র দিলে সে তোমাদেরকে বিপদে ফেলে দেয়। পক্ষান্তরে তার অবমাননা করা হলে তাকে ক্ষুধার্ত ও উলঙ্গ রাখা হলে সে তোমাদের সাথে সাদ্ব্যবহার দেখায়, সাহাবায়ে কেরামগণ আরজ করলেন ইয়া রাসুলুল্লাহ (স.) এর চাইতে অধিক মন্দ সাথি দুনিয়াতে আর কেউ হতে পারে না।

রাসুল (সঃ) বললেন ঐ সত্তার কসম যার কব্জায় আমার প্রান তোমাদের বুকের মধ্যে যে মনটি আছে সেই এ ধরনের সাথী।

অন্য হাদীসে **আছে**তোমাদের প্রধান শত্রু স্বয়ং তোমাদের মন। সে তোমাদেরকে মন্দ কাজে লিপ্ত করে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করে এবং নানাবিধ বিপদ-আপদে জড়িত করে দেয়।

প্রত্যেকটি নফসের পরিচয়

মোটকথাঃ- উল্লেখিত আয়াত এবং হাদীস শরীফের মাধ্যমে জানা যায় যে মানব মন মন্দ কাজেই উদ্ভুদ্ধ করে। কিন্তু মানুষ যখন আল্লাহ তা'আলা ও পরকালের ভয়ে মনের আদেশ পালনে বিরত থাকে তখন তার নাম لَوَّامه লাওয়ামা বলে পরিচয় লাভ করে অর্থাৎ মন্দ কাজের জন্য তিরস্কারকারী ও মন্দ কাজ থেকে তওবাকারী।

আর যখন কোন মানুষ নিজের মনের বিরুদ্ধে সাধনা করতে করতে মনকে এমন স্তরে পৌছিয়ে দেয় যে তার মনের মধ্যে মন্দ কাজের কোন স্পৃহাই অবশিষ্ট থাকেনা তখন তা মুতমাইন্না হয়ে যায় অর্থাৎ প্রশান্ত ও নিরুদ্বেগ মন পুণ্যবানরা চেষ্টা ও সাধনার মাধ্যমে এই স্তর অর্জন করতে পারে।

পয়গম্বরগণকে আল্লাহ তায়ালা আপনা আপনি পূর্ব সাধনা ব্যতিরেকেই এমন মন দান করেন এবং তারা সদা সর্বদাই এই স্তরেই অবস্থান করতেন।

---

[98] সূরা ফজর আয়াত নং ২৭-২৮

আল্লাহ ভিরুদের প্রতি নির্দেশ

আল্লাহ ভীরু ও পরহেজগারদের জন্য পথ নির্দেশ এই যে কোন গুনাহ থেকে আত্মরক্ষার তাওফিক হলে তার জন্য গর্ব করা কিংবা এর বিপরীতে যারা গুনাহ করে তাদেরকে হেই মনে করা উচিত নয়।

তবে তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তাদের সাথে উঠা-বসা একত্রে চলা-ফেরা তাদের সাথে মিলে-মিশে খাদ্য-খাবার গ্রহণ করা তাদের প্রশংসা করাও উচিৎ নয়। এ সকল কর্মকাণ্ড হতে বেঁচে থাকা একান্ত কর্তব্য।

তবে তাদেরকে ভালো কাজের দিকে দাওয়াত দেওয়া থেকে বিরত থাকবেনা।

মানুষের শত্রু

মানুষের প্রধান শত্রু ১. মন বা নফস ২. শয়তান ৩. বন্ধু-বান্ধব ৪. প্রয়োজন বা অভাব ৫. অভ্যাস ৬. এখন সব থেকে বড় শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে ইন্টারনেট,
মোবাইল, ফেসবুক, ল্যাপটপ, ইত্যাদি।

তাই এ সকল শত্রু হতে বাঁচার হাতিয়ার ,কুরবানি, মুজাহাদা, রোনাজারি, দোয়া, দরুদ, ইস্তেগফার, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ, সহকারে ইস্তেগফার পড়বে।

১. কুরবানীঃ- আমল পুরা করতে ত্যাগ স্বীকার করা।
২. মুজাহাদাঃ- মনের চাহিদার বিপরীত চলা, কঠোর পরিশ্রম, চেষ্টা ও কোশেষ করা।
৩. রোনাজারিঃ- আল্লাহ তা'আলার ভয়ে ক্রন্দন করা।
৪. দোয়া করা সুন্নত মোতাবেক বেদ'আত ছেড়ে দিয়ে।
৫. দুরুদ শরীফ পাঠ করা বেদ'আত ছেড়ে।
৬. তাওবা ও ইস্তেগফার করা।

ইলেম অনুযায়ী আমল করলে ইলেম বাড়ে

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ[99]

এই আয়াতের তাফসীরে হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) বলেন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে বলেছেন ইলেম অনুযায়ী আমল করার জন্য যারা জিহাদ করে আমি তাদের সামনে নতুন নতুন ইলেমের দ্বার খুলে দিই।
ফুজায়েল ইবনে আয়াজ (রা.) বলেন এই আয়াতের অর্থ হলো যারা বিদ্যার্জনে ব্রতী হয় আল্লাহ তা'আলা বলেন আমি তাদের জন্য আমলও সহজ করে দিই।
তাই দ্বীন অনুধাবনের জন্য কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে দক্ষতা হাসিল করে নেয়া পাকী নাপাকী নামাজ রোজা ইত্যাদির মাসায়েল জানাকেই দ্বীন অনুধাবন করা বলে।

যুলুম ও হকের বিনিময়

যুলুম ও হকের বিনিময়ে সবরকম আমল দেওয়া হবে, কিন্তু ঈমান দেওয়া হবেনা। তাফসীরে মাজহারীতে লেখা আছে যুলুমের বিনিময়ে যালেমের সকল আমল মাজলুম কে দেওয়া হবে শেষ পর্যায়ে যালেমের আর কোন আমল না থাকলে মাজলুমের গুনাহ তার মাথায় চাপিয়ে দেওয়া হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, নায়ূজুবিল্লাহি মিন জালিকা পরে ঈমান থাকার কারণে জাহান্নাম থেকে বের করে নিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামিন। জুলুমের কারণে মানুষ কাফের হয়না, শাস্তি ভোগ করতে হয়।
জিহাদও তদ্রুপ একটি আমল জুলুমের কারণে জিহাদের সওয়াবও বরবাদ হয়ে যাবে। তাই ঈমান হেফাজতের চেষ্টা করি উলামায়ে কেরাম গনকে গালী দিলে ঈমান চলে যায়, ঈমানি মেহনত করে ঈমান আর্জন করে নিই। ঈমানের মোকাবেলায় একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। ঈমান ছাড়া জিহাদের কোনই মূল্য নেই।[100]

---

[99] সুরা আনকাবুত আয়াত নং ৬৯

[100] বুখারী শরীফ হাদীস নং ২৯৬৫, খন্ড নং ১, পৃঃ নং ৪৩০

জালেমের ঈমান ব্যতীত সব সৎকর্মই যখন নিঃশেষ হয়ে যাবে কেবল ঈমান বাকি থাকবে তখন জালেমের নিকট হতে ঈমান ছিনিয়ে নেয়া হবে না। নাজাত পেয়ে জান্নাতে যাবে একদিন, ইনশা আল্লাহু তা'আলা।

রাসুল (সঃ) এর আদেশ মান্য করাও ফরজ

আল্লাহ তা'আলার কথা মান্য করা যেমন ,ফরজ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথাও তদ্রুপ মান্য করা ফরজ,, রাসুল (সঃ) এর করণীয় কাজ , আমাদের জন্য করা সুন্নত তবে আদেশ পালন করা ফরজ।

শায়তান কাকে বেশি ভয় পায়

রাসূলের কারিম (সঃ) বলেন শয়তানের মোকাবেলায় একজন ফেকাহবিদ একহাজার আবেদের চাইতেও শক্তিশালী ও ভারী।

মৃত্যুর পর তিনটি আমলের সওয়াব অব্যাহত থাকে

মানুষ মারা গেলে তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু তিনটি আমলের সওয়াব মৃত্যুর পরে অব্যাহত থাকে।
{এক} সদকায়ে জারিয়া যেমন ,মসজিদ, মাদ্রাসা ও জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার সওয়াব সম্পদদান করার সওয়াব মাদ্রাসার তলাবাদের খাওয়ানোর সওয়াব, জায়গীর রাখার সওয়াব জারী থাকে।
{দুই} ইলেমঃ যার দ্বারা লোকেরা উপকৃত হয় যেমনঃ সাগরেদ রেখে যেয়ে ইলমে দ্বীনের চর্চা জারি রাখা, বা দ্বীন জিন্দা রাখার উদ্দেশ্যে, আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য কিতাব লিখে যাওয়া। দাওয়াতের মেহনত করে সাথী তৈরি করে রেখে গেলে সওয়াব জারী থাকে। {তিন} নেককার সন্তান যে তার পিতার জন্য দোয়া করে এবং সওয়াব পাঠাতে থাকে তাই এগুলোও এক বড় জিহাদ।

জিহাদ ও মুজাহাদার ফায়দা

উলামায়ে কেরাম জিহাদকে চার ভাগে বিভক্ত করেছেন বা কোরআন সুন্নাহর আলোকে যে দুই ভাগ পাওয়া যায় এ সকল জিহাদের

পরিপ্রেক্ষিতে সূরা আনকাবুতের শেষ আয়াতে ওয়াদা করা হয়েছে যে যারা জিহাদ করে আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করি। অর্থাৎ যেসব ক্ষেত্রে ভালো-মন্দ সত্য-মিথ্যা অথবা উপকার-অপকার সন্দেহ জড়িত থাকে কোন পথ ধরতে হবে তা চিন্তা করে কুল কিনারা পাওয়া যায় না, সেসব ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা জিহাদকারীদেরকে সোজা সরল ও সুগম পথ বলে দেন।
অর্থাৎ যে পথে তাদের কল্যাণ নিহিত সে পথের দিকে মনকে আকৃষ্ট করে দেন।

اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا اللهم ارنا الباطل باطلا و ارزقنا اجتنابا

مشروعیت جہاد

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں اول نمبر حکم

ہے۔ابتداء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی حکم دیا گیا تھا۔کہ آپ پر جو جہاد کی مشروعیت مدینہ منورہ میں ہوئی

- احکام نازل ہوتے ہیں آپ انکو علے الاعلان بیان فرمادیا کریں۔یہ حکم مکہ معظمہ میں تھا۔چنانچہ ارشاد باری ہے

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِين

۔کھول کر جو آپکو حکم ہوا۔اور مشرکین کی پرواہ نہ کیجئے ترجمہ: سنادو

ثانی نمبر حکم

۔اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجاہدۓ حسنہ کی اجازت دی گئ اور فرمایا گیا

قول باری تعالی

اُدْعُوا إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن

ترجمہ: بلائے اپنے رب کی راہ پر۔پکی باتیں سمجھا کر۔اور نصیحت سناتے رہ بھالی طرح اور الزام دیئے انکو جس طرح

۔بہتر ہو

অর্থঃ- আপন পালনকর্তার পথের প্রতি আহ্বান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ দিয়ে উত্তম রূপে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন পছন্দযুক্ত পন্থায়। [101]

মক্কা নগরীতে তৃতীয় আদেশ

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِين

অর্থঃ- আর যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তবে ঐ পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করবে, যে পরিমাণ তোমাদেরকে কষ্ট দেয়া হয়েছে। যদি সবর কর,তবে তা সবরকারীদের জন্যে উত্তম। [102]

হিজরতের আদেশ

এরপর হিজরতের আদেশ আসলো।
তাই বলা হয় রসুল (সঃ) এর সর্বপ্রথম সুন্নত কুরবানি মুজাহাদা রোনাজারি দোয়া দুরুদ ইস্তেগফার পাঠ করা। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কোন গুনাহ নেই তথাপিও উম্মতের উদ্দেশ্যে ইস্তেগফার পড়তেন এর পর।

মুদাফায়ানা মুজাহাদাহ তথা জিহাদ

সর্ব বৃহত্তর সুন্নত হিজরত এবং মুদাফিয়ানা জিহাদ তথা যদি কাফেররা আক্রমণ করে তাহলে তাদেরকে পতিহত করবে নিজ পক্ষ থেকে সর্বাগ্রে তোমরা কাফেরদের উপর আক্রমণ করবেনা কাফেররা তোমাদের উপর আক্রমণ চালালে তোমরা তাদের উচিৎ জাওয়াব দেবে একেই বলে মুদাফায়ানা জিহাদ।

۔پھر اسکے بعد جب ہجرت الی مدینہ ہوئی ابتداء مدافعانہ جہاد کی اجازت دی گئی

[101] সুরা নহল আয়াত নং ১২৫
[102] সুরা নহল আয়াত নং ১২৬

یعنی اپ صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمانوپر اگر حملہ کیا کرے تو اس حملہ کو روکنے اور اس کا مقابلہ کرنے کی اجازت دی گئی۔

۔چنانچہ ارشاد فرمایا

۔ارشاد باری تعالی

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِير

যুদ্ধে অনুমতি দেয়া হলো তাদেরকে যাদের সাথে কাফেররা যুদ্ধ করবে। কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম। আগে আক্রমণ করতে যাবে না।

কাফেরদের বিরুদ্ধে মুজাহাদাহ তথা জিহাদের প্রথম আদেশ

মক্কায় মুসলমানদের উপর নির্যাতন চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল। এমন কোন দিন যেত না যে কোন না কোন মুসলমান তাদের নিষ্ঠুর হাতে আহত ও প্রহত হয়ে না আসতো।

মক্কায় অবস্থানের শেষ দিন গুলোতে মুসলমানদের সংখ্যা ও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। তারা কাফেরদের জুলুম ও অত্যাচার দেখে তাদের মোকাবেলায় যুদ্ধ করার অনুমতি চাইতেন। কিন্তু রাসুল (স.) কে আল্লাহ তা'আলা মক্কায় যুদ্ধের অনুমতি দেন্ নাই। তাই রাসুল (স:) সকলকে সর্ব প্রথম সুন্নত এবং সর্ব বৃহৎ সুন্নতের আদেশ দিতেন তথা কুরবানি মুজাহাদা রোনাঝারী দোয়া, দূরুদ ইস্তেগফার পড়তে থাকো এবং হিজরত করো। তবুও যুদ্ধে লিপ্ত হবেনা। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন পূর্ব বর্ণিত আয়াত এটাই সর্বপ্রথম আয়াত কাফেরদের সাথে যুদ্ধের ব্যাপারে অবতীর্ণ হলো। ইতিপূর্বে সত্তরের (৭০) অধিক আয়াতে যুদ্ধ নিষিদ্ধ করা হয়ে ছিল।

মুজাহাদাহ তথা যুদ্ধের একটি রহস্য

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِد

অর্থঃ-আল্লাহ তা'আলা যদি মানবজাতির একদলকে অপর দল দ্বারা প্রতি হত না করতেন তবে (খ্রিস্টানদের) নির্জন গির্জা এবাদত খানা

(ইহুদিদের) উপাসনালয় এবং মসজিদ সমূহ বিধবস্ত হয়ে যেত।[103] যেগুলোতে আল্লাহ তা'আলার নাম অধিক স্মরণ করা হয় আল্লাহ তা'আলা নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করবেন যারা আল্লাহ তা'আলার সাহায্য করে নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা পরাক্রমশালী শক্তিধর।

আমাদের জেনে রাখা উচিত যে জিহাদ বা যুদ্ধ এটা নতুন কোন নির্দেশ নয় কেননা পূর্ববর্তী উম্মত ও পয়গম্বরদের কেউ কাফেরদের মোকাবেলায় যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এরূপ না করা হলে যেকোন মাযহাব ও দ্বীনের অস্তিত্ব বজায় রাখতে কঠিন হয়ে যেত বরং সকল উপসনালয় বিধ্বস্ত করতে চেষ্টা করত।

আয়াতে কেন পূর্বের উপাসনালয়ের কথা উল্লেখ করেছেন

আয়াত শরীফে পূর্বের উপাসনালয়ের কথা উল্লেখ করেছেন কেননা সেটাও ওহীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কিন্তু পরবর্তীতে তারা পরিবর্তিত হয়ে কুফর ও শেরেকে ডুবে গেছে তাই আল্লাহ তা'আলা পুনরায় ওহীর মাধ্যমে পূর্বের দিন রহিত করে দিয়েছেন যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন।

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الإِسْلَامُ[104]

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলার নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম, পূর্বে যাদের প্রতি কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদের নিকট প্রকৃত জ্ঞান আসার পরও ওরা মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে শুধুমাত্র পরস্পর বিদ্বেষবশতঃ।

পূর্বের দ্বীন কেন রহিত হলো? হিন্দু ধর্ম এটা কি একসময় দ্বীন ছিল না

এটাও জেনে রাখা উচিত যে প্রত্যেক জামানায় তাদের স্ব-স্ব উপসনালয় গুলো সম্মান ও সংরক্ষণ সেই জামানার জন্য তাদের উপর ফরজ ছিল।

---

[103] সুরা আল বাকারা আয়াত নং ২৫১

[104] সুরা আল ইমরান আয়াত নং ১৯

কিন্তু তারা তাদের উপাসনালয় গুলোকে কুফুর শিরক ও বিদ'আত কর্ম হতে এমনকি হারাম কর্মকান্ড হতেও তারা পবিত্র ও পাক রাখে নাই। তাই আল্লাহ তায়ালা তাদের উপর রাগান্বিত হয়ে তাদের দ্বীন ও কিতাব রহিত করে দিয়েছেন। কেননা তারা তাদের কিতাবে কম-বেশি করে মনগড়া অনেক কথাই লিখে রেখেছে।
আর আয়াত শরীফে যেসব ধর্মের কথা উল্লেখ করা হয়নি এবং তাদের উপাসনালয় গুলোর কথা বলা হয়নি, যেমন অগ্নি পূজারী, মজুস এবং মূর্তিপূজারী, হিন্দু, বৌদ্ধ, ইত্যাদি সেগুলোর ভিত্তি কোন সময় নবুওয়াত ও ওহীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত ছিল না। তাই তাদের কথা উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করেননি।

পূর্বের দিন রহিত হওয়ার প্রমাণ

قال الله تبارک وتعالى:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُون

অর্থঃ- আমি স্বয়ং এ কুরআন মাজিদ অবতরণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক। [105]

ব্যাখ্যাঃ- এ আয়াতে الذِّكْرَ শব্দের অর্থ বর্তমান যে কালামুল্লাহ শরীফ বা উপদেশ গ্রন্থ আমাদের হস্তগত আছে। জিকির শব্দের বহু অর্থ হতে পারে এখানে অর্থ হবে উপদেশ গ্রন্থ যার দ্বারা উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে কুরআন মাজিদ। কেননা এর পূর্বে একটা ক্রিয়াপদ فعل ফেল আনা হয়েছে যেটা আরবী ভাষায় বাবে তাফয়ীল থেকে সিগা বানানো হয়েছে باب تفعيل এর খাছিয়াত অনেক বার মিলে একটি কাম সম্পন্ন হওয়াকে বোঝায় আর কুরআন মাজীদ তাই ঘটেছে ২৩ বছর মিলে এই কোরআন মাজীদ দুনিয়াতে অবতীর্ণ হয়েছে।
একমাত্র কুরআন মাজিদের শানেই আল্লাহ তা'আলা বাবে তাফয়ীলের সিগা ব্যবহার করেছেন।

[105] সুরা হিজর আয়াত নং ৯

আর অন্য কিতাব যথা তাওরাত ইঞ্জিল এবং যবুর ইত্যাদি উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা এই শব্দটি ব্যবহার করেননি কেননা অন্য কিতাবগুলো দুনিয়াতে একবারেই পাঠিয়ে দিয়ে ছিলেন। অন্য কিতাবগুলো বারবার অবতীর্ণ হয় নাই।
আল্লাহ তা'আলা পূর্বে নবী ও রসূলদের নিকট কিতাব পাঠিয়ে তাদের উম্মতগণকে হেফাজতের জন্য আদেশ করেছিলেন কিন্তু তারা তাদের কিতাব হুবহু হেফাজত করে নাই তাই পূর্বের কিতাব গুলো সংরক্ষিত নাই। এখন বর্তমান যে কিতাবগুলো তাদের হাতে আছে বাইবেল, ইত্যাদি তা সবই পরিবর্তিত হুবহু পূর্বের সেই কিতাব নয় তার একটি বাস্তব ঘটনাঃ-

মামুনুর রশিদ বাদশাহর দরবারের একটি ঘটনা

আল্লামা ইমাম কুরতুবী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এই স্থলে মুত্তাসিল সনদের মাধ্যমে, খলিফা মামুনুর রশিদের দরবারে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। হযরত মামুনুর রশিদের দরবারে মাঝে মাঝে শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয়াদি নিয়ে তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হতো। এতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার পন্ডিত ব্যক্তিগণের অংশগ্রহণের অনুমতি ছিল। এমনই এক আলোচনা সভায় জনৈক্য ইহুদি পন্ডিত আগমন করেন। আকার আকৃতি পোশাক ইত্যাদির দিক দিয়েও তাকে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি মনে হচ্ছিল। তদুপরি তার আলোচনাও ছিল অত্যন্ত প্রাঞ্জল অলংকারপূর্ণ এবং বিজ্ঞজন সূলভ। সভা শেষে খলিফা মামুন তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি কি ইহুদি? সে স্বীকার করলো। খলিফা মামুন পরীক্ষার্থে তাকে বললেনঃ তুমি যদি মুসলমান হয়ে যাও তাহলে বহু লাভবান হবে আল্লাহ তা'আলা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন। আখেরাতে বহু বড় সম্মান পাবে। এবং আমাদের পক্ষ হতেও তোমার সাথে আরও চমৎকার ব্যবহার করা হবে। সে উত্তরে বলল আমি পৈত্রিক ধর্ম বিসর্জন দিতে পারি না। নাউজুবিল্লাহি মিন জালিকা। কথাবার্তা এখানেই শেষ হয়ে গেল। লোকটি চলে গেল।

ইহুদি মুসলমান হলো।

কিন্তু এক বছর পর সে মুসলমান হয়ে দরবারে আগমন করলো। এবং আলোচনা সভায় ইসলামী ফেকাহ সম্পর্কে তার গর্ভ বক্তৃতা ও যুক্তিপূর্ণ তথ্যাদি উপস্থিত করল। সভা শেষে খলিফা মামুন তাকে ডেকে বললেনঃ আপনি কি ঐ ব্যক্তি যে বিগত বছর এসেছিলেন? সে বললঃ হ্যাঁ। আমি ঐ ব্যক্তিই বটে। তবে মুসলমান হয়ে এসেছি। খলিফা মামুন জিজ্ঞেস করলেনঃ তখন তো আপনি ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকৃিত ছিলেন, এরপর এখন মুসলমান হওয়ার কি কারণ ঘটলো? তিনি বললেন এখান থেকে ফিরে যাওয়ার পর আমি বর্তমান কালের বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে গবেষণা করতে আরম্ভ করি। আমি একজন হস্তলিপি বিশারদ লেখক। স্বহস্তে গ্রন্থাদী লিখে উঁচু দামে বিক্রয় করি। আমি পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তাওরাতের তিনটি কপি লিপিবদ্ধ করলাম। এগুলোতে অনেক জায়গায় নিজ পক্ষ থেকে বেশ কম করে লিখলাম, কপিগুলো নিয়ে আমি ইহুদিদের উপাসনালয় উপস্থিত হলাম, ইহুদিরা অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে কপিগুলো কিনে নিল। অতঃপর ইঞ্জিলের তিন কপি কমবেশ করে লিখে খ্রিস্টানদের উপাসনালয়ে নিয়ে গেলাম। সেখানেও খ্রিস্টানরা খুব খাতির যত্ন করে কপিগুলো আমার নিকট থেকে কিনে নিল। অতঃপর কোরআন মাজিদের বেলাও আমি তাই করলাম, এরও তিনটি কপি সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করলাম এবং নিজের পক্ষ থেকে কম-বেশ করে দিলাম, এগুলো নিয়ে যখন বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে বের হলাম, তখন যেই দেখল সেই প্রথমে আমার লেখা কপিটি নির্ভুল কিনা, যাচাই করে দেখলো, অতঃপর বেশ কম দেখে কপিগুলো ফেরত দিয়ে দিল। এ ঘটনা দেখে আমি এ শিক্ষায় গ্রহণ করলাম যে, কুরআন মাজীদ হুবহু সংরক্ষিত আছে এবং আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং নিজেই এর সংরক্ষণ করেছেন, অতঃপর আমি মুসলমান হয়ে গেলাম।

এ ঘটনা বর্ণনাকারী কাজী ইয়াহ্ইয়া ইবনে আকতাম বলেনঃ- ঘটনা ক্রমে সে বছরেই আমার হজ্জ পালন করার সৌভাগ্য হয়। সেখানে প্রখ্যাত আলেমেদ্বীন সুফিয়ান ইবনে ওয়াইনার সাথে সাক্ষাৎ হলে ঘটনাটি তার নিকট ব্যক্ত করলাম,তিনি বললেন নিঃসন্দেহে এরূপই

হওয়ার দরকার, কেননা কোরআন পাকে এ সত্যের সমর্থন বিদ্যমান রয়েছে। তখন আমি ইয়াহইয়া ইবনে আকতাম (রা.) কে জিজ্ঞেস করলামঃ কোরআন শরীফের কোন আয়াতে এর প্রমাণ আছে? হযরত বলে দিন, হযরত সুফিয়ান ইবনে ওয়াইনাহ (রঃ)বললেনঃ আল্লাহ তায়ালা কোরআন মাজীদের যেখানে তাওরাত ও ইঞ্জিলের আলোচনা করেছেন সেখানে বলেছেন, ইহুদি ও খ্রিস্টানদের কে তাওরাত ও ইঞ্জিলের হেফাজতের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তারা হেফাজতের কর্তব্য পালন করেনি তখন এ গ্রন্থদ্বয় বিকৃত ও পরিবর্তিত হয়ে বিনষ্ট হয়ে গেছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা কালামুল্লাহ শরীফে বলেছেন

بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللهِ

অর্থঃ-তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে পাঠিত কিতাবের দেখাশোনা ও হেফাজত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সুরা আল মায়িদাহ্ আয়াত নং ৪৪

পক্ষান্তরে কোরআন মাজিদ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন

وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

অর্থঃ- অবশ্যই আমি এর সংরক্ষক।[106]

আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং কোরআন মাজীদের সংরক্ষক হয়ে হেফাজত করার কারণে, হাজারো শত্রু আজ প্রায় দেড় হাজার বছর পর্যন্ত এক কঠিন চেষ্টা করা সত্ত্বেও কোরআন মাজিদের একটি নুকতা এবং যের ও যবরের পার্থক্য করে দেখাতে পারেনি। শত চেষ্টা করেও পারবে না। অবশ্যই, অবশ্যই, আলহামদু লিল্লাহ, মাশা'আল্লাহ,। ইসলামী বিষয়ে মুসলমানদের ত্রুটি ও অমনোযোগিতা সত্ত্বেও কোরআন মাজীদ মুখস্ত করার ধারা বাহিকতা বিশ্বের সর্বত্র পূর্ববৎ অব্যাহত রয়েছে প্রতি যুগেই কোটি কোটি মুসলমান বালক, যুবক, বৃদ্ধ, এমন বিদ্যমান থাকে, যাদের বক্ষ পাজরে আগাগোড়া কোরআন সংরক্ষিত রয়েছে। কোন বড় থেকে বড় আলেমের ও সাধ্য নেই যে, এক অক্ষর ভুল পাঠ করে। কেননা তৎক্ষণাৎ বালক, যুবক, বৃদ্ধ, হাফেজে কোরআন নির্বিশেষে অনেক লোকই তার ভুল ধরে ফেলবে।

---

[106] সুরা আল হিজর আয়াত নং ৯

ইহুদিদের বদভ্যাস

তারা মিথ্যা ও ভ্রান্ত কথাবার্তা শোনাতে অভ্যস্ত তারা আলেম বলে কথিত বিশ্বাস ঘাতক ইহুদিদেরই অন্ধ অনুসারী তাওরাতের নির্দেশাবলীর প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণ দেখা সত্ত্বেও তারা তাদেরই অনুসরণ করে এবং তাদের বর্ণিত মিথ্যা ও অমূলক কিচ্ছা কাহিনীই শুনতে থাকে

قال الله تبارک وتعالیٰ: سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ

অর্থঃ তারা মিথ্যা শ্রবণে অত্যন্ত অব্যস্থ। [107]

মুজাহাদার প্রস্তুতি গ্রহণ

জিহাদের জন্য যুদ্ধ উপকরণ ও অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করাও ফরজ।

قال الله تبارک وتعالیٰ: وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُون

অর্থঃ- আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্যে থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহর শুক্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর আর তাদেরকে ছাড়া অন্যান্যদের উপর ও যাদেরকে তোমরা জান না চেনেনা। আল্লাহ তাদেরকে চেনেন। এবং যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে আল্লাহর রাহে, তা তোমরা পরিপূর্ণভাবে ফিরে পাবে এবং তোমাদের কোন হক অপূর্ণ থাকবে না।

مَا اسْتَطَعْتُمْ বলতে কি বুঝায়

ব্যাখ্যাঃ- আল্লাহ তা’আলা مَّا اسْتَطَعْتُم শব্দ বলে শর্ত আরোপ করে ইঙ্গিত করেছেন যে, তোমাদের সফলতা লাভের জন্য এটা অপরিহার্য নয় যে, তোমাদের প্রতিপক্ষের নিকট যে ধরনের এবং যে পরিমাণ উপকরণ

[107] সূরা আল মায়িদাহ্ আয়াত নং ৪২

রয়েছে তোমাদের কেউ ততটাই অর্জন করতে হবে, না তার প্রয়োজনীয়তা নাই। বরং সমর্থ্য অনুযায়ী যা কিছু উপকরণ জোগাড় করতে পারো তাই সংগ্রহ করে নাও সেটুকুই যথেষ্ট হবে ইনশা আল্লাহু তায়ালা। কেননা আল্লাহ তা’আলার সাহায্য ও সহায়তা তোমাদের সঙ্গেই থাকবে অবশ্যই অবশ্যই। ইনশা আল্লাহু তা'আলা।

বিশুদ্ধ হাদীস সমূহে রাসূলুল্লাহ (সঃ) যুদ্ধ উপকরন সংগ্রহ করা এবং সেগুলো ব্যবহার করার কায়দা কৌশল অনুশীলন করাকে বিরাট ইবাদত ও মহাপূর্ণ লাভের উপায় বলে সাব্যস্ত করেছেন।

মুজাহাদাহ তথা জিহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য

আর জিহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য যেহেতু ইসলামকে সমুন্নত করা ও মুসলমানদের গতি রক্ষা করা, আল্লাহ তা’আলার সন্তুষ্টি অর্জনের আশায়। আর প্রতিরক্ষার বিষয়টি সর্বযুগে ও সব জাতিতে আলাদা রকম সেহেতু রসূলুল্লাহ (সঃ) এরশাদ করেছেন মুশরেকিনদের বিরুদ্ধে জান মাল ও মুখে জেহাদ করা।

এ হাদীস শরীফের মাধ্যমে স্পষ্ট বোঝা যায় জিহাদ ও প্রতিরোধ যেমন অস্ত্রশস্ত্রের মাধ্যমে হয়ে থাকে, তেমনি কোন কোন সময় মুখের মাধ্যমেও হয়ে থাকে। তাছাড়া কলমও মুখেরই পর্যায়ে ভুক্ত। ইসলাম, আল্লাহ, রসূল, কোরআন, ও হাদীস শরীফের বিরুদ্ধে, কাফের, মুশরিক, মুনাফিক, মুলহেদ ও বেদ'আতিদের আক্রমণ এবং তার তাহরীফ ও বিকৃতি করার প্রতিরোধ স্বরূপ মুখে কিংবা কলমের দ্বারা করাও এই সুস্পষ্ট নির্দেশের ভিত্তিতে জিহাদের অন্তর্ভুক্ত।

তাই যতক্ষণ পর্যন্ত মুখ এবং কলম ও অন্যান্য কলাকৌশল এর মাধ্যমে বাতিলের মোকাবেলা করা সম্ভব হয় ততক্ষণ পর্যন্ত অস্ত্র শস্ত্রের মাধ্যমে বাতিলের মোকাবেলা করার কোনই প্রয়োজন নেই।

তবে হ্যাঁ সময় বলে দেবে কি করতে হবে, আর পরামর্শ সাপেক্ষে চললে সব সমাধান সম্ভব হবে ইনশা আল্লাহু তায়ালা।

فصل: فضل المجاهدة والسير

جہاد کی فضیلت کا بیان

۔سیر بکسر السین المہملہ وفتح الیاء سیرۃ کی جمع ہے۔سیرۃ بمعنی طریقہ۔باب ضرب

স্বভাব, অর্থঃ- চরিত্র, আচার-আচরণ, জীবন যাপনের পদ্ধতি, জীবনচরিত, জীবনী গ্রন্থ, মানুষের সাথে আচার আচরণের পদ্ধতি, আরবি প্রবাদ বাক্য, هو حسن السيرة :

সে উত্তম স্বভাবের অধিকারী

۔من طابت سريرته حمدت سيرته

অর্থঃ- যার অন্তর ভালো তার স্বভাব চরিত্র ও প্রশংসনীয়।

এখানে سير শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য যুদ্ধের কলাকৌশল

یہاں سیر لفظ سے مراد و معنی:۔رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابۂ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مختلف غزوات اور معرکوں میں جو حکمت عملی اور طریقہ رہا تھا اسے سیر کہلاتا ہے۔

দ্বীনি সহীহ কথা প্রকাশ করা এটাও মুজাহাদাহ তথা জিহাদ

কেননা দ্বীনি ইলেম গোপন করা হারাম, এবং কোন আমল না করেই তার জন্য প্রশংসার অপেক্ষা করা এটা অত্যন্ত ঘৃণার বস্তু, দোষণীয় ও হারাম।

তবে দ্বীনি কল্যাণ বিবেচনায় ও হেকমত রক্ষা করতে ইমাম শাফি (রহ.) বলেন যে সাধারণ জনগনের মাঝে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে এবং এতে জনগণ নানা ফিৎনা ফাসাদে পতিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে এমতাবস্থায় কোরআন ও সুন্নাহর সত্য কোন হুকুম আহকাম জানা সত্ত্বেও সাময়িকভাবে গোপন করা হলে তাতে কোন দোষ নেই। তবে সদা সর্বদার জন্য গোপন করা হারাম এবং শাস্তির যোগ্য।

কোন সৎকাজ করে তার জন্য প্রশংসার আশা করা হলে সে ব্যক্তি আল্লাহ তা’আলার নিকট ঘৃণার পাত্র হয়ে যায়। তার নাজাতের আশা করা বৃথা হয়। কেননা এখলাস ব্যতীত কোন আমলই মাকবুল নয়।

আর কাজ না করা শত্ত্বেও এরূপ আশাবাদী হওয়া আরো বেশি দোষণীয় ও ঘৃণিত।

মানুষ ধাক্কা খায় কেন?

তিন কারণে মানুষ ধাক্কা খায় ১) নিজে জানেনা ২) জানার জন্য লেখা পড়া করেনা। ৩) নিজে না পড়লেও বড়দের নিকট যেয়ে জানতেও চেষ্টা করেনা তাই ধাক্কা খায়। কেউবা ঐ ধাক্কায় ধংশ হয়ে যায় আবার কেউবা আল্লাহ তা’আলার রহমতে ধাক্কা খেয়ে পাক্কা হয় সবই আল্লাহ তা’আলার ইচ্ছায় হয়। একেই বলে লাইলাহা ইল্লাল্লাহ।

قال الله تعالىٰ: ولا تكتمونه

অর্থঃ হক কথা মানুষের নিকট বর্ণনা করা থেকে গোপন করবেন না।[108]

রাষ্ট্রশুদ্ধি অপেক্ষা আত্মশুদ্ধি অগ্রবর্তী

قال الله تعالىٰ: وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ

অর্থঃ- তুমি কি সেসব লোককে দেখনি যাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, তোমরা নিজেদের হাতকে সংযমী রাখো নামাজ কায়েম কর এবং যাকাত দিতে থাকো যখন তাদের প্রতি কিতালের আদেশ দেওয়া হলো, তৎক্ষণাৎ তাদের মধ্যে একদল লোক মানুষকে ভয় করতে আরম্ভ করল, যেমন করে ভয় করা হয় আল্লাহ তা’আলাকে।

ব্যাখ্যাঃ এ আয়াতের আলোকে বোঝায় মানুষ অপরের সংশোধন করার পূর্বে নিজের সংশোধন করা কর্তব্য। কেননা নিজের সংশোধন করা ফরজে আঈন অপরের সংশোধন করা ফরজে কেফায়া। আত্মশুদ্ধি অপরিহার্য।

হত্যার প্রকারভেদ

হত্যা সর্বমোট ১২ প্রকারঃ কেননা নিহত ব্যক্তি হয় ১.মুসলমান না হয় ২.জিম্মি না হয় ৩.চুক্তিবদ্ধ ও অভয় প্রাপ্ত না হয় ৪.দারুল হরবের কাফের। নিহত ব্যক্তি এই চার অবস্থার কোন না কোন একটি হবেই। আর হত্যাকারী ঘাতক তিন প্রকারঃ

[108] (সূরা আল ইমরান আয়াত নং ১৮৭)

১. ইচ্ছাকৃত হত্যা যাকে عمدا হত্যা বলে।
২. شبہ عمد অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত হত্যার সাথে যা সাদৃশ্যপূর্ণ।
৩. خطاء অর্থাৎ ভ্রমবশত হত্যা ইচ্ছা ও ধারণায় ভ্রম হওয়া। ঘাতক তিন প্রকার কে নিহত চার প্রকারের সাথে গুণ দিলে ৪×৩=১২ বার প্রকার হয়।
২। জিম্মিঃ যারা দারুল ইসলামে কর দিয়ে বসবাস করে।
৩। চুক্তিবদ্ধ বা অভয় প্রাপ্তঃ কাফেররা মুসলমানের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হলে যে অন্য কাফেরদের সহযোগিতা করবে না মুসলমানের বিরুদ্ধে অথবা নিরাপত্তা যথা পাসপোর্ট ভিসা নিয়ে যদি কোন কাফের, মুসলমান দেশে প্রবেশ করে তাদেরকে অভয় প্রাপ্ত বলে।
১. عمدا ইচ্ছাকৃত হত্যা বলা হয়, ইচ্ছা করে এমন অস্ত্র দ্বারা হত্যা করা যা লৌহ নির্মিত অথবা আঙ্গছেদনের ব্যাপারে লৌহ নির্মিত অস্ত্রের মত যথা ধারালো বাস বা ধারালো পাথর ইত্যাদি।
২. شبہ عمد ইচ্ছাকৃত হত্যার সাথে যা সাদৃশ্যপূর্ণ যথাঃ ইচ্ছা করেই হত্যা করা কিন্তু এমন অস্ত্র দ্বারা নয় যা দ্বারা অঙ্গছেদ হতে পারে যথা লাঠি দ্বারা আঘাত করা।
৩. خطاء অর্থাৎ ভ্রমবশত হত্যার ইচ্ছা ও ধারণায় ভ্রম হওয়া। যেমন দূর থেকে মানুষকে
১.শিকার জন্তু।
২.দারুল হরবের কাফের মনে করে লক্ষ্য স্থির করতঃ গুলি করে ফেলা কিংবা ৩.লক্ষ্য চুতি ঘটা যেমন জন্তুকে লক্ষ্য করেই তির অথবা গুলি ছোড়া কিন্তু তা মানুষের গায়ে লেগে যাওয়া অসাবধানতার কারণে গুলি হয়ে যাওয়া
৪. অথবা অসাবধানতার কারণে গুলি হয়ে যাওয়া ইচ্ছা ব্যতীত, এসবই ভ্রমবশত হত্যার অন্তর্ভুক্ত।
এখানে ভ্রম বলে ইচ্ছা নয় বোঝানো হয়েছে, তাই দ্বিতীয় ও তৃতীয় উভয় প্রকার হত্যাই দুনিয়াবি হুকুমের দিক হতে خطاء ভ্রমবশত হত্যার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে উভয় প্রকারে গুনাহ ও রক্ত বিনিময় ভিন্ন। যা ফেকাহ ও ফতুয়ার কিতাবে দ্রষ্টব্য। মুসলমান ও জিম্মির রক্ত বিনিময়

সমান। এবং চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায় ও অভয়প্রাপ্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রেও একই হুকুম।

শিশু হত্যা ও নারী হত্যার পরিণতি

আব্দুল উজ্জা তথা আবু লাহাব সে রাসুলুল্লাহ (স.)এর আপন চাচা ছিল, সে ছিল কুখ্যাত বেয়াদব,আল্লাহর দ্রোহী দ্বীনহীন ব্যক্তি। তার কারণে রাসূলুল্লাহ (স.) খাজা আবু তালিব সহ ছোট শিশু ও বহু নারীসহ শেয়াবে আবু তালিবের এক পাহাড়ের গুহাতে তিন বছর কালিন এক কঠিন পরিস্থিতিতে দিন কাল কাটাতে হয়েছিল, যার কারণে বহু শিশু, নারী, এবং বৃদ্ধ ব্যক্তিকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। যার কারণে বদর যুদ্ধের সাত দিন পর আল্লাহ তা'আলা আবু লাহাবকে গলায় রোগাক্রান্ত করেন, এর পর খাদ্য বন্ধ হয়ে যায় এবং গলে পচে মারা যায়। শরীরে এক ধরনের পোকা তৈরি হয় যা দেখে তার সন্তানেরা তাকে মরুভূমিতে ফেলে রাখে এই অবস্থায়, তার সন্তানাদি ও তার খোঁজখবর নেয় নাই। শেষ পর্যায়ে সে দুনিয়াতেই বহু কষ্ট পেয়ে মারা যায়। তার সমাধি করার জন্য কেউ এগিয়ে না আসলে দুর্গন্ধে আরববাসী বিপর্যয় অবস্থায় পৌঁছে যায়। তখন হাবশি গোলামদের মাধ্যমে মৃত্যুর তিন দিন পর চাপামাটি দেওয়া হয়। এভাবেই শিশু ও নারীদের নির্যাতন করীদেরকে আল্লাহ তা'আলা নিজ হাতেই দুনিয়াতে শাস্তি দেন। আর আখেরাতে তো শাস্তি আছেই, আবু লাহাব কে দুনিয়াতেই কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হয়েছিল। এজন্যই প্রয়োজন সকলেই ন্যায় পরায়ন হওয়া, সদাচরণ ব্যক্তি হওয়া, এবং আত্মীয়-স্বজন ও অসহায় কে সাহায্য করা,আর অশ্লীলতা লজ্জাহীনতা,বেহায়াপনা, অসংগত কাজ ও অবাধ্যতা থেকে দূরে থাকা।[109]
ইনসাফ বা আদল বলতে,মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা। ইহসান তথা , একানিষ্ঠভাবে এবাদত করা, আর স্বজনদের মধ্যে দান করা, উত্তম চরিত্রের সোপান। পাপ কর্ম করা ও খোদাদ্রোহিতা উত্তম চরিত্রের বিপরীত চতুষ্পদ জন্তুর মতন লাগামহীন চলা কাম-রিপুর শক্তিতে, এটা পশু তুল্য খাসলাত। আসুন তাই তথা হতে বের হয়ে এসে দ্বীনের

[109] সুরা নহল আয়াত নং— ৯০, তাফসীরে ইবনে কাসীর, তাফসীরে কুরতুবী।

পরিপূর্ণতা লাভ করি৷ তবেই দাজ্জালী ফেতনা থেকে নিষ্কৃতি পাব বলে আশা করা যায় ইনশা আল্লাহু তা'আলা৷ অন্তর থেকে দলাদলি ছেড়ে দিয়ে শান্তি রক্ষায় সকলে একযোগে এগিয়ে আসলে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে নুসরত ও সাহায্য আসবে বলে আশা করা যায় ইনশা আল্লাহু তা'আলা৷ আর এই ঐক্য, সমাজ গঠন করা,একমাত্র ইসলামী মনোভাব তৈরির মাধ্যমে রাসুলাল্লাহ (স.) এর আদর্শে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করাই হবে শান্তি রক্ষার পথ,ইনশা আল্লাহু তা'আলা৷ যার সহজ কথা সকল কাজকর্ম পরামর্শ সাপেক্ষে করতে থাকা, পরামর্শবিহীন কোন কাজে অগ্রসর না হওয়া চাই৷ নইলে দলাদলি থেকেই যাবে সুনিশ্চিত৷ জেনে রাখা চাই আল্লাহ তা'আলা ঐক্যকে ভালোবাসেন ,দলাদলি আল্লাহতালা পছন্দ করেন না৷ তাই সকলের উচিত শান্তি চুক্তিতে একমত পোষণ করা৷ রাসুল (স.) এর আদর্শের উপর ভিত্তি করে৷ তবেই সবকুল বজায় থাকবে বলে আশা রাখছি,ইনশা আল্লাহু তা'আলা৷অনেকের কারণে ইসলামী খেলাফতের পরিসমাপ্তি ঘটে। আবারো ঐক্যবদ্ধ হলে ইসলামী খেলাফত মুসলমানের হস্তগত হবেই,ইনশা আল্লাহ তায়ালা।

قال الله تعالى الصُّلْحُ خَيرٌ[110]

অর্থঃ- শান্তি চুক্তি হলো উত্তম৷ আরো ১১৪নং আয়াত।

কে মুসলমান ?

সূরা আন নিসা ৯৪ নং আয়াতে প্রমাণ করেছেন মুসলমান মনে করার জন্য ইসলামী লক্ষানাদিই যথেষ্ট৷ কেউ মুসলমান বলে নিজেকে পরিচয় দিলে তাকে মুসলমান মনে করা, কিন্তু যে ব্যক্তি ইসলাম ও ঈমান প্রকাশ করার পর৷

১. কুফুরী কালামও বলে৷

২. অথবা প্রতিমাকে নত হয়ে প্রণাম করে৷

৩. কিংবা ইসলামের কোন অকাট্য ও স্বতঃসিদ্ধ নির্দেশ অস্বীকার করে

[110] সুরা নিসা আয়াত নং— ১২৮

৪. কিংবা কাফেরদের কোন ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করে যেমন গলায় পৈতা পরা ইত্যাদি৷ এমন কুফরী কাজ কর্মের কারণে তাকে কাফের আখ্যা দেওয়া হবে৷ যেমন মুছাইলামাতুল কাজ্জাব শুধু কালেমার স্বীকারোক্তি নয়! বরং ইসলামী বৈশিষ্ট্য যথা নামাজ আযান ইত্যাদির ও অনুগামী ছিল৷ কিন্তু সে নিজেকে ও নবী রাসুল ওহীর অধিকারী বলে দাবী করতো যা কোরআন ও সুন্নাহর প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণ৷ একারণেই তাকে ধর্মত্যাগী সাব্যস্ত করা হয়৷ এবং সাহাবায়ে কেরামের এজমা তথা সর্বসম্মতিক্রমে তার বিরুদ্ধে জিহাদ করে তাকে হত্যা করা হয়৷

মোটকথা এই যে প্রত্যেক কালেমা উচ্চারণকারী কেবলার অনুসারীকে মুসলমান মনে করা, তার অন্তরে কি আছে খোঁজাখুঁজি করার প্রয়োজন নেই৷ অন্তরের বিষয়ে আল্লাহ তা'আলার হাতে সমর্পণ করা৷

তবে ঈমান প্রকাশের পর ঈমান বিরোধী কোন কাজ সংগঠিত হলে তাকে মুরতাদ অর্থাৎ ধর্মত্যাগী মনে করা৷ এর জন্য শর্ত এই যে, কাজটি যে, ঈমান বিরোধী তা

অকাট্য ও নিশ্চিত হতে হবে৷ এতে কোন রূপ ব্যর্থতার অবকাশ না থাকা চাই৷

ইমামে আজম আবু হানিফা (রাযিঃ) এর মত ও এটাই যে আমরা কেবলার অনুসারী কালেমা শরীফ পাঠকারী ব্যক্তিকে কোন গুনাহের কারণে কাফের সাব্যস্ত করি না৷

তবে পূর্ব বর্ণিত ঘটনা বলি ও লক্ষন নিশ্চিত হলে মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী মনে করা হয়৷

قال الله تعالى: فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا

আর্থঃ- অতঃপর তোমাদের কি হল যে, মুনাফিকদের সম্পর্কে তোমরা দুদল হয়ে গেলে? অথচ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন তাদের মন্দ কাজের কারণে! তোমরা কি তাদেরকে পথ প্রদর্শন করতে চাও, যাদেরকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেছেন? আল্লাহ যাকে পথভ্রান্ত করেদেন তাকে তুমি সঠিক রাস্তায় আনতে পারবেনা৷

ব্যাখ্যাঃ- আব্দুল্লাহ ইবনে হুমাইদ (রা.) মুজাহিদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে একবার কতিপয় মুশরিক মক্কা থেকে মদিনায় আগমন করে

এবং প্রকাশ করে যে, তারা মুসলমান হিজরত করে মদিনায় এসেছে, কিছুদিন পর তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অন্যান্য দ্রব্য আনার অজুহাত পেশ করে মক্কায় চলে যায়। এরপর তারা আর ফিরে আসেনি এদের সম্পর্কে মুসলমানদের মধ্যে দ্বিমত দেখা দেয়। কেউ কেউ বলল এরা কাফের আর কেউ কেউ বলল এরা মুমিন। আল্লাহ তা'আলা সূরা নিসার ৮৮ নং আয়াত নাজিল করে জানিয়ে দিলেন যে, এরা কাফের এবং এদেরকে হত্যা করার বিধান ও বর্ণনা করেছেন।

দ্বীনি ইলেম ফরজে আইন এবং ফরজে কেফায়া

তবে ইলমে তাসাউফ বা আত্মশুদ্ধি ও নিজেকে সংশোধন করার ইলেম অর্জন করা, এবং আত্মশুদ্ধি লাভ করা ফরজে আইন, সর্বদার জন্য ফরজ এবং প্রত্যেকের জন্যই ফরজ।

আত্মশুদ্ধির পথ তাকওয়া ও আল্লাহ ভীতি অন্তরে অর্জন করা যার জন্য প্রয়োজন সত্যবাদীদের সহচার্য গ্রহণ করা।

মুজাহাদাহ তথা জিহাদের পূর্ব শর্ত

জিহাদ ফরজ হওয়ার জন্য যে সকল শর্তাবলী প্রয়োজন।

১. উভয়পক্ষ মুমিন হতে পারবে না।

২. প্রতিপক্ষ কাফের হলেও জিম্মি বা চুক্তিবদ্ধ ও অভয়প্রাপ্ত কাফের হতে পারবেনা, হ্যাঁ যদি তারা গাদ্দারি করে তখন পরামর্শ সাপেক্ষে এজমা কায়েম করে জিহাদের ডাক দিবে তখন জিহাদ ফরজ হবে।

৩. প্রতিপক্ষ মুরতাদ বা মুনাফিক সাব্যস্ত হলে জিহাদ ফরজ হবে।

৪. কাফেররা ইসলামী ভূখণ্ডের উপর হামলা করলে জিহাদ ফরজ হয়, এমনকি পূর্ব থেকেই ভূখণ্ডকে হেফাজত করার জন্য পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করাও ফরজ এবং ভূখণ্ডের পাহারাদারীর জন্য সীমান্ত এলাকা পাহারার ব্যবস্থা করাও ফরজ।

৫. ইমাম, আমির, সরদার, বা বাদশাহ, নির্দিষ্ট থাকতে হবে নতুবা প্রয়োজন সাপেক্ষে ইমাম, আমির, সরদার, বা খলিফা নিযুক্ত করে নেবে তবেই জিহাদের ডাক দেবে।

৬. মুসলমান খলিফার পক্ষ হতে কাফেরদের সরদার বা বাদশাহের নিকট সর্বপ্রথম দাওয়াত পাঠাতে হবে, তারা দাওয়াত গ্রহণ করে মুসলমান হবে, অথবা শান্তি চুক্তি করে জিজিয়া বা কর দিতে স্বীকারোক্তি জানাবে এই উভয়টা অস্বীকার করলে তাদের সাথে জিহাদ অনিবার্য।

৭. খালিছ মুসলমানের জন্য নির্দিষ্ট কোন ভূখণ্ড থাকতে হবে, যেখানে নিজেরা স্বাধীন এবং সেখানেই নিজেদের ইসলামী নেতা থাকতে হবে, অথবা ইসলামী নেতা বানিয়ে নিতে হবে। খালিছ নির্দিষ্ট কোন ভূখণ্ড না থাকলে সম্ভব হলে অন্যদের সাথে চুক্তিপত্র করে নেবে যে, তারা কখনো কাফেরদের সহযোগিতা করবে না। এমনও সম্ভব না হলে নিজ এলাকা বা অন্য কোন এলাকায় সামান্য জায়গা হলেও নিজেদের আয়াত্বে এনে নিয়ে জিহাদের ডাক দেবে নতুবা হেরে যেতে হবে। কেননা মুনাফিকরাই ক্ষতি করার চেষ্টা করবে। তাই যুদ্ধ পরিচালনার স্থানকে মোনাফিক মুক্ত করতে হবে, বাকি আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা।

৮. সমর্থ অনুযায়ী কিছু উপকরণ জোগাড় থাকা আবশ্যকীয়, বাকি আল্লাহ তা'আলার সাহায্য মুমিনদের সাথেই থাকবে অবশ্যই অবশ্যই।

৯. একাকী কখনো জিহাদের ডাক দেবে না, একাকী হলে জিহাদ ফরজ হয় না। ইজমা কায়েম করে নেবে, সকল উম্মতে মুসলিমার, ইজমা সম্ভব না হলেও সম্ভবপর মুনাসিব কিছু সাথী তৈরি করতে চেষ্টা কোশেষ করবে। একাকী হলে মক্কী জীবনের মত শুধুমাত্র দাওয়াত দিয়ে লোক তৈরির চেষ্টা করতে থাকবে।

১০. ঈমান , ইয়াকিন ,আদব ,সবর, এখলাছ , আখলাক, তাকওয়া, তাওয়াক্কুল, সুন্নত, জিহাদের ডাক দেওয়ার পূর্বে ও জিহাদ অবস্থায় এবং জিহাদের পরেও জরুরী। [111]

সর্বদায় স্মরণীয়

জিহাদের ডাক আসার পূর্বে জিহাদের ময়দানে এবং জিহাদের পরেও ছয়টি কথা স্বরন রাখা একান্ত প্রয়োজন।

---

[111] বুখারী শরীফ খণ্ড নং ১, পৃঃ নং ৪৩০, হাদিস নং ২৯৬৫

১. বুনিয়াদী কাম মজবুত করা। ২. উসুল ঠিক রাখা ৩. তারতিবের হেফাজত করা ৪. হুদুদাত কায়েম রাখা সীমালঙ্ঘন না করা। ৫. মশওয়ারাহ করে সকল কাজের আনজাম দেওয়া ৬. ঈমান, ইয়াকিন, আদব, সবর, ইখলাছ, তাকওয়া, তাওয়াক্কুল, হিম্মত, সুন্নত জিন্দা রাখা।

১। বুনিয়াদি কাম বলতে বোঝায়ঃ আল্লাহ তা'আলার নিকট জালেম সাব্যস্ত না হই সেদিকে গভীর নজরদারি করতে হবে।

২। উসুল ঠিক রাখা বলতে বোঝায়ঃ খাহেশাতে নফসানিয়াত পুরা করতে মনের চাহিদা পুরা করতে যেন কিতাল না হয়।

৩। তারতীবের হেফাজত করা বলতে বোঝায়ঃ মুদাফায়ানা জিহাদ এবং ইকদামি জিহাদের নিয়ম শৃঙ্খলা ঠিক রাখা।

৪। সীমালঙ্ঘন না করা বলতে বোঝায়ঃ শিশু হত্যা, নারী নির্যাতন, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া এবং মাজুর ও প্রতিবন্ধীদের কে কতল করা হতে দূরে থাকা।

৫। জিম্মাদার নিযুক্ত করে তার পরামর্শ সাপেক্ষে কিতাল করতে থাকা, তিনি যায় আদেশ দিবেন তার বিপরীত কোন ইজতেহাদ করতে না যাওয়া, হ্যাঁ প্রয়োজন সাপেক্ষে নিজেদের মধ্যে মাশওয়ারা করে নেয়া। একান্তই একা পড়ে গেলে তাহাররী বা ইস্তেখারাহ ও গভীর চিন্তা ভাবনা করে আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করে লেগে থাকব, ভেগে যাব না আল্লাহ তা'আলার মদদ ও সাহায্য নুসরত অবশ্যই আসবে। আল্লাহ তা'আলার নুসরাতের অপেক্ষা করতে থাকা।

৬. ঈমান, ইয়াকিন, আদব, ছবর, ইখলাস, আখলাক, তাকওয়া, তাওয়াক্কুল, হিম্মৎ, সুন্নত, জিন্দা, রেখে কিতাল করতে থাকা। সাবধান কখনো বাহাদুর হিসাবে প্রকাশিত হওয়ার আশায় প্রসিদ্ধীর জন্য বিরত্ব প্রদর্শনের জন্য কিতাল করব না শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি এবং

لاعلاء كلمة الله هى العلياء۔ قال رسول صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هى العلياء فهو فى سبيل الله [112]

যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার কালেমা বুলন্দ থাকার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করলো সেই একমাত্র আল্লাহ তা'আলার পথে জিহাদ করল। [113]

[112] بخارى شريف ٢٦١٥

আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের মানশে আল্লাহ তা'আলার বাণী সুউচ্চ করার উদ্দেশ্যে দ্বীন ইসলাম ও মুসলমানগণকে শক্তিশালী এবং সংরক্ষণ করার জন্যেই কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করছি। এই দুই নিয়তের বহির্ভূত সকল নিয়ত ছেড়ে দেওয়ার নাম ইখলাছ, আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে ইখলাসের সাথে আমল করার তৌফিক দান করুন।

وما توفيقى الا بالله وعليه توكلت واليه انيب

۔ اللهم امين يارب العالمين

তবে হ্যাঁ সওয়াব পাওয়ার আশা করা নাজাত ও জান্নাতের আশাবাদী হওয়া ও ইখলাস পরিপন্থী নয়। বাকি আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা।

۔والله اعلم بالصواب وحقيقة الحال

মুজাহাদাহ তথা জিহাদ কে করবে?

জিহাদ কে করবে? কার উপর জিহাদ ফরজ? জিহাদ ফরজ হয়

১. মুমিন ব্যক্তির উপর।

২. মুজাহিদ পুরুষ হতে হবে।

৩. বালেগ হতে হবে।

৪.সুস্থ ও সবল হতে হবে প্রতিবন্ধীর উপর জিহাদ ফরজ নয়!

৫. ঋণ মুক্ত হতে হবে যখন জিহাদ ফরজে কেফায়া থাকে।

৬. আকল মান্দ হতে হবে পাগল মাতুহ এর উপর বোদে হালকা হাবলা ব্যক্তির উপর জিহাদ ফরজ নয়

৭. বৃদ্ধ পিতা মাতার খেদমতের ব্যবস্থা না থাকলে এমন ব্যক্তি ও খাদেমের উপর জিহাদ ফরজ নয়!

৮. ইমাম যদি পরামর্শ করে কাউকে জিহাদ হতে বিরত রাখে এমন ব্যক্তির উপরও জিহাদ ফরজ নয়!

৯. হুর, আজাদ ও স্বাধীন ব্যক্তি হতে হবে।

১০. মালিক দুনিয়াবী মনিব ইজাজত দিলে বা হুকুম করলে গোলামের উপর ও জিহাদ ফরজ হয়। নফিরে আম এবং দিফাই জিহাদে কেহই

[113] বুখারী শরীফ খণ্ড নং ১ম, পৃঃ নং ৪৪০, হাদীস নং ৩০২৬

ইস্তেসনা বা বাদ থাকতে পারবেনা সকলের উপর তখন জিহাদ ফরজ হয়ে যায় এমতাবস্থায় আমির বা ইমামের পরামর্শের অপেক্ষা করার অনুমতি নাই নিজেদের মধ্যে জিম্মাদার নিযুক্ত করে নিজেদের মাঝে পরামর্শ করে কাফেরের মোকাবেলা করা ফরজে আইন হয়ে যায়।

সুন্নাত

সুন্নাত বলতে বোঝায় সব থেকে বড় সুন্নত ইতেদাল মেজাজের সাথে থাকা, জোশ, হুশ, ইত্তেবা ঠিক রাখা ইফরাত
তাফরিত না করা। তাশাদ্দুদ ও তাসাহুল না করা, ইফরাত ও তাসাহুল বলতে বোঝায় ইসলামে যা করতে বলেছেন তার থেকে বৃদ্ধি করা বাড়িয়ে ফেলা যথা শিশু হত্যা ও নারী হত্যা করা।
মিলাদ কিয়াম পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের পর সম্মিলিত মোনাজাত বেদআত বেদআত। ও মনগড়া আমল যতই সুন্দর ও সহজ মনে হোক না কেন, তা আল্লাহ তা'আলার দরবারে গ্রহণযোগ্য ও মাকবুল নয়। তাফসীরে কুরতুবী
তাফরীত ও তাশাদ্দুদ বলতে বোঝায় ইসলাম ও শরীয়ত যা হালাল ও জায়েজ বলেন তা হারাম মনে করা। শক্ত মত পোষণ করা কমিয়ে ফেলা তথা জিহাদ কে অস্বীকার করা, ২০রাকাত তারাবিহ কে আটরাকাত মনে করা।

উভয়টি বেদায়াত

উভয় দল হতে নিজেকে দূরে রাখতে হবে কেননা ইফরাত তাফরিত ও তাসাহুল তাশাদ্দুদ বলে হারাম ও মাকরূহ কাজকে হালাল মনে করা। আর তাফরিত ও তাশাদ্দুদ বলে হালাল কে হারাম জানা আর হারামকে হালাল মনে করা আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে হেফাজত করুন।

- اللهم امين يارب العالمين

সর্বোত্তম মুমিন

باب افضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله فى سبيل الله

২য় পরিচ্ছেদঃ- মানুষের মধ্য হতে সেই মুমিন মুজাহিদই উত্তম, যে স্বীয় জান ও মাল দিয়ে আল্লাহ তা'আলার পথে জিহাদ করে।

قال الله تعالىٰ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۞ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۞ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ سورة الصف

অর্থঃ-(১০) হে মুমিনগ! আমি কি তোমাদের এমন এক বানিজ্যের সন্ধান দেবো? যা তোমাদের রক্ষা করবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে (১১) তা এই যে তোমরা আল্লাহ তা'আলা ও তার রসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ তা'আলার পথে জিহাদ করবে এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বোঝো। (১২) তিনি তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন এবং এমন জান্নাতে দাখিল করবেন যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং তোমাদেরকে দাখিল করবেন উত্তম বাঁশ গৃহে বসবাসের জান্নাতে, জান্নাতে আদনে এটাই মহাসাফল্য। (১৩) এবং আরো একটি অনুগ্রহ দিবেন যা তোমরা পছন্দ করো তাহলে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সাহায্য এবং আসন্ন বিষয় মুমিনদেরকে এর সুসংবাদ দান করুন। [114]
ব্যাখ্যাঃ পূর্বের চার নম্বর আয়াতে এই সূরা অবতরণের আসল কারণ বিবৃতি হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বাধিক প্রিয় আমল কোনটি? এ সম্পর্কে বলা হয়েছে

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوص

অর্থঃ- আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ভালোবাসেন যারা তার পথে সারিবদ্ধ ভাবে লড়াই করে, যেন তারা সীসা গলানো প্রাচীর। [115]

إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ★ قال الله تعالىٰ : وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا

[114] সুরা আস -সফ আয়াত নং —১০-১১-১২-১৩
[115] সুরা আস-সফ আয়াত নং ৪

অর্থঃ- আপনি কোন কাজের বিষয়ে বলবেন না যে সেটা আমি আগামীকাল করবো।
আল্লাহ তা’আলা ইচ্ছা করলে বলা ব্যতিরেকে।[116]
সাহাবায়ে কেরাম (রা.) গণের নিয়ত ও ইচ্ছা শুধুমাত্র বুলি আওড়ানো না হলেও আল্লাহ তা’আলার কাছে এটা পছন্দনীয় নয় যে কেউ কোনো কাজ করার কথা বড় গলায় দাবি করবে ইনশা আল্লাহু তায়ালা বলা ব্যতীত, এটা আল্লাহ তা’আলা পছন্দ করেন না।

আরো সতর্কতা ও হুশিয়ারী

অত্র সূরাতে তাদেরকে হুঁশিয়ার করার জন্য আরও আয়াত সমূহ অবতীর্ণ করেছেন

يا ايها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ۞ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ

رابط الموضوع:

অর্থঃ- (২) হে মুমিনগণ! তোমরা যা করো না তা কেন বল?
(৩) তোমরা যা করো না তা বলা আল্লাহ তা’আলার নিকট খুবই অসন্তোষ জনক।
ব্যাখ্যাঃ এই আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যে কাজ তোমরা করবে না হয়তোবা করতেও পারবেনা বা করার সামর্থ্য হবে না এমন কাজ করার দাবি করো কেন?
হতে পারে তোমাদের সময় সুযোগ ও নাও আসতে পারে।
এ আয়াতে এ ধরনের কাজের দাবী করা সম্পর্কে ইনশা আল্লাহু তায়ালা বলা ব্যতীত নিষেধাজ্ঞা বোঝা যায়।
আর যা করার ইচ্ছাই মানুষের অন্তরে নেই তা একটা মিথ্যা দাবি বৈ আর কিছু নয়, যা নাম ও জশ অর্জনের খাতিরে হয়, এ ধরনের দাবিতে ইনশা আল্লাহু তা’আলা বলে দাবি করাও হারাম। কেননা এটা সম্পূর্ণই ধোকা যে বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন।

[116] সুরা কাহাফ আয়াত নং —২৩-২৪

ধোকা দিলে ক্ষতি কি?

من غشّ فليس منّا

যে ধোকা দেয় সে আমার উম্মত নয়।
বলা বাহুল্য উপরোক্ত ঘটনায় সাহাবায়ে কেরামগণ যে দাবি করেছিলেন তা না করার ইচ্ছাই নয়। এতদসত্ত্বেও অন্তরে ইচ্ছা এবং সংকল্প থাকলেও নিজের উপর ভরসা করে ইনশা আল্লাহু তা’আলা বলা ব্যতীত কোন কাজ করার দাবী করা দাসত্বের পরিপন্থী। এবং দাবী করে বলারই প্রয়োজন কি? কাজ করার সুযোগ পেলে কাজ করবো।

বেহুদা দাবী নয়!

তবে হ্যা কোন কারণ বশতঃ বলার প্রয়োজন হলে ইনশা আল্লাহু তা'আলা সহ বলবে। তাহলেই এটা আর বেহুদা দাবী বলে গণ্য হবেনা। এবং এই আয়াতের আওতায় পড়বে না। আল্লাহ তা’আলা আমাদের পূর্বের সকল ভুল ক্ষমা করে দিয়ে সম্মুখ পানে বুঝে চলার তাওফিক দান করুন আল্লাহুম্মা আমীন।

- يا رب العالمين

- وما توفيقى الا بالله وعليه توكلت واليه انيب

قالوا ثم من ؟ قال مُؤمنٌ فى شِعبٍ من الشِعاب

পাহাড়ের গুহায় অবস্থান কারী

يتقى الله ويَدَعُ النَّاسَ من شرَّة

অর্থঃ- সম্পুর্ণ হাদীস শরীফের অর্থ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন রসূলুল্লাহ (স.) কে জিজ্ঞাসা করা হল ইয়া রাসুল আল্লাহ (স.) মানুষের মধ্য হতে কে উত্তম, রসুল (স.) বললেন সেই মুমিন সর্বত্তম যে, নিজ জান ও মাল দিয়ে আল্লাহ তা’আলার রাস্তায় জিহাদ করে। সাহাবীগণ বললেন তারপর কে? তিনি বললেন এর পর সর্বত্তম ব্যক্তি সেই মুমিন যে পাহাড়ের কোন গুহায় অবস্থান করে, আল্লাহ

তা'আলাকে ভয় করে তাকওয়া ইখতিয়ার করে এবং নিজ অনিষ্ট থেকে লোকদেরকে নিরাপদে রাখে। অর্থাৎ যে মিথ্যা বলে না, নফসের গুলামী করেনা, মন চাই জীবন যাপন করেনা, কাউকে কষ্ট দেয়না, কারো ক্ষতি করে না, কথা ও কাজের মাধ্যমে ভেজাল বাঁধায়না।
সেই মু'মিন ব্যক্তিই দ্বিতীয় পর্যায়ের উত্তম ব্যক্তি। যখন জিহাদ ফরজে কেফায়া থাকে নফীরে আম না হয়।
হ্যাঁ যখন জিহাদ নফীরে আম হয়ে সকলের উপর ফরজে আইন হয়ে যায় তখন শুধুমাত্র একপ্রকার মুমিনই সর্বোত্তম ঐ মুহূর্তে দ্বিতীয় উত্তম ব্যক্তি আর থাকে না [117]
হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন এক ব্যক্তি রসূল (স.) এর কাছে এসে বলল আমাকে এমন কাজের কথা বলে দিন, যা জেহাদের সমতুল্য হয়। রাসুল (স.) বললেন আমি তা পাচ্ছিনা এরপর বললেন তুমি কি এতে সক্ষম হবে যে মুজাহিদ যখন বেরিয়ে যায় তখন থেকে তুমি মসজিদে প্রবেশ করবে এবং দাঁড়িয়ে ইবাদত করতে থাকবে সামান্যতম আলস্য করবে না আর রোজা রাখতে থাকবে ইফতার করবে না লোকটি বলল তা কার সাধ্য? অর্থাৎ এটা সম্ভব নয়। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন মুজাহিদের ঘোড়া রশিতে বাঁধা থাকা অবস্থায় যে ঘোরাফেরা করে এতেও মুজাহিদের জন্য নেকি লেখা হয়।

নফীরে আম/ব্যাপক অবস্থায়

মোটকথাঃ এই হাদীস শরীফের আলোকে বোঝাযায় নফীরে আমের অবস্থায় জিহাদের সমতুল্য আর কোন আমলই নেই। তবে নফিরে আম না হলে জিহাদ ফরজে কেফায়া অবস্থায় দ্বিতীয় ভালো কাজ হবে দাওয়াত, তালীম, জিকির ,ইবাদত, খেদমত, [118]
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ (রা.) বলেন যে আমি রাসূল (স.) কে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসুল (স.) কোন কাজ সর্বোত্তম? তিনি বললেন সময় মতো নামাজ আদায় করা, আমি বললাম তারপর কোনটি? তিনি

[117] যথাঃ বুখারী শরীফে এর পূর্বের বাবে একটি হাদিস আছে হাঃ ২৬৩৩নং/২৫৯৪নং/২৭০৪নং
[118] যথাঃ বুখারী শরীফে অপর এক হাদিসে আছে হাঃ ২৬৩০/২৭০১/২৫৯১নং

বললেন এরপর পিতা-মাতার সঙ্গে সদাচারণ করা। আমি বললাম তারপর কোনটি? তিনি বললেন আল্লাহ তা'আলার পথে জিহাদ। তারপর রাসুল (স.) কে আর কিছু জিজ্ঞাসা না করে আমি চুপ রইলাম, আমার মনে হয় আমি যদি কথা বাড়াতাম তাহলে তিনি আরো বলতেন। এ সকল হাদীস সমূহের দ্বারা ইহাই প্রতিয়মান হয় যে, সময় উপযোগী এক এক আমল, এক এক কারণে উত্তম।
তবে জিহাদ নফীরে আম হলে প্রয়োজনে নামাজ তাখির করবে ও পরে কাজা করে নেবে, যেমন খন্দকের যুদ্ধে রাসুল (স.) ও সাহাবাগণ করেছিলেন এবং রোজা রাখবে না বরং ভেঙ্গে ফেলবে, যেমন রাসূল (স.)বলেন
ليس من البر الصيام فى السفر
অর্থঃ যুদ্ধের সফরে রোজা সওয়াবের কাজ নয়। [119]
রোজা ভেঙ্গে শক্তি অর্জন করে যুদ্ধ করা উত্তম ঐ সময় রোজা রাখার তুলনায়।
তবে হ্যাঁ নফিরে আম না হলে জিহাদ ফরজে কেফায়া থাকা অবস্থায় যার যে জিম্মাদারী সে তা আদায় করবে। হুঁশিয়ারী, ঈমানদারী, আমানতদারী ও দ্বীনদারীর সাথে সব মানুষের জিম্মাদারী সংক্ষিপ্ত আকারে চারটি। ১. দাওয়াত ২. তালীম ৩. জিকির-ইবাদত ৪. খেদমত, পূর্বের আলোচনায় প্রমাণিত হলো। নফীরে আম না হলে পিতা-মাতার অনুমতি ব্যতীত সন্তানের জন্য জিহাদে অংশ গ্রহণ করার অনুমতি নেই, বরং হারাম। [120]

باب الجهاد باذن الابوين

পিতা-মাতার অনুমতি সাপেক্ষে জিহাদ

۔والله تعالى اعلم باالصواب وحقيقة الحال

۔اللهم ارناالحق حقا وارزقنا اتباعا۔ اللهم ارناالباطل باطلا وارزقنا اجتنابا

[119] বুখারী শরীফ হাদীস নং ১৯০৪, খণ্ড নং ১ম, পৃঃ নং ২৬১
[120] বুখারী শরীফ হাদীস নং ৬৯১২ পৃঃ নং ৪২১, খন্ড নং ১,বাব নং ১৩৪,

اختلاط افضل ہے یا خلوت

لوگوں کے ساتھ اختلاط افضل ہے یا خلوت نشینی۔
حدیث باب میں اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدہ کے بعد سب سے افضل اس آدمی کو قرار دیا ہے جو کسی گھاٹی میں لوگوں سے الگ ہو کر جا بیٹھے۔ اور وہا اللہ تعالی کی عبادت کرتا رہے اور تقوی اختیار کر کے اللہ تعالی سے ڈرتا رہے۔
اس بات سے یہ معلوم ہوا کہ خلوت نشینی افضل ہے جلوط اور لوگوں سے اختلاط کرنے سے۔
خوب یاد رکھو! کہ یہ افضلیات علے الاطلاق نہیں ہے۔ بلکہ یہ اس وقت ہے۔ جبکہ فتن کا دور۔ دورہ ہو۔ لوگ پور فتن میں گرفتار ہو جائے۔
سنت اور بدعت کو فرق نہ کر سکے۔ بدعت سے حفاظت ہونا مشکل ہو۔ آدمی کو اپنا ایمان بچانا مشکل ہو جائے۔ تو اس وقت خلوت نشینی ہی افضل ہو گی۔
البتہ اگر کوئی آدمی جلوط اور لوگوں کے ساتھ اختلات کرتے ہوئے اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہو۔ سنت کو بدعت سے بچانا ممکن ہو۔ خود بھی بدعت میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ فتنوں میں پڑنے کا اندیشہ نہ ہو۔ ایمان کی حفاظت کے للئے بھی معاون ثابت ہو۔ تو اس کے للئے یہ خلوت نشینی صحیح اور درست نہ ہو گی۔ بلکہ یہ بھی ایک گمراہی ہو گی۔
جمعہ اور جماعت کو چھوڑ کر اگر خلوت نشینی کرے جب کہ علاقہ میں جمعہ اور جماعت ہو رہی ہے۔
اس وقت خلوت نشینی کفری ہے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر اور علامہ نووی ؒ نے جمہور علماء کا مذھب یہی نقل فرمائے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا افضل ہے خلوت نشینی سے۔ بشرطیکہ فتنے میں پڑنے کا اندیشہ نہ ہو۔ اور ایمان کو حفاظت کرنا مشکل نہ ہو۔ اور سنت کو حفاظت کرنا بھی مشکل نہ ہو۔
جیسے ایک حدیث شریف میں ہے۔
المؤمن الذی یخالط الناس۔ ویصبر علے اذاھم اعظم اجرا من المؤمن الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علے اذاھم۔
ترجمہ:- وہ مؤمن جو لوگوں کے ساتھ اختلاط رکھتا ہو اور انکی اذیتوں پر صبر کرتا ہو اسکا اجر اس مؤمن سے بہت زیادہ ہے۔ جو لوگوں کے ساتھ اختلاط نہ رکھتا ہو۔ اور انکی اذیتوں پر صبر نہ کرتا ہو۔ یہ بات ذہن نشی رہے کہ یہ سارا اختلاف اس وقت ہے جبکہ فتنہ عام نہ ہو۔ اور اگر فتنہ عام ہو تو خلوت ہی افضل ہے کیونکہ عام فتنے میں محضورات میں

جانے کا قوی اندیشہ ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ کہ عذاب الہی اصحاب فتن پر اتا ہے۔ لیکن اسکی اثرات غیر اصحاب
-: فتن پر بھی واقع ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالی کا قول
وَاتَّقُوا۟ فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ مِنكُمْ خَآصَّةً
یعنی دوڑتے رہو اس فتنے سے جو تم میں سے صرف ظالم لوگوں کو نہیں پہنچے گا۔ بلکہ غیر ظالمیں پر بھی وہ عذاب ائے گی۔ اللّٰھم امین۔ اللّٰہ تعالیٰ حفاظت کرے۔

جواب حدیث الباب

حدیث الباب۔ شدید فتنہ اور جنگوں کے زمانہ پر محمول ہے۔ جب آدمی کا اپنا ایمان بھی محفوظ نہ رہے۔ یا تو اس حدیث کا محمل وہ شخص ہے جس کی اذیتوں سے لوگ محفوظ نہ رہتے ہو۔ اور وہ لوگوں کی ایذا رسانی سے صبر نہ کر سکتا ہو۔ تمام انبیاء علیہ السلام صحابہ کرام تابعین تابع تابعین حضرت خلوت سے جلوط کو افضل سمجھتے۔ جلوط ہی میں رہ کر لوگوں سے مل جل کرتے ہوئے زندگی بسر فرمائے تھے۔ بدیں وجہ دین ہم تک اکے پہنچا۔ ورنہ دین کہا سے ملتے۔
کیا فتنہ اس وقت زیادہ تھا۔ یا فی الحال۔ جواب میں یہ کہنا ہو گا۔ فتنہ اس وقت زیادہ تھا۔
خلاصہ کلام:- اگر جہاد نفیر عام نہ ہو تو اس وقت کا مسئلہ ہے کہ خلوت نشینی افضل ہے یا جلوط واختلاط۔ ہاں اگر جہاد نفیر عام ہو تو اس وقت خلوت نشینی حرام ہو گی اور کفری ہو گی۔ واللہ اعلم بالصواب وحقیقۃ الحال۔

باب الشجاعة فى الحرب والجبن

اللھم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا اللھم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا۔
ترجمہ:- جہاد میں بہادری اور بزدلی کا بیان۔ امام بخاری رح اس باب میں جنگ کے وقت شجاعت اختیار کرنے کی مدح اور بزدلی کی مذمت بیان کرنا چاہتے ہو۔
عن انس رض قال کان النبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم احسن الناس واشجع الناس واجود الناس۔
ترجمہ:- آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے زیادہ خوبصورت تھے۔ اور زیادہ بہادر اور زیادہ سخی تھے۔

نبی علیہ السلام کی تین صفتیں

اس حدث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تین صفتیں بیان فرمائے ہیں

احسن ۲. اشجع ۳. اجود۔ حکمائے اسلام کہتے ہیں کہ انسان کی تین قوۃ ہیں۔ .۱

۱۔عقلیہ ۲۔عضبیہ ۳۔شہویہ

۱۔ قوۃعقلیہ کے کمال کا مظہرہ حکمت ہے۔ جس کی طرف اشارہ ہے،،احسن،،لفظ کے ذریعہ کیونکہ حسن صورت تابع ہے مزاج کے اعتدال کا۔اوراعتدال مزاج۔ نفس کی صفائی، پاکیزگی اور جودت طبع سے ماخوذ ہے۔اور یہی تینوں صفات امہات الاخلاق میں سے ہیں

۲۔اور قوۃعضبیہ کے کمال کا مظہرہ شجاعت ہے۔

۳۔اور قوۃشہویہ کے کمال کا مظہرہ جودوسخاوت ہے

মনের চাহিদা শক্তি বখশীস করা, দান করা।

یہ تینوں صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر علے وجہ الاکمل والاتم تھے۔

এই তিন গুণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মধ্যে পরিপূর্ণ ছিল।

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جہاد کا حکم کیا تھا

ایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ جہاد کا حکم کیا فرض عین تھا یا فرض کفایہ۔

خلاصہ کلام:-حافظ ابن حجر نے فرمایا۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات موقوف ہے۔اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسیکو جہاد کے للئے حکم فرماتے اور معین فرماتے تو اس پر جہاد فرض عین ہوتا اور باقیوں پر فرض کفایہ۔کیونکہ ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تعمیل کرنا ہر امت پر لازم اور فرض عین ہے

قولہ تعالیٰ:- فَآمَنَت طَّائِفَةٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَت طَّائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِين

পূর্ণ আয়াতের অর্থঃ মমিনগণ তোমরা আল্লাহ তা'আলার সাহায্যকারী হয়ে যাও। অতঃপর বনী ইসরাইলের একদল বিশ্বাস স্থাপন করলো এবং একদল কাফের হয়ে গেল, যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল আমি তাদেরকে তাদের শত্রুদের মোকাবেলায় শক্তি যোগালাম ফলে তারা বিজয়ী হলো।

খ্রিস্টানদের তিন দল

খ্রিস্টানদের তিন দল,কাফের দল দুই দলে বিভক্ত হলো। মুমিনগণ একই দল

তাই বলা হয় তিন দল নতুবা আসলে দুই দল যা কোরআন মাজিদে আছে।

একদল কাফের অপর দল মুমিন।

আল্লামা বগভী (রহ.) বলেন ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, ঈসা (আ.) আসমানে চলে যাওয়ার পর খ্রিস্টান দল তিন দলে বিভক্ত হলো।

১. একদল বলল তিনি স্বয়ং খোদা আসমানে চলে গেছেন।

২. দ্বিতীয় দল বলল তিনি খোদার পুত্র ছিলেন আল্লাহ তায়ালা তাকে আসমানে উঠিয়ে নিয়ে গেছেন।

৩.তৃতীয় দল বললেন তিনি খোদাও নন, খোদার পুত্র ও নন, তিনি আল্লাহ তা'আলার দাস, ও রাসুল ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে শত্রুদের কবল থেকে হেফাজত ও উচ্চ মর্তবা দান করার জন্য আকাশে উঠিয়ে নিয়েছেন। এই তৃতীয় দল সত্যিকারের ঈমানদার ছিলেন। প্রত্যেক দলের সাথে কিছু কিছু জনসাধারণ যোগ দেয়। এতে পরস্পরিক কলহ বাড়তে থাকে। মুমিনগণ এখলাস আখলাক সহীহ আকিদা ভালোবাসা ও ভালো ভাষার মাধ্যমে চলতে থাকে। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা সর্বশেষ পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করেন তিনি মুমিন দলকে সমর্থন দেন। এভাবেই মুমিন দল যুক্তি প্রমাণে বিজয়ী হয়।

১৪১৪হিজরী মোতাবিক ১৯৯৪ঈসায়ী সনে বান্দাহ যখন দ্বিতীয় বার হাতিয়া মাদ্রাসায় যেয়ে ওয়াসকুরুনী,আবু বকর ,খলিল আরো অনেককে বুখারী শরীফ সানী পড়াতে কালীন সময় উক্ত আয়াতের ভিত্তিতে কিছু প্রশ্নের সম্মুখীন হই। তখন আমার শায়েখ রহঃ বুখারী আওয়াল পড়াতেন,আমি আমার শায়েখ রঃ হাতিয়ার হযরতের নিকট থেকে একাকী বসে যে ব্যাখ্যা শুনে নিয়ে ছিলাম ,সেটাকে পুনরায় ১৪১৬হিজরী মোতাবেক ১৯৯৬সনে আড়ারদাহ মাদ্রাসায় বসে আবারও

হযরত থেকে তাসদিক করে নিঈ। তার ই ফলশ্রুতে কিছু কথা বান্দাহ এখানে লিপিবদ্ধ করেছি।

اعدوالهم مااستطعتم من قوةএর হাক্বিকত বা উদ্দেশ্য

১৪১৬ হিজরী মুতাবিক ১৯৯৬ ঈসায়ী সনে"বান্দাহ"সালের সফর থেকে ফিরে আসার পর **আমার শায়েখ (রঃ)**আড়ারদাহ মাদ্রাসায় আসলেন,আমি হযরতের সামনে একাকী বসে জানতে চাইছিলাম।

اعدوالهم مااستطعتم من قوة

এই আয়াতের বিষয়ে তখন হযরত আমাকে বললেন পূর্বপ্রস্তুতি তো চলছেই।

১। দাওয়াতের নেজামে মেহনত করতে থাকো।
২। আর তোমাকে তো বলেছিলাম ভোড়ো গ্রামে মাদ্রাসা করতে এটাও একটা পূর্ব প্রস্তুতি।
৩। কুরআন সুন্নাহ মুতাবেক জীবন গড়ো।
৪। ফরজ ওয়াজিব সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ এবং মুস্তাহাব আমলগুলো,লাভের উপর এক্কীন রেখে আমল করো।
৫। সহীহ রূপে কুরআন তেলাওয়াত নিজে করো। এবং অপরকে শিখাতে থাকো। এবং কিছু সুরা কেরাত নিজেও মুখস্থ রাখো। এবং অন্যদেরকে ও মুখস্থ করাও।
৬। লেন-দেন সাফ রাখো। আচার আচরণ আদব আখলাক সুন্দর করো।
৭। ঝগড়া বিবাদ মনমালিন্য থেকে দূরে থাকা। যদি ঘটে থাকে মাফ চেয়ে নেওয়া।
৮। প্রতিদিন কুরআন তেলাওয়াত ও কুতুববীনি করতে থাকা। কমপক্ষে ফাতহুল কাদীর সহ হেদায়া চার জিল্দ অবশ্যই মুতালাআ করা।
৯। সকল প্রকার ভুল থেকে বেঁচে থাকা।
১০। আপন জনদেরকেও এসব আমলে লাগিয়ে রাখা।
১১। সবধরনের প্যাকেটজাত খাদ্য পরিহার করা।
১২। এলোপ্যাথিক ঔষধ বাদ দিলে ভালো হয়।
১৩। গাছ পালার ঔষধ ব্যবহার করতে থাকা।
১৪। কমপক্ষে প্রত্যহ দুইঘন্টা হাটা এবং খাটা।

১৫। বসবাসের জন্য শহর বন্দর ত্যাগ করে ভোড়ো গ্রামে বাসকরা।
১৬। হেরাসা মজবুত করা।
১৭। ক্ষুধা,পিপাসা সহ্য করার যোগ্যতা অর্জন করা। একাধারে কয়েকদিন না খেয়ে থাকলেও যেন অসুবিধা না ঘটে তার জন্য প্রস্তুত থাকা।
১৮। কষ্ট সহ্য করার অভ্যাস করা।
১৯। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে বিদ্যুৎ যোগাযোগ থাকবে না। তাই তার জন্য প্রস্তুতি নিতে বলা।
২০। হিম্মত আদব বুদ্ধি বিবেক এবং সকলের সাথে মুহাব্বত ঠিক রাখা। হযরত বললেন হিম্মতে মরদ মদো'দে খোদা।
২১। নিজে চাষাবাদ করে খাদ্য সামগ্রী তৈরী রাখা।
২২। সর্বদায় আল্লাহ তালার হুকুম রাসুল (স.) এর তরীকায় পালন করতে চেষ্টা করা।
২৩। পারলে নিকটতম আত্মীয় স্বজন একত্রিতে বসবাস করা। বা নিজস্ব এলাকার সাথে গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলা। ছাড় দিয়ে হলেও সম্পর্ক ঠিক রাখা।
২৪। প্রত্যহ গোসলের অভ্যাস ছেড়ে দেওয়া।
২৫। ওজু ধরে রাখার অভ্যাস করা।
২৬। বেশি বেশি কাচা মরিচ খাওয়ার অভ্যাস করা। যাতে মশা থেকে নিরাপদ থাকা যায়।
২৭। ঘুমের অভ্যাস কম করা। ও সুস্থ থাকার চেষ্টা করা।
২৮। বাড়ীতে গরু ছাগল ইত্যাদি পালতে চেষ্টা করা।
২৯। ভাত রুটির তুলনায় শুকনা খাবার চিড়া-মুড়ি,সিমের বিচি,কুমড়ার বিচি,বাদাম,ছোলা ইত্যাদি খেয়ে জীবন ধারণ করার অভ্যাস করা।

হযরত বললেনবেশী কথা স্মরণ রাখতে না পারলে তিনটি কথা অবশ্যই স্মরণ রাখা।

তিনটি কথা

১। পরামর্শক্রমে সকলকে নিজ জিম্মাদারী আদায় করতে বলা। এবং নিজেও আদায় করা।
২। তায়াল্লুক মা'আল্লাহ এর অবনতি হয় এমন কাম থেকে দূরে থাকা।

৩। কুরবানি,মুজাহাদা,রোনাজারী,দোয়া,দূরুদ,এস্তেগফার,এই উম্মতের হাতিয়ার”এ কথাটি গভীর ভাবে স্মরণ রাখা।

হযরত বললেনঃ-দাওয়াত,তালীম,জিকির,ইবাদত,খেদমত সকলের জিম্মাদারী। এরপর হযরতের নিকট থেকে মুজাহাদার পদ্ধতির কথাটি বুঝে নিয়েছিলাম।

পরিবেশের সাথে মিলে যায় যারা তারাই বড়অসহায়" "তারাই মহামানব যারা পরিবেশকে বদলায়”

অহংকার,হিংসা,বৈষম্য ও ঘৃণা থেকে দূরে থাকা।

ঘৃণার বিষয়ে ফয়সালা এটাই যে,গুনাহ কে ঘৃণা করবে গুনাহগার কে নয়!বরং ভুল করনেওয়ালাকে বাঁচাতে চেষ্টা করা। ভালোবাসা ও ভালো ভাষা,এবং আন্তরিকতার সাথে

আরো তিনটি কথা

(১) অবকাঠামের উন্নতি ইখলাসের পরিচয় নয় তবে অবনতির কারণ হয়।

(২) তালীমাত মাজবুত হওয়া সত্ত্বেও অবকাঠামের উন্নতি না হলে বুঝবে এখলাছের কোথাও ত্রুটি ঘটছে।

(৩) অবকাঠামের উন্নতিতে কুরবানি মুজাহাদাহ রোনাঝারীর ত্রুটি দেখা দিলে ধ্বংস অনিবার্য জেনে রাখা চাই।

নিউক্লিয়ার যুদ্ধেও যারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।

১০ গুণে গুনান্বিত হবে যারা তারাই ইমাম মাহদী (রা.)এর সৈনিক হবেন তাদের কে আগ্নেয়াস্ত্র কোনই ক্ষতি করতে পারবে না।

আল্লাহ তা’আলা নিজ জিম্মাদারীতে তাদেরকে হেফাজত করবেন । ইনশা আল্লাহু তা’আলা।

১)তাওহিদে খালেসের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে যারা অর্থ্যাৎ অন্তরে একত্ববাদীতার স্বীকারুক্তি জানিয়ে মুখে বলবে আল্লাহ তা’আলা একক, অদ্বিতীয়,তার কোনই শরীক নাই।

২)আখেরী জামানার নবী মোহাম্মদ মোস্তফা (স.) কে শেষ নবী, বিশ্ব নবী, শ্রেষ্ঠ নবী,কবরে জিন্দা নবী,এই চার কথা অন্তরে রেখে মুখে বলবে لا اله الا الله محمد الرسول الله

এই স্বীকারুক্তি মুখে করে নবীয়ে কারীম((স:)) এর সুন্নাত তরীকায় ইখলাসের সাথে আল্লাহ তা’আলার আনুগত্য ও ইবাদত করে যারা,তথা সুন্নত মুতাবিক জীবন গড়ে যারা। কমপক্ষে সুন্নত মুতাবিক নামাজ পড়ে যারা।

৩) কুরবানি, মুজাহাদা,রোনাজারী ,দোয়া,দুরুদ,ইস্তেগফার কে হাতিয়ার বানিয়েছে যারা,তথা যারা মনে করে চলে কুরবানি মুজাহাদা,রোনাজারী,দোয়া,দুরুদ, ইস্তেগফার;এই উম্মতের হাতিয়ার;:

৪) قال الله تعالي رحماء بينهم

অর্থ তারা আপোষে জোড় মিল মহাব্বতের সাথে চলাফিরা করে, ঝগড়া ফাসাদ করে না, ঝামেলায় জড়ায় না। ঝগড়া-ফাসাদ ও ঝামেলা থেকে দূরে সরে থাকে ,সকলের সাথে আন্তরিকতা বজায় রেখে মুখে বলে ভালো ভাষা আর অন্তরে রাখে ভালো বাসা।

৫) - قال الله تعالي ويؤثرون علي انفسهم ولو كان بهم خصاصة

অর্থঃ- যারা আরাম ভোগে অপরকে প্রাধান্য দিয়ে চলে। নিজে কুরবানি ও ত্যাগ স্বীকার করে মুজাহাদাহ কঠর পরিশ্রম করে, রোনাজারী তথা সদায় আল্লাহ তা’আলার নিকট ক্রন্দন করে সর্বাবস্থায় সবর ও ধৈর্য ধারণ করে, নিজের মনের ব্যাথা ও মনের কথা আল্লাহ তা’আলা ছাড়া কারো নিকট প্রকাশ করে না, দুনিয়ার কোন মানুষের নিকট নালিশ করে না।

৬) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب لاخيك ماتحب لنفسك

অর্থঃ- নিজের জন্য যা ভালবাসে অপরের জন্য তাই ভালো বাসবে। এজন্য সে করো গীবত, শেকায়াত, মিথ্যা অপবাদ, দেয় না ঝগড়া ,ফাসাদ, তো করেই না ,তবে ঘটনাচক্রে যদি তাকে কেউ গালমন্দ দিয়েই বসে তাহলে তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করার পূর্বেই সে তাকে ক্ষমা করে দেয়। ক্ষমা চাওয়ার অপেক্ষা করে না। ক্ষমা চাওয়ার পূর্বেই

ক্ষমা করে দেওয়ায় অভ্যস্ত যে। এবং তার সাথে দেখার সাথে সাথেই সালাম। হাসি মুখে কালাম ,পারলে কিছু তুয়াম (খাদ্য খাওয়ায়)

রাত্রে উঠে ক্বিয়াম অন্নাসু নিয়াম তথা রাত্রে উঠে গোপনে আল্লাহ -তা'আলার ইবাদত করে এবং একাকী ক্রন্দন করে যখন মানুষ সকলেই ঘুমিয়ে থাকে একেই বলে চুরি করো, হারাম খাও, নাচতে - নাচতে জান্নাতে যাও।

অর্থাৎ শেষ রাত্রে জাগ্রত হয়ে গোপনে তাহাজ্জুদ আদায় করো আর হারাম রাগ হজম করো। রাগের বশীভূত হয়ে যেন কোন অঘটন ঘটাবে না তবেই বিনা হিসাবে জান্নাত পাবে ইনশা আল্লাহু তা'আলা।

৭)দ্বীনের দাওয়াত দিলে উপহাস করেনা দ্বীনি কথা বললে মনোযোগ দিয়ে শোনে, মনে হয় যেনো এর আগে আর কখনো একথা শুনে নাই এই সর্ব প্রথম শুনতেছে অথচ একথা সে পুর্বে বহুবার শুনেছে। তথাপিও আল্লাহ তা'আলা ও রাসুল (স:) এর কথা যতই শুনে ততই মধুর লাগে এর পুর্বে হাজার বার শুনে থাকলেও।

৮)লেন-দেন সাফ ,আচার আচরণ ভালো,তথা কারো নিকট পাওনা থাকলে ভালোবাসা ও ভালো ভাষায় কথা বলে আদায় করতে চেষ্টা করে। আর তার নিকট কেউ পেলে টাল মটাল করেনা ঘোরাঘুরি করে না। দেওয়া সম্ভব না হলে ক্ষমা চেয়ে সময় বাড়িয়ে নেয়। হাতে থাকলে সাথে সাথেই আদায় করে দেয়।

৯)সকল আমল মাশওয়ারাহ সাপেক্ষে করে ,খবর দিয়ে বা চুরি করে মনগড়া কাজ করেনা। যে বিষয়ে যেখানে পরামর্শ করতে হয় সেটা তথায় পরামর্শ করে নেয়। ধোঁকা দিয়ে চলে না।

১০) দাওয়াত, তালীম উসুল মোতাবিক ধরে রেখেছেন। উসুলের খেলাফ করেনা,তথা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ যে নিয়মে রাসুল (স.) করতে বলেছেন সেই নিয়মেই করে। সুন্নতের খেলাফ করেনা। যে নিয়ম অত্র কিতাবে লেখা আছে সে নিয়ম ভঙ্গ করেনা। এই দশ গুণে গুনান্বিত ব্যক্তিই হবেন হযরত ইমাম মাহদী (রা.) এর সৈনিক। তারাই নিউক্লিয়ার যুদ্ধে ও ক্ষতিগ্রস্ত হবেনা। ইনশা আল্লাহু তা'আলা। এবং এরাই হবে হযরত ইমাম মাহদী (রা.) এর মুখলাস

সৈনিক । এদের হাতেই ভারত বর্ষে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে, ভারতবর্ষের মানুষ শান্তি ফিরে পাবে। ইনশা আল্লাহু তা'আলা।

তাই বলা হয়

(১) সহীহ আকিদা,(২) সহীহ নিয়ত,(৩)ঈমান একীন,(৪) ইলেম, (৫)আমল,(৬) আদব আখলাক,(৭)তাকওয়া,(৮)তায়াক্কুল, (৯)সবর ইস্তেগনা-ইস্তেকামত (১০) এখলাস, সুন্নত। এই গুণগুলো পরিপূর্ণভাবে অর্জন করে কমপক্ষে ১০ ভুল হতে নিজেকে বাঁচাতে পারলে নিউক্লিয়ার যুদ্ধেও তাকে কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। ইনশা আল্লাহু তা'আলা।

ভুলগুলো এই ১) লোভ লালসা। ২) আকাংখা। ৩) রাগ। ৪) মিথ্যা। ৫)পরনিন্দা চোগলখুরী। ৬) লজ্জা দেওয়া। ৭) কৃপণতা ও বখিলী করা। ৮) হিংসা -বিদ্বেষ। ৯)অহংকার । ১০) রিয়া,তথা নেক আমল করতে সময় লোক সমাজকে খুশি করার ইচ্ছা পোষণ করা থেকে বেঁচে থাকতে হবে। একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকেই খুশি করার নিয়তে সকল নেক আমল করতে হবে। তাফসীরে বগবী।

এরই জন্য প্রয়োজন প্রত্যহ দাওয়াত, তালিম ,মাশওয়ারা।

ফিতনার পরিচয় ও ফিতনা আসার কারণ সমূহঃ-

ফিতনাঃ- শব্দটি আরবি শব্দ। এর আভিধানিক বিভিন্ন অর্থ হতে পারে ১। পরীক্ষা ও যাঁচাই-বাচাই। ২। বিপর্যয়। ৩। চক্রান্ত। ৪। সংশয়। ৫। দ্বন্দ্ব। ৬। অন্তর্ঘাত। ৭। বিশৃঙ্খলা। ৮। নৈরাজ্য। ৯। অরাজগতা। ১০। শিরক ও কুফুর। ১১। পথ ভ্রষ্টতা। ১২। হত্যা। ১৩। বাঁধা প্রদান কারী। ১৪। ভ্রন্তি। ১৫। সিদ্ধান্ত। ১৬। গুনাহ। ১৭। অসুস্থতা। ১৮। ক্ষমা। ১৯। নির্বাচন। ২০। শাস্তি। ২১। আগুনে দহন। ২২। মস্তিষ্কেবিভ্রাট ইত্যাদি। আর ইসতেলাহী,শরয়ী বা পারিভাষিক অর্থঃ-ফিতনা বলা হয়,যার দ্বারা মানুষের অবস্থার ভালো মন্দের প্রকাশ ও যাচাই-বাচাই করা যায়। তাই আল্লাহ-তা'আলা বিভিন্ন ফিতনার মাধ্যমে কে খাঁটি মুমিন তার যাচাই-বাচাই করে নিবেন। এজন্যই বলা হয়,বাংলা প্রবাদ বাক্যে ভালো জিনিস পেতে হলে বাজিয়ে দেখতে হয়" ভাঙ্গা বা ফাটা চিরা আছে কিনা। অনুরূপ আল্লাহ তা'আলা আখেরি জামানায় দাজ্জালের প্রকাশের মাধ্যমে মুমিনদেরকে

যাচাই-বাছাই করে নিবেন। তখন যারা খাটি মুমিন হবে তারাই একমাত্র দাজ্জালের ফেতনা থেকে নিষ্কৃতি পাবেন।

ফিতনা প্রকাশের পদ্ধতি বা হাইসিয়াত

ফেতনা প্রকাশ পাবে তিন অবস্থায়ঃ-

১. সম্পদ সন্তানাদি ও মেয়েলোকের মাধ্যমে, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন নিশ্চয় তোমাদের সম্পদ ও সন্তানাদি হল ফেতনা। [121]

আর রাসুল (স.) বলেন মেয়ে লোক শয়তানের রশি। [122]

২. আল্লাহ তা'আলার অপছন্দনীয় ও ঘৃণার বস্তু, জুলুম, অত্যাচার, অনাচার, গুনাহ সমূহ ,গুনাহের কারণ সমূহ ,যেটা মানুষের জন্য বহু বড় পরীক্ষা বা ফেতনা। নিজে ভুলে পতিত হওয়ার কারণে বা হাওয়ায় বহু সময় গোণা নিজ চোখে দেখেও কথা বলার সুযোগ থাকে না বাধা দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, তথা সৎ কাজের আদেশও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখতে অপারগতা প্রকাশ করায় আল্লাহ পাকের পক্ষ হতে সকলের উপর পরীক্ষা এসে যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তোমরা এমন ফেতনা থেকে বেঁচে থাকো, যা বিশেষভাবে তোমাদের মধ্যে যারা জালিম কেবল তাদেরই উপর পতিত হবে না বরং সবাইকেই তা গ্রাস করে নিবে। [123]

৩. আল্লাহ তা'আলা কাউকে তারাক্কী উচ্চ মাকাম উচ্চ সম্মান দিতে ইচ্ছা পোষণ করলে এমতবস্থায় আল্লাহ তা'আলা পরীক্ষাস্বরূপ কিছু বিপদ-আপদ ও মুসিবত দিয়ে পরীক্ষা করে দেখেন, এরূপ পরীক্ষাকে ও ফেতনা বলা হয়, যেমন করেছিলেন নবী রাসূলগণকে

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يصب منه

মেশকাত শরীফ হাদীস নং ১৫৩৬, মুসনাদে ইমাম আহমদ ৭২৩৫,

অর্থঃ- আল্লাহ তা'আলা যার সাথে ভালবাসার ইচ্ছা পোষণ করেন তাকেই মুসিবতে ও বিপদে ফেলেন।

---

[121] সুরা তাগাবুন আয়াত নং ১৫

[122] মিশকাত শরীফ হাদিস নং ৫২০৪,মেরকাত হাদিস নং ৫২১২

[123] সুরা আল আনফাল আয়াত নং— ২৫

ফিতনা যাকে আলামতে কিয়ামত বলা হয়,সেটা তিন প্রকারে সংগঠিত হবে

১)ছোট আকারে ২) মধ্যম আকারে ৩)বড় আকারে

১) ছোট আকারেঃ- যা রাসুল (স:) এবং সাহাবায়ে কেরাম গণের জামানা থেকে হয়ে আসছে, এবং যার কিছু অংশ কেয়ামত পর্যন্ত ঘটতেই থাকবে। যথা বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয়, বিভিন্ন মহামারী,পিতা মাতার সাথে সন্তানের নাফরমানি,সুদ-ঘুষ এর ব্যপক প্রসার,বাদ্য যন্ত্রের প্রকাশ,অধিক হারে মদ্য পান, মসজিদ সমূহ সু-সজ্জিত করা, এবং তা নিয়ে গর্ব করা। বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণে প্রতিযোগিতা করা,হত্যা কান্ডের ব্যপকতা,সময় সংকীর্ণ হয়ে আসা, হাটবাজার কাছাকাছি হওয়া, মানুষ বিভিন্ন যুদ্ধ-বিগ্রহে লেগে থাকা,আমানতের খিয়ানত করা,আইন শৃঙ্খলার অবনতি হওয়া, মূর্খতা প্রকাশ পাওয়া,যেনা ব্যভিচারের বিস্তৃতি হওয়া,শিরিকের ছড়াছড়ি, অশ্লীলতার প্রকাশ, আত্নীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা, প্রতিবেশীদের সাথে খারাপ আচরণ করা, বার্ধক্যে যৌবন কালের ভ্যাশ ধারন করা,কৃপনতা ও বখিলতার আধিক্যতা,ব্যবসা বানিজ্যে ফাঁকি দেওয়া ও ধোঁকা দেওয়া, ভূমিকম্পের হার বেড়ে যাওয়া, তুর্কিদের সাথে যুদ্ধ হওয়া,যা মুয়াবিয়া (রা.) এর জামানায় ঘটেছিল,নিকৃষ্ট লোকদের উচ্চ পদে আসীন হওয়া, শুধু পরিচিত ব্যক্তিদের সালাম প্রদান করা,নারীগণ পুরুষের পোশাকে ও পুরুষগণ নারীদের পোশাকে আত্নপ্রকাশ করা, সুন্নত কে অবজ্ঞা করা, বেদয়াত কে প্রধান্য দেওয়া, মিথ্যাচার বৃদ্ধি পাওয়া,আকর্ষিক মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া, মানুষ একে অপরকে চেনা সত্যেও একে অপরকে না চেনার ভান ধরা,অনা বৃষ্টি -অতি বৃষ্টি ও ফসলের ক্ষয় ক্ষতি হওয়া, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি হওয়া। মরনাস্ত্র বৃদ্ধি পাওয়া,ফুরাত নদীতে স্বর্ণের পাহাড় উদ্ভাসিত হওয়া,ইত্যাদি। [124]

২)মধ্যম আকারে ফেতনা বা আলামতে কেয়ামতঃ- যথা জঙ্গে জামাল- উটের লড়াই, জঙ্গে সিফ্‌ফিন - রোমকদের সাথে মুসলমানদের লড়াই।

---

[124] বুখারী শরীফ হাদীস নং ৭০০৮

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ তথা হারমাজিদুনের বিশ্বযুদ্ধ সংগঠিত হওয়া যখন দাজ্জালের আত্নপ্রকাশের সময় একেবারে ঘনিয়ে আসবে,ইমাম মাহদী (রা.) এর আত্নপ্রকাশের আগে ভাগে,এর আগে বা এরই সাথে সাথে যুগাঝর্না ফোরাত নদী ,তাবারীয়া সাগর শুকিয়ে যাওয়া, বায়সানের খেজুরের গাছ গুলোতে খেজুর না ধরা। তথায় আমেরিকা,ইসরাঈলসহ সকল পরাশক্তির দেশগুলো পৃথিবীর মানচিত্র থেকে বিলীন হয়ে যাওয়া ২০২৫-২০২৮ সালের মাঝেই, হয়তোবা ঘটবে,ইনশা আল্লাহু তা'আলা। এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ধুলিসাৎ হওয়া ২০২৫-২০৩০ সালের মধ্যেই, বিভিন্ন সময় ইহুদীদের সঙ্গে মুসলমানদের যুদ্ধ হওয়া ইত্যাদি।

৩)বড় আকারে ফেতনা বা কিয়ামতের বড় নিদর্শন সমূহঃ- এটা দুই প্রকার

এক. যা একবার ঘটে গেছে আর জীবনে ঘটবে না তথা আখেরী জামানার নবীর আগমন,নবুয়ত প্রাপ্ত হওয়া, মৃত্যু বরণ করা।

দুই. যা এখনো ঘটেনি।

এটা আবার দুই ভাগে বিভক্ত,১) বর্তমানের নিকটবর্তী নিদর্শন সমূহ, এখানে বড় বড় নিদর্শন ১০টি , ছোট ছোট নিদর্শন বহু। ২)কিয়ামতের সন্যিকটবর্তী নিদর্শন সমূহ। এটাও বড় বড় নিদর্শন ১০টি আর ছোট ছোট নিদর্শন বহু।

১) বর্তমানের নিকটবর্তী নিদর্শন সমূহ। যথাঃ- ইরাকের কুফানগরীতে কালো পতাকাবাহী দলের উপর গনহত্যা,যেটা ফুরাত নদীতে স্বর্ণের পাহাড় উদ্ভাসিত হওয়ার পর ঘটবে,এর পর পরই খোরাসানের কালো পতাকাবাহী বাহিনীর অত্নপ্রকাশ, বাইতুল মোকাদ্দাস পুনরায় মুসলমানের হস্তগত হওয়া, ইমাম মাহদী (রা.) এর আবির্ভাব,মিনায় ইহুদীদের হাতে গনহত্যা, মক্কা, মদীনায় কঠিন ভূমিকম্প হওয়ার কারণে অমুসলিম ও মুনাফিক এবং সকল পাপিষ্ঠ নর-নারী মক্কা,মদীনা থেকে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে বের হয়ে যাওয়া। দাজ্জালের আবির্ভাবের পুর্বে একমাত্র ঈমান ও ইসলাম প্রত্যাসী ব্যক্তিবর্গই মক্কা,মদীনায় টিকে

থাকবে,তাই দাজ্জাল মক্কা মদীনায় প্রবেশ করতে অক্ষমতা প্রকাশ করবে। [125]

গাজওয়ায়ে সিন্দু ,গোজওয়ায়ে হিন্দ যা ২০২৮থেকে ২০৩০এর মধ্যেই সংগঠিত হবে বলে আশা করা যায়, ইনশা আল্লাহু তা'আলা। দুর্ভিক্ষের ছড়াছড়ি,যেটা ২০৩৩থেকে ২০৩৬সালের দিকে প্রায় তিন বছর যাবৎ হবে বলে বড়দের ধারণা। [126]

তুরস্কের কুস্তনতুনিয়াহ মুসলামানের হস্তগত হওয়া,যাকে ইস্তাম্বুল বা কনস্টন্টিনোপল বলে। এর পরে দাজ্জালের ফেতনা ও আবির্ভাব,যেটা ২০৩৬থেকে ২০৩৯ সালের মধ্যেই ঘটবে বলে বড়দের ধারণা, ইনশা আল্লাহু তা'আলা। সহীহ মুসলিম হাদীস নং ৭২৩৮,৭২৩৯,২৯৪৬,২৯৩৩,২৯৩৬,২৯৩৭ সহীহ বুখারী হাদীস নং ৩০৫৭,৩৩৩৭,৩৩৩৮,৪৪০২,৬১৭৫,৭১২৭,৭১৩১,৭৪০৮ এর পরপরই ২০৩৭ থেকে ২০৪০ সালেই ঈসা (আ.) এর আগমন, বাকি আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা। মানুষ দ্বীনকে ধরে রাখলে এসকল ঘটনা বলি আরো বহু বছর পরেও ঘটতে পারে,আল্লাহ তা'আলার কুদরতে,তবে এসকল ঘটনা বলি অবশ্যই ঘটবে আগে বা পরে।

ان الله علی کل شئ قدیر

অর্থঃ- সকল ক্ষমতার অধিকারী ও উৎস একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই।

দাজ্জালের আবির্ভাবে ইহুদীদের সাথে মুসলমানের কঠিন লড়াই সংগঠিত হবে,তথায় মুসলমান বিজয় লাভ করবেন,আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায়, ইনশা আল্লাহু তা'আলা। সর্ব প্রথম হিন্দু , বৌদ্ধ ও নাস্তিকতা দুনিয়া থেকে চির বিদায় নিবে ২০২৬-২০২৭সালের মধ্যে এবং তারা মুসলমান হয়ে যাবে । এর পর খ্রিষ্ট ধর্মালম্ভী লোক মুসলমান হবে। সর্ব শেষ ঈসা (আ.) এর জামানায় ইহুদী ধর্মালম্ভী দাজ্জালের অনুসারী সকল ব্যক্তিবর্গ দুনিয়া থেকে চির বিদায় নিবে। এর পরেই দুনিয়াতে শান্তির বাতাস বয়তে থাকবে, কমপক্ষে ঈসা (আ.) এর ৪০বছর ও তার তিন খলীফার ৯০বছর

[125] সহিহ বুখারী শরীফ হাদীস নং ১৮৮১,৭১২৪, সহিহ মুসলিম শরীফ হাদীস নং ২৯৪৩

[126] মুসনাদে আহমাদ হাদিস নং ৫৩৫৩, সুনানে ইবনে মাজাহ হাদীস নং ৪০৭৭

৪০+৯০=১৩০বছর তাদের চারজনের খেলাফতের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত দুনিয়াতে শান্তির বাতাস বয়তে থাকবে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে ইনশা আল্লাহু তা'আলা। এর পরে আর মাত্র বাকি থাকবে পৃথিবীর বয়স হিসাব অনুযায়ী ১০০বছর মাত্র। ঈসা (আ.) ৭বছর রাজত্ব করার পর ইয়াজুজ মাজুজ এর আবির্ভাব এবং তাদের ধ্বংস ও অধিক হারে বৃষ্টি বর্ষণ এবং আল্লাহ তা'আলা জমিনের বরকত খুলে দিবেন, সম্পদের প্রাচুর্যতা লাভ হবে ও সদকা গ্রহণে অনিহা। [127]

মানুষ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যাকাত সদকা আদায়ের উদ্দেশ্যে অর্থ কড়ি সাথে নিয়ে চেষ্টা করেও কাউকে অর্থ গ্রহণের জন্য রাজি করতে সক্ষম হবেনা,এমনি অবস্থা ঘটবে যে,দুনিয়াতে সকল মানুষই ধনাঢ্যবান হয়ে যাবে ও অধিক অর্থের মালিক হবে,এ জন্যই অর্থ গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করবে,এ সবই আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ও রহমত। ঈসা (আ.) ও তার তিন খলীফার যুগে আল্লাহ তা'আলা সকলের মাঝে নিরাপত্তা ও শান্তিসৃঙ্খলা দান করবেন এবং ধনসম্পদে বরকত বৃদ্ধি করে দিবেন। তাদের ১৩০বছর রাজত্বের পরে তারা দুনিয়া থেকে ইন্তেকাল করার পরে অর্থাৎ ঈসা (আ.) ও তার তিন খলীফা ,ঈসা (আ.) ৪০বছর ও তার তিন খলীফা ৯০বছর এই সর্বমোট ১৩০ বছর খেলাফত কায়েমের পর, মানুষ একে একে ভুলের পথে পাড়ি জমাবে। এরপর ভূগর্ভ থেকে এক অদ্ভুত জন্তু বের হয়ে আসবে,তার এক হাতে লাঠি অপর হাতে আংটি থাকবে,আংটি দ্বারা কাফেরদের নাকে আঘাত করে কপালে কাফের শব্দ লিখে দিবে,লাঠি দ্বারা মুমিনদের গায় আঘাত করবে তাতে চেহারা উজ্জ্বল তারকার ন্যায় হয়ে যাবে।[128]

এর পরে ইয়ামান থেকে প্রচন্ড আগুন বের হয়ে মানুষকে শাম সিরিয়ার দিকে এগিয়ে নিবে। এর পর ধোঁয়ার আত্নপ্রকাশ ঘটবে,আকাশ ধোঁয়ায় ছেয়ে যাবে যা মানুষকে ঘিরে ফেলবে,এটা একটা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি বলে গণ্য হবে। [129]

---

[127] বুখারী শরীফ হাদীস নং ১৪১২+১৩৪৪, মুসলিম শরীফ হাদীস নং ১০১২+১০১৩+২২৯৬, তিরমীজি শরীফে হাদীস নং ২২০৮।

[128] সুরা নামল আয়াত নং —৮২

[129] সুরা দুখান আয়াত নং — ১০-১১

২. কিয়ামতের বড় আলামত এর মধ্য হতে দ্বিতীয় আলামত যেটা কিয়ামতের একেবারেই সন্যিকটবর্তীঃ- দুর্ভিত্যেরা কাবা শরিফ ও বাইতুল মোকাদ্দাস ভেঙ্গে মাটির সাথে মিশিয়ে দিবে,এর পর তিন টি ভুমি ধ্বস সংগঠিত হবে। পশ্চিম আকাশ থেকে সূর্যদয়,যার পর ঈমান ও বিশ্বাস স্থাপন ও তাওবা গ্রহণ হবেনা। যারা ঈমানদার থাকবেন তারাই একমাত্র ঈমানদার,যারা বেঈমান থাকবে,তারা বেঈমান অবস্থায় জীবন কাটাবে। এর পর দ্বীনি ইলেম উঠে যাবে,কোরআনের আয়াত পর্যন্ত উঠিয়ে নেয়া হবে। লোকেরা মূর্খদের ধর্মিয় নেতা হিসাবে গ্রহণ করবে,যারা দ্বীনি ইলেম ছাড়াই ফতুয়া দিবে। এরপর ইয়ামান এবং সিরিয়া থেকে কমল শীতল বাতাস প্রবাহিত হয়ে মুমিনদের প্রাণ কেড়ে নিবে,ফলে ভূপৃষ্ঠে প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ আল্লাহ বলার মত কেউ অবশিষ্ট থাকবেনা। শুধু মাত্র দুষ্ট ও নিকৃষ্ট প্রকৃতির লোকেরা বেঁচে থাকবে। যারা বলবে আমাদের পূর্ব পুরুষরা আল্লাহ আল্লাহ শব্দ বলতো আমরা সেটা বলিনা। এই ব্যক্তিবর্গ যখন মৃত্যু বরণ করবে তখনই কেয়ামত সংঘটিত হবে। [130]

ফিতনার সময় আমলের লাভ

রাসুলুল্লাহ (স.)বলেন, ফেতনার সময় ঘরে বসে আমল করা, ইবাদাত করা, আমার দিকে হিজরত করার ন্যায়।[131]

জিহাদ নফীরে আম না হলে আত্নগোপনে থেকে ঘরে বসে আমল করাই উত্তম। [132]

ফিতনার সময় কথা বলার খারাবী

রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন,যখন ফিতনা আসবে তখন জিহ্বার ক্ষতিকর প্রভাব তলোয়ারের প্রতিক্রিয়ার চেয়েও মারাত্মক হবে। তাই ফেতনার সময় চুপ থাকলেই নাজাত পাবে। [133]

---

[130] মুসলিম শরীফ,হাদীস নং ২৯৪০

[131] মুসলিম শরীফ হাদীস নং ২৯৪৮

[132] বুখারী শরীফ হাদীস নং ১৯

[133] ইবনে মাজাহ হাদীস নং ৩৯৬৮ মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা হাদিস নং ৩৭৪৩২

কিয়ামত তিন প্রকার

একটি হলো আলামতে কিয়ামত যাকে বলে ফিতনা,যেটা পুর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। আর একটি হলো সরাসরি কিয়ামত ,এই কিয়ামত আবার তিন প্রকারঃ-

ক)ছোট কিয়ামত। খ)মাধ্যম কিয়ামত । গ) বড় কিয়ামত।

ক)ছোট কিয়ামতঃ- ছোট কিয়ামত বলা হয় যে কোন মানুষের মৃত্যু বরণ করা। সুতরাং যে মরে গেল সে অন্য জগতে প্রবেশ করার কারণে তার উপর যেন কিয়ামত ঘটে গেল। [134]

খ) মাধ্যম কিয়ামতঃ- মাধ্যম কিয়ামত বলা হয়, একই শতাব্দীর অধিবাসীদের অধিকাংশই মৃত্যুবরণ করা, কোন মহামারীর কারণে বা যুদ্ধবিগ্রহের কারণে। [135]

গ)বড় কিয়ামতঃ- বড় কেয়ামত বলে হিসাব ও প্রতিদানের জন্য মানবকুলকে তার স্বীয় কবর থেকে পুনরুত্থিত হওয়াকে।

والبعث بعد الموت

অর্থঃ- মৃত্যুর পরে পুনরুত্থিত হওয়া।

قال الله تعالى يسئلك الناس عن الساعة

অর্থঃ-লোকেরা আপনাকে কেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে। [136]

قال الله تعالى اقتربت الساعة

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন কেয়ামত আসন্ন।[137]

قال الله تعالى اذا وقعت الواقعة

অর্থঃ- যখন কিয়ামতের ঘটনা ঘটবে যার বাস্তবতায় কোনই সংশয় নেই। এ কিয়ামতে কাউকে লজ্জিত করবে, আবার কাউকে সম্মান বৃদ্ধি করবে

[134] বুখারী শরীফ হাদীস নং ৬৫১১, মুসলিম শরীফ হাদীস নং ২৯৫২

[135] বুখারী শরীফ হাদীস নং ৬৫১১,মুসলিম শরীফ হাদীস নং ২৯৫২,ফতহুলবারী খন্ড নং ১১ , পৃঃ নং ৩৬৩

[136] সূরা আহযাব আয়াত নং ৬৩

[137] সূরা ক্বমার আয়াত নং ১

,যখন পৃথিবী প্রবল ভাবে প্রকম্পিত হবে এবং পর্বতমালা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে,অতঃপর তা হয়ে যাবে উৎক্ষিপ্ত ধুলিকনা। তোমরা তিন দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। [138]

উক্ত সূরার শেষ ভাগে ছোট কেয়ামতের কথা উল্লেখ করেছেন।

فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون

অর্থ অতঃপর যখন কারো প্রাণ কণ্ঠা গত হয় এবং তোমরা তখন তার দিকে তাকিয়ে থাকো,তখন আমি তোমাদের অপেক্ষা তার অধিক নিকটে থাকি কিন্তু তোমরা আমাকে দেখো না। [139]

আল্লাহ তা'আলা ছোট কিয়ামত এবং বড় কিয়ামতের কথা সুরা আল ক্বিয়ামাতে বর্ণনা করেছেন।

বড় কিয়ামতের কথাঃ-

لا اقسم بيوم القيامة

অর্থ আল্লাহ তা'আলা বলেন আমি শপথ করছি কিয়ামত দিবসের। [140]

এটা বড় কিয়ামত

আর ছোট কিয়ামতের আলোচনা করেছেন ২৬ নং আয়াতে

كلا اذا بلغت التراقي

অর্থ কখনো না,যখন প্রাণ কণ্ঠা গত হবে। [141]

ঈসা (আ.) এর তিন খলিফা

প্রথম জনের নাম হবে মুকয়িদ।[142]

দ্বিতীয় জনের নাম জাহজাহ। [143]

তৃতীয় জন হবেন কাহতান গোত্রের এক ব্যক্তি। [144]

[138] সুরা ওয়াক্বিয়া ১-৭

[139] সুরা ওয়াক্বিয়া ৮৩-৮৫

[140] সুরা কিয়ামাহ আয়াত নং ১

[141] তাফসীরে ইবনে কাসির, তাফসীরে মাজহারী, ফতহুলবারী ১১ নং খন্ড ৩৬৪ নং পৃঃ মাজমাউল ফাতুয়া ৪ নং খন্ড ২৬৩-২৬৫ পৃঃ

[142] আল - ইশাআহ কিতাব ৫৫ নং হাদিস

[143] মুসলিম শরীফ হাদীস নং ২৯১১ মুসনাদে আহমাদ ১৬ নং খন্ড পৃঃ নং ১৫৬

সম্ভাবনা এটাও হতে পারে যে জাহজাহ খলিফার আরো চার ভাই তার পরবর্তীতে একের পর এক খেলাফতের দায়িত্ব পালন করতে পারেন। অত্র বর্ণনানুযায়ী হযরত ঈসা (আ.) এর পর ছয় জন খলিফার খেলাফতের পর দুনিয়াতে আবারো অরজগতার সৃষ্টি হবে। এর পর কিয়ামতের অন্যান্য আলামত গুলো একের পর এক প্রকাশ হতেই থাকবে। সর্বশেষ আলামত হবে সিরিয়া এবং ইয়ামান থেকে কোমল শীতল বাতাস প্রবাহিত হলে সমস্ত মুমিন ব্যক্তিবর্গ ইন্তেকাল করবেন।[145]

এর পর দুষ্ট প্রকৃতির মানুষদের উপরই কিয়ামত সংঘটিত হবে। এরপর চল্লিশ বছর পর্যন্ত একাধারে বৃষ্টি বর্ষণ হতে থাকবে। তার পরই পুনরুত্থান শুরু হবে। ইনশা আল্লাহু তা'আলা। প্রথম বার যখন ইস্রাফিল (আ.) সিঙ্গায় ফুক দিবেন তখন প্রলয় হয়ে যাবে সব ধ্বংস লীলায় পৌঁছে যাবে। যাকে বলে সা'আহ,আর তার চল্লিশ বছর পর ইস্রাফিল (আ.) আবারও শিঙ্গায় ফুক দিবেন,যাকে বলে কিয়ামত। আমরা বাংলাদেশী বাংলা ভাষায় উভয়টাকেই রূপক অর্থে বলি কিয়ামত। এটায় কোনই দোষ নেই।

কিয়ামতের আলামত ৩ প্রকার

১.ছোট আলামত ২. মাঝারী ৩. বড় আলামত এটা দুটি সময়ে ঘটবেঃ- **এক.** বর্তমানে অতি নিকটবর্তী, **দুই.** কিয়ামতের অতি নিকটবর্তী। অর্থাৎ ছোট আলামত ,মাঝারী ও বড় আলামত প্রত্যেকটি আবার দুই প্রকারঃ- **এক.**বর্তমানে অতি নিকটবর্তী , তথা হযরত ইমাম মাহদী (রা.) এবং দাজ্জালের আগমন। **দুই.**বড় কিয়ামতের অতি নিকটবর্তী,তথা ইয়ামেন ও সিরিয়া থেকে শীতল হাওয়া প্রবাহিত হওয়া ইত্যাদি।

বড় আলামত দশটি বর্ণনা করেছে হাদীস শরীফে। অতএব সর্বমোট আলামতে কিয়ামত ১৮প্রকার। কেননা সর্বপ্রথম আলামতে কিয়ামত তিন প্রকার,আর প্রত্যেকটি আবার তিন প্রকার,৩×৩=৯প্রকার

---

[144] বুখারী শরীফ হাদীস নং ৩৫১৭/৭১১৭ মুসলিম শরীফ হাদীস নং ২৯১০

[145] মুসলিম শরীফ হাদীস নং ২৯৪০

এই ৯প্রকার আলামত প্রত্যেকটি আবার দুই প্রকারঃ-৯×২=১৮

এই সর্বমোট ১৮প্রকার আলামত বা নিদর্শন,যার কোনটি হয়েগেছে, হচ্ছে,সামনে হবে, এগুলো কোনটি ছোট,কোনটি মাঝারী, আবার কোনটি বড় । এই ৯প্রকার প্রত্যেকটি আবার ২প্রকার , **এক.** আমাদের বর্তমানের নিকটবর্তী, **দুই.** বড় কিয়ামতের নিকটবর্তী,এই সর্বমোট ৯×২=১৮ প্রকার নিদর্শন,যার মধ্য হতে হাদীস শরীফে এসেছে সর্ব বৃহৎ নিদর্শন ১০টি যা পূর্বে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

বড় আলামত যা ঘটে গেছে সেটা যেমন, রাসুল (স.) এর জন্ম, মৃত্যু ও নবুওয়াত প্রাপ্ত হওয়া, এটা একটা বড় নিদর্শন। [146]

اشراط الساعة

আশরাতুস সা’আহ

সায়াঃ- শব্দের অর্থ প্রলয় বা কিয়ামত। আর আশরাত শব্দের অর্থ নিদর্শনসমূহ। অতএব আশরাতুস সায়াহ বলতে বলা হয় কেয়ামতের নিদর্শনসমূহ। আশরাত বহুবচন একবচন হয়

شرط

শরতুন অর্থ নিদর্শন, চিহ্ন,শর্ত তথা যে শর্ত বা নিদর্শন গুলো প্রকাশিত হলে কিয়ামত অত্যাসন্ন হওয়া প্রমাণ করে অর্থাৎ কিয়ামত সংগঠিত হওয়ার পূর্ব নিদর্শন গুলো বা পূর্বাভাস

বিঃ দ্রঃ রাসুল (স.)বলেন যে, পূর্ববর্তী যুগের তুলনায় পরবর্তী যুগ বেশি নিকৃষ্টতর। [147]

তবে কিয়ামতের পূর্বে যখন আল্লাহ তা’আলা ঈসা ইবনে মারিয়াম (আ.) কে দুনিয়াতে পুনরায় পাঠাবেন। এবং ইয়াজুজ মাজুজ ধ্বংস হয়ে যাবে, এর পরের কিছু সময় কাল আবারো স্বর্ণযুগের মতোই মানুষ শান্তিপূর্ণ অবস্থায় বসবাস করবে,ইনশা আল্লাহু তা’আলা।

রাসুল (স.)বলেন,একদিন ফিতনা ব্যাপক হারে দেখা দিবে,যে দিন দাঁড়ানো ব্যক্তির তুলনায় উপবিষ্ট ব্যক্তি উত্তম হবে। যখন কেউ যদি

---

[146] বুখারী শরীফ ৬৫০৪ পৃষ্ঠা ,মুসলিম শরীফ ২৯৫১ /২৪৫৪
সূরা আহজাব ৪০ নং আয়াত ,বোখারী শরীফ হাদীস নং ২/ ২৭৭ পৃঃ

[147] বুখারী শরীফ হাদীস নং ৬৫৮৮

কোন আশ্রয় স্থল কিংবা নিরাপদ জায়গা পায়, তাহলে সে যেন তথা আত্মরক্ষা করে।[148]

কিয়ামত কবে হবে

عن ابراهيم التيمي انه قال ان الله يريد ان يقيم الساعة اغضب ما يكون على خلقه

অর্থঃ- হযরত ইব্রাহিম তাইমি রহঃ বলেন যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা হলো যে তিনি কিয়ামত সংঘটিত করবেন যখন তিনি তার মাখলুকের উপর সর্বোচ্চ ক্রোধান্বিত হবেন। মুসনাদে ইমাম আহমদ অন্য এক বর্ণনায় আছে,হাসান (রহ.) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন তোমাদের রবের প্রচণ্ড ক্রোধের কারণেই কিয়ামত সংঘটিত হবে। যেমন ক্রোধান্বিত তিনি ইতিপূর্বে কখনো হননি। মুসনাদে ইমাম আহমদ

আরেক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন যখন আল্লাহ তা'আলা আমাকে নবুওয়াত দিলেন সে সময়ে আল্লাহ তা'আলা শিঙ্গার অধিকারী ফেরেশতার কাছেও শিঙ্গা সপর্দ করেন ফুৎকারের জন্য। বর্তমান ইসরাফিল (আ.) আল্লাহ তা'আলার আদেশের অপেক্ষা করছেন । মুসনাদে ইমাম আহমদ

عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ضعيت الا مانة فانتظر الساعة قال كيف اضاعتها يا رسول الله ؟ قال اذا اسند الامر الى غير اهله فانتظر الساعة

بخاری شریف-٦٤٩٦٥٩

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (স.)বলেছেন, যখন আমানত বিনষ্ট করা হবে তখন তোমরা কিয়ামতের অপেক্ষা করো। কেউ বলে উঠলো হে আল্লাহ তা'আলার রাসুল (স.)

[148] বুখারী শরীফ হাদীস নং ৬৬০১

আমানত কিভাবে উঠে যাবে? তিনি বললেন যখন অযোগ্যদের নেতৃত্ব দেওয়া হবে তখন তোমরা কিয়ামতের অপেক্ষা করো।[149]

ফিতনা আসার কারণ সমূহঃ-

১। অজ্ঞতাঃ-অর্থাৎ প্রকৃত দ্বীন সম্পর্কে না জানার কারণে মানুষ ফেতনায় পতিত হয়।

২। প্রবৃত্তির অনুসরণঃ- মন যা চায় তাই সে করতে থাকে, কাউকে মেনে চলেনা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তুমি কি দেখেছো তাকে যে তার খেয়াল খুশিকে নিজ মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে।[150]

৩। দিনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি ক(রা.)- দিনের ক্ষেত্রে সীমালংঘন করা ইসলাম মানুষকে ভারসাম্য মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে বলেছে দিনের বিষয়ে শিথীলতা করা এবং শক্ত মত পোষণ করা উভয়টিই দোষনীয় ও অজ্ঞতা।

ফিতনার কারণে উপকার অপকারঃ-

১। পরীক্ষাঃ-আল্লাহ তা'আলা ফেতনার মাধ্যমে বান্দাহর সততা, ঈমান ,ধৈর্য ও ইস্তেকামত যাচাই ও পরীক্ষা করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, মানুষ কি মনে করে যে আমরা ঈমান এনেছি এ কথা বললেই তাদের পরীক্ষা না করে ছেড়ে দেওয়া হবে? অথচ তাদের আগে যারা গত হয়েছে তাদেরকেও আমি পরীক্ষা করেছি। কেননা আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই জেনে নিবেন কারা সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছে এবং তিনি অবশ্যই জেনে নেবেন কারা মিথ্যাবাদী।[151]

যারাই ধৈর্য ধরবে তারাই উপকৃত হবে।

ফিতনা থেকে বাঁচতে করণীয়ঃ-

অসংখ্য কোরআনের আয়াত ও হাদীস শরীফ থেকে জানা যায়। শেষ জামানায় ভয়াবহ ফেতনা দেখা দেবে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ফেতনা

[149] বুখারী শরীফ হাদীস নং ৫৯,৬৪৯৬

[150] সূরা জাসিয়া ২৩

[151] সূরা আনকাবুত ২-৩ ।

বিপর্যয়ের আকারে দেখা দেবে। এই ফেতনা থেকে বেঁচে থাকার জন্য ইসলামে বিভিন্নভাবে সতর্ক করা হয়েছে। তাই ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য করণীয়ঃ-

১। কিতাব ও সুন্নাহ আঁকড়ে ধরা। [152]

২। আল্লাহ ওয়ালাদের সহচার্য গ্রহণ করা।[153]

৩। সত্য দলের সঙ্গে থাকা। যেকোনো বিষয়ে সত্য দলের সঙ্গেই থাকা দল থেকে বিচ্ছিন্ন না হওয়া। [154]

৪। তাকওয়া ইখতিয়ার ক(রা.)-আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করা। যেকোনো কাজে পূর্ণ তাকওয়ার উপর চলা এটি ফেতনা থেকে বাঁচার জন্য অন্যতম মাধ্যম। [155]

এবং ধৈর্য ধরে প্রয়োজনে ঘরের দরজা বন্ধ করে আল্লাহ তা'আলার জিকির,কোরআন তেলাওয়াত, ইবাদত,ও কুতুববিনী-দ্বীনি কিতাব অধ্যয়ন করা ও ঘরের তালিম চালু রাখা। তবে এই ফেতনা থেকে বেঁচে যাবে বলে আশা করা যায় ইনশা আল্লাহু তা'আলা। [156]

ফিতনার সময় গা-ঢাকা দিয়ে পলায়ন করে থাকাও সুন্নত

عن ابي ساعدني الخضري رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسك ان يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال مواقع القطر يفر بدينه من الفتن رواه البخاري

অর্থঃ- আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, অচিরেই মুসলমানের জন্য ছাগল ভেড়া হবে তার সম্পদের মধ্যে উত্তম সম্পদ, জানিয়ে সে পাহাড়ের চূড়ায় এবং বৃষ্টি বর্ষিত হওয়ার

---

[152] সুনানে আবি দাউদ হাদিস নং ৪৬০৭

[153] সুনানে ইবনে মাজাহ হাদিস নং ৪২

[154] তিরমিজি শরীফ হাদীস নং ২৮২৮,ইবনে মাজাহ হাদীস নং ৪২

[155] সূরা আনফাল আয়াত নং ২৯

[156] বুখারী শরীফ হাদীস নং ১৯

জায়গায় চলে যাবে। এবং তার দ্বীন নিয়ে বেঁচে থাকবে আর ফেতনা থেকে পালায়ন করবে। [157]

পূর্ব বর্ণিত ফেতনা থেকে বাঁচার সহজ উপায় যেটা রাসুল (স.) বলেছেন,রাসুল (স.) বলেন ফেতনার যুগে ১০ টি গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিই সর্ব উত্তম, যদি তা রাসূলুল্লাহ (স.) এর সুন্নত বা আদর্শ তথা কুরআন হাদীস বা কোরআন সুন্নাহ মোতাবেক আমল হয়। তাহলেই সকল প্রকার ফেতনা তথা দাজ্জালের ফেতনা থেকেও বাঁচা সহজ হবে বলে আশা করা যায় ইনশা আল্লাহু তা'আলা।

১) কমপক্ষে পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ সহ সকল সুন্নত সমূহ এবং ফজরের দুই রাকাত সুন্নত নামাজ রাসুল (স.)এর আদর্শে আদায় করা।[158]

২) প্রথম কাতারে নামাজ আদায় করার চেষ্টা কোশেষ করা। [159]

৩) নামাজে বিনয়ী হওয়া, অহংকার না করা, অহংকার থেকে মুক্ত থেকে এবাদত করা,নামাজ পড়া অর্থাৎ পার্শ্ববর্তী ব্যক্তির দাঁড়াতে সহজ করে দেওয়া, নিজের কাঁধ নরম রাখা নামাজরত অবস্থায়। [160]

৪) নামাজের শেষে তাজবীহে ফাতেমী পাঠ করা,সুবাহানাল্লাহ ৩৩ বার, আলহামদুলিল্লাহ ৩৩ বার,আল্লাহু আকবার ৩৪ বার। [161]

সম্ভব হলে তাসবীহের পূর্বে আয়াতুল কুরসি পাঠ করা।

৫) নিজে কুরআন শিক্ষা করা এবং অপরকে শিক্ষা দেওয়া, নিজে এলেম শিখা এবং অপরকে শিখাতে থাকা। [162]

৬) অসহায় লোকদের সাহায্য করা। [163]

---

[157] বুখারী শরীফ হাদিস নং১৯,৩৩০০,৩৬০০,৬৪৯৫,৭০৮৮ তিরমিজি শরীফ হাদিস নং ২১৭৭ মুসনাদে ইমাম আহমাদ হাদিস নং ১৫৯১৭,১৫৯১৮,১৫৯১৯, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা হাদিস নং৩৬১২৫,

[158] মুসলিম শরীফ হাদীস নং ৭২৫

[159] মুসলিম শরীফ হাদীস নং ৪৪০,আবু দাউদ শরীফ হাদীস নং ৬৬৪

[160] আবু দাউদ শরীফ হাদীস নং ৬৭২

[161] বুখারী শরীফ হাদীস নং ৮৪৩।

[162] বুখারী শরীফ হাদীস নং ৫০২৭

[163] বুখারী শরীফ হাদীস নং ১৪২৯

৭) মানুষকে খাদ্য খাওয়ানো ও সালাম দেওয়া। [164]
৮) সুন্দর চরিত্রবান হওয়া, লেনদেন সাফ রাখা,আচার-আচরণ ভালো করা, মুখে ভালো ভাষা বলা,অন্তরে ভালোবাসা রাখা, যাকে বলে আন্তরিকতা ঠিক রাখা আরাম ভোগে নিজের থেকে অপরকে প্রাধান্য দেওয়া, আপোষে জোরমিল মহাব্বতের সাথে চলা নিজের জন্য যা ভালোবাসি অপরের জন্য তাই ভালোবাসা। [165]
৯) বিরোধ মীমাংসার উদ্যোগ নেওয়া, ঘটনাচক্রে মনমালিন্যতা দেখা দিলে সাবধান! তিন দিনের বেশি যেন অন্তরে তার প্রতি রাগ না থাকে,এবং তার সাথে কথা বলা থেকে যেন দূরে না থাকে, ক্ষমা চাওয়ার আগে ক্ষমা করে দেওয়া,কমপক্ষে আগেই তাকে সালাম দেওয়া। [166]
১০) পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গদের সাথে উত্তম আচরণ করা, আত্মীয়তার বন্ধন ঠিক রাখা, পিতা-মাতা, আপন ভাই-বোনদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করা,ফুফু,বোন,এবং মেয়েদের সম্পত্তি বুঝিয়ে দেওয়া। [167]
কমপক্ষে এই দশ গুণে গুণান্বিত হবে যে, দাজ্জালের কঠিন ফেতনা-বিপদ ও পরীক্ষা থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে ঈমান হেফাজতের মাধ্যমে বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে সে।
এরই জন্য প্রয়োজন প্রত্যহ দাওয়াত, তালিম, মাশওয়ারাহ এবং ঘরের তালিম চালু রাখা, বাকি আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা।

ফিতনার বিষয়ে কিছু হাদীস

১. হযরত হুযাইফা (রা.) বলেন রাসূলুল্লাহ (স.) তার সময়কাল থেকে কেয়ামত অবধি যা ঘটবে আল্লাহ তা'আলা তাকে যা জানিয়েছেন তা সবই তিনি আমাদের মাঝে বর্ণনা করলেন। [168]

---

[164] বুখারী শরীফ হাদীস নং ২৮
[165] কোরআন মাজীদ এবং বোখারী শরীফ হাদীস নং ৩৫৫৯
[166] বুখারী শরীফ হাদীস নং ৬২৩৭
[167] তিরমীজি শরীফ হাদীস নং ৩৮৯৫
[168] বুখারী শরীফ হাদিস নং ৬৬০৪, মুসলিম শরীফ হাদীস নং ২৮৯১

২. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বলেন একদা রসূলুল্লাহ (স.) এক মসজিদে নফল নামাজ আদায় সমাপ্তির পর আল্লাহ তা’আলার নিকট তিনটি দোয়া করেছিলেন, তার দুটি আল্লাহ তায়ালা কবুল করেছেন, তৃতীয় নম্বর দোয়া আল্লাহতালা কবুল করেন নাই।

দোয়া তিনটি এই

১. অমুসলিম জাতিকে যেন সম্পূর্ণ মুসলমানের উপর চাপিয়ে না দেন। তথা মুসলমানের শত্রুতা যেন সম্পূর্ণরূপে মুসলমানকে নিশ্চিহ্ন করতে না পারে।
২. দুর্ভিক্ষ এবং প্লাবনের মাধ্যমে সম্পূর্ণ মুসলমানদেরকে ধ্বংস করে না দেন। এই দুটি দোয়া আল্লাহ তায়ালা কবুল করে নিয়েছেন। ৩ নং দোয়া ছিল মুসলমান যেন তাদের নিজেদের মাঝে সংঘাতে না জড়ায়। কিন্তু দোয়াটি কবুল করা হয়নি
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বলেন,তাই মুসলমানদের নিজেদের মাঝে মারামারি ও সংঘাত কেয়ামত পর্যন্ত থেকেই যাবে। [169]
বরং মুসনাদে আহমাদে এ কথাটিও আছে রাসূলুল্লাহ((স:)) বলেন হে আল্লাহ তা’আলা আপনি যখন তৃতীয় নম্বরটি কবুল করলেন না তাহলে আমার উম্মতের মধ্যে এমন জ্বর কিংবা মহামারী দেবেন যাতে তারা ধৈর্য ধারণ করলে আখেরাতে এর বিনিময়ে তাদের গুনাহ ও ভুল ত্রুটি ক্ষমা করা হয়, এবং শহীদের মর্তবা পায়,আল্লাহ-তা’আলা এই দোয়াটি কবুল করেছেন।[170]
অতএব যে কোন মুসিবতে ধৈর্য ধারণ করা একান্ত জরুরি। কেননা এসবই আল্লাহ তা’আলার পক্ষ হতে আমাদের জন্য এক বড় নিয়ামত।[171]
وما علينا الا البلاغ وما توفيقي الا بالله وعليه توكلت واليه انيب
৩. হযরত হুযাইফা (রা.)বলেন,নিশ্চয়ই ফিতনা তার দিকেই ছুটে যাবে, যে তার প্রতি আগ্রহ দেখাবে। [172]

---

[169] মুসনাদে ইমাম আহমাদ হাদিস নং ২৩৭৪৯/২১০৫৩/১৭৭৫৩,১৭৭৫৫ হাদিস টি সহিহ। অনুরূপভাবে সহিহ মুসলিম শরীফে আছে হাদিস নং ২৮৯০ সুনানে নাসাঈ হাদিস নং ১৬৩৮
[170] মুসনাদে ইমাম আহমদ হাদীস নং ১৭৭৫৩, হাদীসটি সহি-সনদে বর্ণিত হয়েছে।
[171] বুখারী শরীফ হাদিস নং ৩১৬৩

ফিতনার সময় সংবাদ জিজ্ঞেস করলে করতে পারো তবে কাউকে না বলো। হযরত ইব্রাহীম নখয়ী (রঃ) জিজ্ঞাসা করতেন কিন্তু কাউকে বলতেন না।[173] এই হাদীস পড়লে পূর্বের লিখিত আলামতে কেয়ামত ও কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার ঘটনাবলী এবং ফেতনার সময় করণীয় কী হবে সবই বিস্তারিত জানতে পাবেন বলে আশা রাখছি ইনশা আল্লাহু তা'আলা। وماتوفيقي الا بالله وعليه توكلت واليه انيب

ফিতনার উদয় স্থল

هل ابن عمر رضي الله عنه قال استند النبى صلى الله عليه وسلم الى حجرة عائشة فقال ان الفتنة ها هنا ان الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان

অর্থঃ- হযরত ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর কক্ষের দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে বললেন নিশ্চয়ই ফেৎনা এই দিক থেকে বের হবে, ফেতনা এই দিক থেকে বের হবে যেদিক থেকে শয়তানের শিং উদিত হয়।[174]

عن ابن عمر رضي الله عنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم بارك لنا فى شامنا اللهم بارك لنا في يمننا قالوا وفي نجدنا ؟ قال اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يميننا قالوا يا رسول الله وفي نجدنا فاظنه قال في الثالثة هناك الزلازل والفتن و بها يطلع قرن الشيطان

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (স.) এক আলোচনায় বললেন হে আল্লাহ তা'আলা আপনি আমাদের শামের ভূমিতে বরকত দান করেন। হে আল্লাহ তায়ালা আপনি আমাদের ইয়ামেনের ভূমিতে বরকত দান করেন। সাহাবায়ে কেরাম

[172] মুসলিম শরীফ হাদিস নং ২৬৮৬

[173] মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা হাদিস নং ৩৭৪৩২,মুসলিম শরীফ হাদিস নং ২৮৯৭

[174] বুখারী শরীফ হাদিস নং ৩১০৪,৩২৭৯,৩৫১১,৫২৯৬,৭০৯২,৭০৯৩
মুসলিম শরীফ হাদিস নং ২৯০৫

(রা.) গণ বললেন ইয়া রাসূলাল্লাহ (স:) আর আমাদের নাজদের জন্য দোয়া করেন? রাসূলুল্লাহ (স:) আবারো বললেন হে আল্লাহ তা'আলা আপনি আমাদের শামের ভূমিতে বরকত দান করুন হে আল্লাহ তা'আলা আপনি আমাদের ইয়ামেনের ভূমিতে বরকত দান করুন। সাহাবায়ে কেরামগণ (রা.) আবারো বললেন ইয়া রাসুলুল্লাহ (স.) আমাদের নজদের জন্য দোয়া করুন? রাসুল (স:) বললেন ঐ দিক থেকেই ভূমিকম্প ও ফিতনার আবির্ভাব ঘটবে, আর ঐ দিক থেকেই শয়তানের শিং উদয় হয়ে থাকে।[175]
তো হাদীসের আলোকে বোঝা যায় এযাবত যতো ফিতনা প্রকাশ পেয়েছে তা সবই নজদ থেকে এটাই তার বাস্তবতা। এবং কিয়ামতের পূর্বে ও বহু ফেতনা নজদ এলাকা থেকেই শুরু হবে,বাকি আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা।

সংক্ষিপ্ত নসিহত

আমার শায়েখ হাতিয়ার হযরত রহঃ বলতেন

দাজ্জালের ফেতনা থেকে বাঁচার উপায় প্রত্যহ কমপক্ষে দশটি আমল।
১) দাওয়াত। ২) তালিম। ৩) মাশোওয়ারাহ করে চলা। ৪) কুতুববিনী বা কিতাব অধ্যয়ন করা। ৫) প্রত্যহ কুরআন তেলাওয়াত করা। ৬) তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করা। ৭) সর্বদায় আল্লাহ তা'আলার জিকির মুখেও অন্তরে রাখা। ৮) পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামাতের সাথে তাকবীরে উলা সহকারে আদায় করা ও মেসওয়াক করা। ৯) সব ধরণের গুনাহ ছেড়ে দেওয়া-পিতা-মাতা, গুরুজন, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, পরিবার-পরিজনের সাথে সদ্ব্যবহার করা। ১০) সুন্নাত মোতাবেক জীবন গড়া।
কমপক্ষে এই দশটি আমল ধরে রাখতে পারলে আল্লাহ তা'আলা নিজ জিম্মাদারীতে তাকে সকল প্রকার ফেতনা থেকে রক্ষা পাওয়ার তৌফিক ও সুযোগ করে দিবেন, এমনকি দাজ্জালী ফেতনা থেকেও আল্লাহ তা'আলাই হেফাজত করবেন ইনশা আল্লাহু তা'আলা।
বিভিন্ন হাদীসের মাফহুম

[175] বুখারী শরীফ হাদীস নং ১০৩৭,৭০৯৪

তৃতীয় অধ্যায়
মানব জীবনের মূল লক্ষ্য বস্তু ও উদ্দেশ্য

بسم الله الرحمن الرحيم

حامدا و مصليا و مسلما اما بعد

রাজনীতি ও দ্বীনদারী উভয়টার মধ্যে দ্বীনদারী মানব জীবনের মুল লক্ষ্য। তবে এর অর্থ আদৌ একথা নয় যে রাজনীতি কোন অবস্থাতেই কাম্য নয়। কেননা কুরআন মাজীদে ঈমান এবং আমলে সালেহার বিনিময়ে ক্ষমতা শক্তি ও হুকুমতের ওয়াদা করা হয়েছে তবে সেটা ঈমান ও নেক আমলের বৈশিষ্ট্য বা ফল বলা যেতে পারে কিন্তু মানব জীবনের মুল লক্ষ্য বস্তু নয় বরং মানব জীবনের মুল লক্ষ্য বস্তু দ্বীনদারীত্ব নিজে দ্বীনদার ও মানুষ হওয়া পরিবার পরিজন দ্বীনদার ও মানুষ হওয়া সমাজ এলাকা বাসি ও দেশ বাসি দ্বীনদার ও মানুষ হওয়া আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি হাসিল করা তায়াল্লুক মায়াল্লা কায়েম করা, আত্মশুদ্ধি লাভ করা দ্বীনদারীত্ব অর্জন করা সফল কাম হয়ে নাজাত পেয়ে জান্নাতে যাওয়া। এটাই হলো মূল লক্ষ্য বস্তু ও উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন করা রাজনীতির সাথে ইসলামের কোনোই সম্পর্ক নেই একথাও সহীহ নয় যা সেকুলারিজমের দর্শন। আবার একথাও ঠিক নয় যে, মানব জীবনের মুল লক্ষ্য বস্তু হলো রাজনীতি ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা একথা আদৌ ঠিক নয়।

মূলত :- দ্বীন ও ইসলামের আসল লক্ষ্য বস্তু হলো আল্লাহ তাআ'লার সাথে বান্দাহর সম্পর্ক কায়েম করা সর্ব প্রকার ভুল ছেড়ে দিয়ে ঈমান-এক্বীন,ইলেম,আমল,আদব-আখলাক,তাকওয়া, তাওয়াক্কুল,সবর, ইস্তেগনা-ইস্তেকামত,ইখলাস,ও সুন্নত মুতাবিক ইবাদত ও অন্যান্য আমলের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সাথে বান্দাহর সম্পর্ক কায়েম করা। আর রাজনীতি ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা এ লক্ষ্য হাসিলের একটি মাধ্যম ও উপায় হতে পারে মাত্র। যদি তা কুরআন-সুন্নাহ মুতাবিক পরিচালিত হয়। কিন্তু রাজনীতি ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা লক্ষ্য বস্তু নয় এবং ইকামতে দ্বীন,তথা দ্বীন প্রতিষ্ঠা করাও রাজনীতি ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকরার উপর নির্ভরশীল নয়। বরং মানব জীবনের লক্ষ্য অর্জনের অনেকগুলো

মাধ্যমের মধ্য হতে রাজনীতিও একটি মাধ্যম মাত্র তাই যে রাজনীতি ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা মানবজীবনের লক্ষ্য অর্জনের পথে সহযোগী - হয় তা নিশ্চয় প্রশংসা পাবার যোগ্য পক্ষান্তরে যে রাজনীতি ও কর্ম এবং রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা মানব জীবনের এলক্ষ্য হাসিলের পথে সহযোগিতার বদলে দ্বীনি - মূল লক্ষ্য বিষয় গুলোকে ভেঙ্গে চুরে, ক্ষত-বিক্ষত করে দেয় সে রাজনীতি নিশ্চই ইসলামী রাজনীতি নয়। ইসলামী নামে নামকরন করলেও তা ইসলামী হবে না আদৌ কখনও। আজকাল তো আর এক অদ্ভুত সমস্যা দাঁড়িয়েছে,যে দিকেই অধিকাংশের রায় পাওয়া যাবে ওটাই সত্য বলে বিবেচিত হবে

"উপস্থিতি। এটা এক নির্দিষ্ট সীমায় ঠিক ছিলো তবে এটাও জানা দরকার যে, এই রায় দ্বারা কাদের রায় কে বুঝানো হয়েছে? এখানে কি নির্বোধ, বোকা, জনগোষ্ঠিকেও বুঝানো হয়েছে? যদি তাদের রায়ের কথায় ধর্তব্য হতো তাহলে আল্লাহ তায়ালা কেন বললেন

وإن تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله۔176

হে রসুল! আপনি যদি অধিকাংশের মত কে অনুসরণ করেন তাহলে তো তারা আপনাকে আল্লাহ তা'আলার রাস্তা থেকে দূরে সরিয়ে দিবে। 177

ব্যাখ্যা:- অধিকাংশের কথায় যদি সঠিক পথ হয় তাহলে রাসুল (স.) কেন তাওহীদের পয়গাম ও দাওয়াত ছেড়ে তাদের সাথে প্রতিমা পূজায় শরীক হননি? কেননা, সম্প্রদায় ছিল মুর্খ এবং মূর্খদের রায় ও তো মূর্খতা প্রসূতই হবে। সোজা কথা জনগনের অধিকাংশের মত কখনো সত্যের মানদন্ড হতেই পারেনা। কেননা, জনগনের অধিকাংশ মুর্খ কিংবা অশিক্ষিত। মাওলানা হুসাইন ইলাহা-বাদী স্যার সৈয়দ আহমদ খানকে বলেছিলেন আপনারা যে অধিকাংশের রায়ের প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত নেন এর অর্থ হলো আপনারা আহমকের রায় মতো সিদ্ধান্ত করেন, কেননা প্রকৃতিগত বিধান শর্ত যে,পৃথিবীর মধ্যে বুদ্ধিমানের তুলনায় বেওকুফ আহমকের সংখ্যা বেশি আর এই বিধান

176 الانعام آيت ـ١١٦ ص ـ ١٤٣

177 সুরা আল আনআম আয়াত নং ১১৬

মতে অধিকাংশের মতের আলোচনাতে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে ওটা হবে বেওকুফ প্রসুত সিদ্ধান্ত

٦٢٦تقلیل الاختلاط مع الانام و تعارف حکیم الامۃ رح ص۔

জিম্মাদারী আদায় করা

জিম্মাদারী আদায় করা একটি দায়িত্ব অধিকার নয়। জিম্মাদারী এটা ভোগ-বিলাস অর্জনের মাধ্যম নয়! এটি একটি আমানত বা দায়িত্ব শাসনভার অর্থ দুনিয়া ও আখেরাতের একটি বিরাট বোঝা নিজের কাঁধে বহন করা সুতরাং এটা নিজে চেষ্টা করে অর্জন করার বিষয় নয়। বরং যথা সম্ভব এথেকে দূরে থাকায় শ্রেয় যে ব্যক্তি শাসন ক্ষমতা প্রার্থনা করে ইসলাম তাকে শাসন পরিচালনার অযোগ্য ঘোষণা করেছে তাই ইসলামী রাজনীতির নামে প্রার্থী হওয়া এর কোন সুযোগ ও স্থান ইসলামে নেই।

জিম্বাদারের কর্তব্যঃ-

যে কোন ব্যাক্তিকে এ দায়িত্ব দেয়া হলে সে এই দৃষ্টি ভঙ্গীতেই এ দায়িত্ব আদায় করবে যে, প্রকৃতপক্ষে হুকুমত আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নয়!যে সর্বাবস্থায় তাকে আকড়ে ধরে থাকতে হবে বরং মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য মনে রাখতে হবে আল্লাহ তা’আলার রেজামন্দি ও সন্তুষ্টি অর্জন করা। আর লক্ষ্য বস্তু হলো আল্লাহ তা’আলার সাথে বান্দাহর সম্পর্ক কায়েম করা। কাজেই যখনই আল্লাহ- তা’আলার সন্তুষ্টি অর্জন এবং হুকুমতের মধ্যে টক্কর বাঁধবে তখনই সাথে সাথে হক্কানী উলামা বিচক্ষণ, মঙ্গলকামী দ্বীনদার কল্যানকামী উলামাদের সাথে পরামর্শ করে একটি সিদ্ধান্তে উপনিত হবে। হক্কানী আলেমদের থেকে ফতোয়া জেনে নির্দেশ জারী করবে। উলামাদের মধ্যে একটি শুরা থাকবে সেই শুরার পরামর্শ ক্রমেই সংসদ ও রাজত্ব চলবে। রাসুল (স.) বলেন,যে ব্যক্তি নেতৃত্ব চায় না তাকেই আল্লাহ তা'আলা সাহায্য করেন। [178]

[178] বুখারী শরীফ হাদীস নং ৬৮৬৩

রাসুল (স.)বলেন, যে ব্যক্তি নেতৃত্ব চায় তা তার উপরেই ন্যাস্ত করা হয়। [179]

রাসুল (স.) বলেন, জনগনের নেতৃত্ব লাভের পর তাদের কল্যান কামনা না করলে বেহেশতের ঘ্রাণও পাবে না। আল্লাহ তা’আলা তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন।[180]

রাসুল (স.)বলেন, যে কঠোর ব্যবহার করবে আল্লাহ তা’আলা ও তার প্রতি কঠোর ব্যবহার করবেন, দুনিয়া ও আখেরাতে। [181]

রাসুল (স.) বলেন, মানুষ বিচারক হওয়ার যোগ্য হয় যখন কেউ প্রবৃত্তির অনুসরণ না করে, তথা মন যা চায় তাই করে না, বরং পরামর্শ করে কাজে নামে। এবং মাখলুককে ভয় করেনা,একমাত্র আল্লাহ তা’আলাকেই ভয় করে। আয়াত বিক্রি করে না, সেই একমাত্র বিচারক এবং মুফতি হতে পারে। [182]

রাসুল (স.) বলেন, সরকারি কর্মরত ব্যক্তি কর্মরত অবস্থায় হাদিয়া গ্রহণ করাও হারাম। [183]

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, সামনে প্রশংসা করা এবং তার নিকট থেকে বেরিয়ে এলে বিপরীত কিছু বলা, মুনাফিকি করা। বুখারী শরীফ হাদীস নং ৬৬৮৯

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) এর খেলাফত রাসুল (স.) নিজেই নির্দিষ্ট করে ফয়সালা দিয়ে গেছেন। [184]

প্রশ্ন ও উত্তর.২

প্রশ্নঃ -ইকামতে দ্বীন তথা দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাজনৈতিক তৎপরতার গুরুত্ব ও সীমারেখা একটি প্রকৃত ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা এবং

[179] বুখারী শরীফ হাদীস নং ৬৬৬২/৬৮৬৪, মুসলিম শরীফ হাদীস নং ১৮২৫

[180] বুখারী শরীফ হাদীস নং ৬৬৬৫/৬৬৬৬/৬৮৬৬

[181] বুখারী শরীফ হাদীস নং ৬৬৬৭/৬৮৬৯

[182] বুখারী শরীফ হাদিস নং ৩০২০ /বাব নং ১৬, কিতাবুল আহকাম।

[183] বুখারী শরীফ হাদীস নং ৬৬৮৬/৬৯০৯,

[184] বুখারী শরীফ হাদীস নং ৬৭২৪

অনইসলামিক শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা যদি মুসলমানের কর্তব্য হয় তাহলে তার রুপ ও সীমারেখা কি হতে পারে?

উত্তরঃ-বিশ্ব জগতের প্রতিপালকের হুকুমের বিরুদ্ধাচরণকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা সমগ্র মুসলমানের উপরই ফরজ চাই সে নামে মাত্র ইসলামী সরকার হোক না কেন। ইসলাম প্রতীকী বিষয়গুলো সংরক্ষণের জন্যও কাফিরদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা ফরজ অবস্থার প্রেক্ষিতে এটা কখনো ফরজে আইন হবে আবার কখনোবা ফরজে কেফায়া তবে শর্ত সাপেক্ষে।

(১) শর্ত :- একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্যই সমস্ত কাজ করবে বন্ধুত্বে কি. শত্রুতায় কোন ক্ষেত্রেই প্রবৃত্তির ছোয়া যেন না লাগে হৃদয়ে

(২) পত্রিকায় ছাপানোর চিন্তা অন্তর থেকে হটাতে হবে।

(৩) চাঁদা আদায়ে বৈধ অবৈধ হালাল হারাম লক্ষ্য রাখতে হবে। সর্ব কাজে মাসআলা ও ফতোয়া এবং তাকওয়া ও ইখলাছ লক্ষ্য রাখতে হবে।

(৪) ইসলামের আনুগত্যের কোন প্রকার ক্ষতির সম্ভাবনা থাকতে পারবে না। কেননা রাজনীতি ও আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্যেই তো দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা ইসলামের আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহ-তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন করা। রসুল (সা.) এবং সাহাবায়ে কেরাম বহু কৌশল এ জন্যই বর্জন করেছিলেন যে ওটা শরীয়ত বিরোধী যেমন বদর যুদ্ধে ওয়াদা পালন করতে যেয়ে দুই সাহাবী যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করা। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এর সাথে রোমানদের যুদ্ধ বন্ধের চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে - সাথে হযরত মুআবিয়া (রা.) তাদেরকে খবর না দিয়েই যুদ্ধ শুরু করেন এতে বিজয়ী বেশে অগ্রগামী হতে লাগলেন ঠিক সেই সময় আমর ইবনে আবাসাহ (রা.) পিছন থেকে ঘোড়া হাঁকিয়ে যেয়ে হযরত মুআবিয়া (রা.) এর পথ আগলে দাঁড়িযে বললেন এ আক্রমন অবৈধ এবং অঙ্গীকার ভঙ্গের শামিল এ শুনেই হযরত মুআবিয়া (রা.) ব্যাখ্যা না খুজে সসৈন্যে প্রত্যাবর্তন করেন এটায় ছিলো ছাহাবাদের মান্য করার যোগ্যতা। সুতরাং

(৫) ইসলামী রাজনীতি ও আন্দোলনের ক্ষেত্রে সকল কৌশল- পন্থা শরীয়তের দৃষ্টিতে পূর্ণ বৈধ হতে হবে।

(৬) বয়কট-হরতালে অংশগ্রহণ করতে অন্যের স্বাধীনতা ও স্বার্থ হরন না হয় তা দেখতে হবে। হরতালের প্রচলিত পদ্ধতি ছাড়তে হবে কেননা এ পদ্ধতি শরীয়ত সম্মত নয়।[185]

অনশন ধর্মঘট:- বলা বাহুল্য অনশন ধর্মঘট করে মারা গেলে সে আত্মহত্যা করল ولاتقتلواانفسكم,

তোমরা আত্মহত্যা করো না।[186]

প্রচারের মাধ্যমঃ- এখনতো হয়েছে মিথ্যা এত প্রবল ভাবে চালাও, যেন পৃথিবী ওটাকেই সত্য মনে করে। এটা সম্পূর্ণই অবৈধ মিথ্যারোপ হারাম। বিরোধী-দলিয় নেতা-কর্মীদের অযথা গীবত করা, অন্যায়ভাবে গাল মন্দ করা, মিথ্যা অপবাদ দেওয়া, তলিয়ে দেখা ছাড়ায় বদনামি ছড়িয়ে দেওয়া, আর মুখস্থ ওসব বিশ্বাস করা এসবই জ্ঞাতে হোক আর অজ্ঞাতে হোক সবই হারাম অবৈধ। এরই কারণে বিরোধ, দলাদলি, অনৈক্য, ফিৎনা-ফাসাদ, নিয়মিত বাড়ছে।

ইসলামে বয়কট ও হরতালের বিধান

সরকার থেকে দাবি আদায়ের লক্ষ্যে বর্তমানে যে হরতাল, বয়কট কিংবা ননকো অপারেশান এর আশ্রয় নেয়া হচ্ছে এটা শরীয়তের দৃষ্টিতে জিহাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। এতে রাস্তায় ব্যরিগেড সৃষ্টি করে মানুষের চলাচল ব্যহত করা হয়। কেননা, এতে কোন নিষ্পাপকে প্রাণ দিতে হয়। অসংখ্য রিক্ত হস্ত গরীব দুঃখীকে অনাহারে থাকতে হয় কমপক্ষে মানুষ জান-মালের ভয়ে শংকিত থাকতে হয় এসব অসুবিধা না হলে প্রকৃতপক্ষে প্রতিবাদ বৈধ মাত্র।

জেনে রাখোঃ- হাজ্জাজ যদিও জালিম ফাসিক কিন্তু তার সাথে আল্লাহ-তা'আলার কোনই শত্রুতা নেই আল্লাহ তায়ালা যেভাবে হাজ্জাজ থেকে অন্যান্য মাজলুমের প্রতিশোধ নেবেন। তদ্রূপ যদি কেউ হাজ্জাজের প্রতি জুলুম করে তারও প্রতিশোধ নিবেন বা আদায় করে দিবেন

---

[185] امداد الفتاوى ج ـ٢ ص ـ ٢٠١

[186] النساء ١ ٣٩٧ ص ٨٨

আল্লাহ তায়ালা। মুসলমান শাসক দেরকে প্রকাশ্যে হেয় প্রতিপন্ন করা ক্ষতিকর

(১)এতে ফিৎনা ফাসাদ বৃদ্ধি পায় কেননা রসুল সঃ বলেছেন যে ব্যক্তি কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে উপদেশ দিতে চায় তাহলে সে যেন প্রকাশ্যে নসীহত না করে। বরং তার হাত ধরে নির্যণে নিয়ে যাবে। এখন যদি সে তার উপদেশ মেনে নেয় তো ভালো অন্যথায় সে তার দায়িত্ব আদায় করে দিল। [187]

হাদিছের বর্ণনাকারীগণ সকলেই ছেকা এবং নির্ভর যোগ্য।

(২) রাসুল (স.) বলেন তোমরা বাদশাহদেরকে মন্দ বলো না, কেননা' তাদের অন্তর তো আমার কব্জায় তোমরা আমাকে মেনে চলো আমি তোমাদের প্রতি তাদের - দিলগুলো নরম করে দেব। [188]

(৩) হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রা.) বলেন রসুল (সঃ) বলেছেন নিজেদের হৃদয়গুলো বাদশাহের গাল-মন্দ জপনে মাশগুল রেখো না বরং তাদের জন্যে দোয়া করে আল্লাহ তা’আলার সান্নিধ্য লাভ করো। আল্লাহ তাআ'লা তাদের হৃদয় গুলো তোমাদের প্রতি আকৃষ্ট করে দেবেন। [189]

(৪)আল্লাহ-তায়ালা ইরশাদ করেছেন আমি আল্লাহ তায়ালা আমি ছাড়া কোন মাবুদ নাই আমি সকল রাজ্যের বাদশার,সকল বাদশাহর অধিপতি। বাদশাহ- দের হৃদয় কুঞ্জ আমারই করতলে, বান্দাহ যখন আমাকে মেনে চলবে আমি তখন তাদের শাসকদের হৃদরগুলো রহমত ও নম্রতার সাথে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করে দেব। আর বান্দাহরা যখন আমার অবাধ্য হবে নাফরমানী করবে তখন বাদশাহদের অন্তরগুলো অসন্তষ্টি,অশান্তি মুলক তৈরি করে বান্দাহদের প্রতি ফিরিয়েদেব। তখন শাসকরা তাদেরকে কঠোরতম শাস্তি দেবে। তোমরা শাসকদের কে বদদোয়া দিওনা। বরং নিজেদেরকে যিকির,ভালো দোয়া ও

[187] ٢٢٧ مجمع الزوائد ص

[188] ইসলাহুল মুমিনিন ৫২২ পৃঃ

[189] কানজুল উম্মাল পৃঃ২ খন্ড৬ হাদীস নং৯

কান্নাকাটিতে মজিয়ে রেখো আমিই তোমাদের কে প্রশাসকদের ব্যাপারে সাহায্য করবো ।[190]

(৫)আবু উমামা (রা.) বলেন রসুল (স.)বলেছেন আয়েম্মা তথা শাসক গণকে গালমন্দ বলোনা গালমন্দ দিওনা, বরং তাদের জন্য ভালো দোয়া করো। কারণ তাদের মঙ্গলেই তোমাদের মঙ্গল নিহিত।[191]

ইসলাম বিরোধী আইন ও পদক্ষেপের বিরুদ্ধে করণীয়

হযরত মুয়াজ(রা.) বলেন রসুল (সঃ) বলেছেন ভালো করে শুনে রাখ। ইসলামের চাক্কা চলছে, একদিন কুরআন ও প্রশাসন দুটো কিন্তু আলাদা হয়ে যাবে তখন তোমরা কুরআনের সঙ্গ ছাড়বে না।

মনে রেখো : এমন কিছু শাসক আসবে যারা নিজেদের জন্য যে ফয়সালা করবে, তা তোমাদের জন্য করবে না, তোমরা যদি তার বিরোধিতা করো তাহলে তারা তোমাদের হত্যা করে ফেলবে। আর যদি অনুসরণ করো তাহলে তারা তোমাদের পথ-ভ্রষ্ট করে ছাড়বে। সাহাবাগণ আরজ করলেন ইয়া রাসুলুল্লাহ তখন কী করবো! রাসুলুল্লাহ (স.) বললেন হযরত ঈসা (আ.) এর সঙ্গীগণ যা করেছিলেন। তোমরাও তাই করবে, তাদেরকে করাত দিয়ে চিরে চামড়া খোলা হয়েছে, শুলিতে চড়ানো হয়েছে। আল্লাহ তা’আলার আনুগত্যের পথে তারা মৃত্যু বরণ করেছে কেননা, আল্লাহ-তায়ালার অবাধ্যতায় চালিত জীবনের চাইতে মৃত্যুই শ্রেয়।

তথাপিও তারা মুখ খুলেনি,তোমরাও তখন তাই করবে। প্রয়োজনে গুহায় আশ্রয় নেবে,যেমন তারা নিয়েছিলো। [192]

সরকারের পক্ষ থেকে সরাসরি কুরআন বিরোধী কোন বিধান জারী করা হলে, তখন, প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য হলো যে, সরকারের সংবিধানের পরিবর্তে আল্লাহ- তা’আলার নির্দেশ অকাট্য কুরআন সুন্নাহ নির্দেশিত আইন মেনে চলবে একবার ভেবে দেখুন যদি মুসলমান

[190] - ج٤٩ مجمع الزوائد ص٥ .

[191] সিরাজে মুনীর ৪১১ পৃঃ ৪৯৯খন্ড

[192] ٢٣٨مجمع الزوائد ص

সমাজ ধর্মীয় অনুভুতির তাকিদে এই সিদ্ধান্ত নেয় যে তারা ব্যাংকের সুদী খাতে টাকা জমা রাখবেনা। চাকুরী জীবিগণ যদি এ সংকল্প করেন যে তারা সুদী প্রতিষ্ঠানে চাকরী করবেনা, ব্যবসায়ীগণ যদি এই সিদ্ধান্ত নেয় যে তারা কোন সুদী প্রতিষ্ঠান থেকে সুদের শর্তে ঋণ গ্রহণ করবেন না, বলুন তো তাহলে কি এই সুদী কাজ কারবার একদিনের তরে টিকে থাকতে পারে কি? উত্তরে বলবেন না। যদি মুসলমানের জজ বিচারক এ সিদ্ধান্ত নিতেন যে তিনি কুরআন সুন্নাহর বিপরিত কোন বিচার করবেননা এতে চাকরী ছাড়তে হলেও ছাড়বেন উকীলগণ যদি এসিদ্ধান্ত নেন যে তারা ইসলাম পরিপন্থী কোনো মুকাদ্দামায় অংশ গ্রহণ করবেন না যদিও একারণে তাদের কে অনেক আর্থিক মুনাফা থেকে বঞ্চিত ও হতে হয়। তাহলে কি ইসলাম বিরোধী সংবিধান মুসলমানদের মাথায় চাপিয়ে দিতে পারে কেউ? বলবেন না। যদি সরকারি মুসলমান কর্মকর্তাগণ অঙ্গিকারবদ্ধ হন যে তারা সরকারের পক্ষ থেকে যে কোন ইসলাম বিরোধী কর্ম সূচী বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ করবেন না যদি বাধ্য করা হয় তাহলে চাকরী ছেড়ে দেবেন। বলুন তো তাহলে কি ইসলাম পরিপন্থি কার্যকলাপ বাকি থাকাতে পারে? উত্তরে বলবেন না।

আসুন এগিয়ে আসুন প্রচলিত পদ্ধতি ছেড়ে দিয়ে পুর্ব প্রস্তাবিত পদ্ধতি বাস্তবায়িত করতে সর্ব প্রথম নিজের মধ্যেই আল্লাহভীতি পরকাল-ভাবনা বিচারদিনের অনুভুতি তৈরি করি এবং ইত্তেবায়ে শরিয়ত ও ইত্তেবায়ে সুন্নাতের মধ্যেই রয়েছে শান্তি, সফলতা,ও কামিয়াবীর সকল পথ একথার উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে,নিজেই সর্ব প্রথম ব্যক্তি জীবনে ও পারিবারিক জীবনে ইসলাম বাস্তবায়িত করার জন্য প্রস্তুতি নিই এবং চেষ্টা কোশেষ করতে থাকি। তাহলেই একদিন সামাজিক জীবনে ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলাম জারী করা সম্ভব হবে বলে আশা রাখি ইনশা আল্লাহু তা'আলা। পক্ষান্তরে বর্তমানের প্রচলিত প্রতিবাদ পদ্ধতি ও নীতিমালা সর্ব সাধারণ মানুষের কাছে এজন্য সহজ মনে হয় কেননা, এতে নিজ জীবনে ইসলাম বাস্তবায়ন করার কোনই শর্ত নেই,যে ব্যক্তি জীবনে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা থেকেও বঞ্চিত সেও ইসলাম প্রতিষ্ঠার পতাকা উঁচু করে রাস্তায় রাস্তায় শ্লোগান দিতে পারে। এই পদ্ধতিতে ইসলামী আবেগ প্রকাশের জন্য এক দিন হরতালে অংশ

নেওয়ায় যথেষ্ট মনে করছে অথচ সে সর্বদায় ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে ইসলাম বিরোধী কর্যক্রমে লিপ্ত রয়েছে। তার জীবনে ইসলামী আদর্শের মৌলিক শর্তই গোল্লায় যাচ্ছে আর সে ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করে চলছে। এ সংগ্রাম, হরতাল, মিটিং, মিছিল, নিতান্তই প্রাণহীন, এলোপাতাড়ী, উন্মাদনা, বিশৃংখলা আর গোল-যোগ ও গোলমাল সৃষ্টি করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

সকল সরকারের সাথে আচরণ

ইসলাম আমাকে যে কোন সরকারের সাথে কী আচরণ করতে বলেছেন তা আমাকে জানতে হবে ইসলামী সংবিধানের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সর্বাবস্থায় শরীয়ত অনুসরণ করে চলা যদি শাসক শরীয়ত বিরোধী কার্জকলাপের নির্দেশ দেন তখন তাঁর আনুগত্য আবশ্যক নয়।[193]

কেননা , রসুল (সঃ) বলেছেন لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق

অর্থঃ আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য হয়ে কোন মাখলুকের আনুগত্য জায়েজ নেই এর ব্যাখ্যা হলো যতক্ষণ পর্যন্ত শাসক তাকে এতটা বাধ্য না করবে যে, ইসলাম তাকে অপারগ সাব্যস্থ করে, ততক্ষণ পর্যন্ত ইসলামী সংবিধানই মেনে চলতে হবে। এ পথে যে যাতনা আসবে হাসিমুখে তা সয়ে যেতে হবে। এর বিনিময়ে মিলবে জান্নাত। অনুরূপভাবে শাসক যদি ইসলাম বিরোধী কথা বলে, ইসলামের যেকোন রোকনের বিরুদ্ধে কটাক্ষ করে বা ইসলাম বিরোধী অপচেষ্টা করে তাহলে তাকে সঠিক রাস্তায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে শাক্তি অনুযায়ী সুন্নত তরীকায় পত্র পত্রিকার মাধ্যমে শর্ত সাপেক্ষে সৎকাজের আদেশ দেওয়া ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা। আদেশ ও নিষেধের পদ্ধতিগত শর্ত সমূহ। সর্বপ্রথম যেকোন কাজের পূর্বে,

(১)তাকাজা পেশকরা

(২) মশওয়ারাহ করা।

---

[193] মুসলিম শরীফ হাদীস নং ১৮৪০, খণ্ড নং ২য়, পৃঃ নং ১২৫, বুখারী শরীফ হাদীস নং ৬৮৬১,খণ্ড নং ২য়, পৃঃ নং ১০৫৭

(৩) প্রতিপক্ষের প্রতিনিধির নিকট নিজেদের কিছু প্রতিনিধি পাঠানো।
(৪) প্রয়োজনে পত্র সহ প্রতিনিধি পাঠাবে।
৫) এতেও নাহলে সরাসরি প্রধানের নিকট নিজ পক্ষ থেকে নিজ হস্তে অথবা নিজ পক্ষ থেকে পত্র লিখে প্রতিনিধি পাঠাবে।
(৬) নিজেই স্বশরীরে উপস্থিত হওয়া যেমন হজরত উমর (রা.) ফিলিস্তিনে এসে ছিলেন।
(৭) এর পরেও কানে পানি না ঢুকলে শক্তি সামর্থ্য অর্জন করে গনজাগরণ তৈরীর মাধ্যমে সময় সীমা বেঁধে দিয়ে চুক্তি নামা করে রাখা। এতে চুক্তি ভঙ্গ করলে মাক্কা বিজয়ের রূপ নেওয়া, আল্লাহ তা'আলার উপর পূর্ণ ভরসা করে লেগে যাওয়া, পিছে না হটা, ইখলাছ, আখলাক্ব, তাকওয়া, তাওয়াক্কুল ঠিক রেখে অগ্রসর হওয়া। উক্ত ৬টি আমলের পরের স্থান হলো, আল্টিমেটাম বেঁধে দেওয়া। এর পূর্বে নয়। ধর তখতা মার পেরেক এটা ইসলামের কাম্য নয়।

শ্রেষ্ঠ মুজাহাদাহ তথা জিহাদ বলতে কী বুঝায়

প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে আসল ও সত্য ঘটনা তুলে ধরতে হবে তার নিকটে। হাদীসের ভাষায় যাকে শ্রেষ্ঠ জিহাদ বলে ভূষিত করা হয়েছে। এসব কিছুই শরীয়ত মাফিক হতে হবে, এতে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই। শর্ত হলো শরীয়তের গন্ডীর ভেতর থেকেই করতে হবে। উদ্দেশ্য হবে আল্লাহ-তা'আলাকে রাজী এবং খুশি করা আর দ্বীনের তাবলিগ ও দ্বীনের সহযোগিতা করা আপন শৌর্যবীর্য বিকাশ মানুষের মুখে প্রশংসা কুড়ানো কিংবা ক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্যে না হতে হবে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রতিবাদের যে পদ্ধতি চালু আছে সাধারণত এরকম কৌশলের মতলব হলো নিজেদের ক্ষমতা লাভের পথ পরিস্কার করা। সরকার কে দোষী করে নিজেদের বীরত্ব ফুটিয়ে তোলা জনগনের ধন্যবাদ হাসিল করা, সত্য প্রতিষ্ঠা করা তাদের লক্ষ্য কিংবা কাম্য নয়। আজকাল সভা মাহফিলে দেশ ও দশের বিরুদ্ধে যেভাবে সমালোচনার ঝড় তোলা হচ্ছে। এটা গীবত হওয়া তো নিশ্চিত কখনো তা গীবতের গন্ডি পেরিয়ে অপরাধের সীমায় গিয়ে ঠাঁয় পায়। অথচ মনে করা হয় ফাসিক ও গুনাহগারদের মন্দালোচনা গীবতের অন্তর্ভুক্ত নয়। এটা

সম্পূর্ণই ভ্রান্ত ধারণা মাত্র। গীবত গীবতই গীবত কখনো ঘি ভাত নয়। অনেকে বিপদ আপদে উপায় না দেখলে শাসককে গালমন্দ বলে এটাও অধৈর্য্যের পরিচয় ।[194] যেকোন অবস্থাতেই জজবা ও আবেগে কোন কিছু না করা বরং হুশিয়ারী সতর্কতা অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজন।
১) ঈমানদারী, ঈমান ঠিক রেখে।
২) আমানতদারী,আমানত রক্ষা করে।
৩) দ্বীনদারী, দ্বীন রক্ষা করে কোন এক জনের নেতৃত্বে সুন্নত মুতাবিক প্রতিবাদ করা খেলাফে সুন্নত প্রতিবাদে কোনই ফায়দা নাই ক্ষতিই-ক্ষতি। মুসলমান শাসকদেরকে প্রকাশ্য হেয় প্রতিপন্ন করা ক্ষতিকর। এতে জনগনের মাঝে প্রশাসনের ভয় থাকে না, ফলে ফিতনা ফ্যাসাদ বৃদ্ধি পায়। তাই মুসলমান শাসকদের সম্মান করা উচিত। কেননা, আয়ায ইবনে গানাম (রা.) থেকে বর্ণিত রসুল (স.) বলেন, যে ব্যক্তি কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে উপদেশ দিতে চায় তাহলে সে যেন প্রকাশ্যে নছীহত না করে বরং তার হাত ধরে নির্জনে নিয়ে যাবে এখন যদি সে তার উপদেশ মেনে নেয় তো ভালো কথা অন্যথায় সে তার দায়িত্ব তো আদায় করে দিলো ।[195]
হাদীসের বর্ণনাকারীগণ সকলেই ছিকা ও নির্ভরযোগ্য । এভাবেই আসল ও সত্য কথা সরকার এবং প্রশাসনের নিকট ও সম্মুখে তুলে ধরাকে হদীসের ভাষায় শ্রেষ্ঠ জিহাদ বলা হয়েছে। আসল ও সত্য কথা তুলে ধরার পদ্ধতি ৬টি যা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

রাজনীতির বিষয়ে ক্ষুদ্র পরিসরে ইসলামী নীতিমালা ও ইসলামী ভাব ধারা

রাজনীতি সম্পর্কে সঠিক দর্শনের একটি চিত্র ও তার পাশাপাশি বর্তমান রাজনীতির মাঠে অহরহ ঘটে যাওয়া চিন্তা ও কওমের ভ্রান্তিগুলোর নিরসনের পথ ও পন্থা তুলে ধরে রসুল সঃ এর বাণী ও কুরআন মাজীদ এবং সাহাবায়ে কেরামগণের সিরাতের মাধ্যমে রাজনীতির বিধি বিধান

[194] ইসলাহুল মু'মিনিন ৫২২ পৃঃ
[195] مجمع الزوائد ج ـ٥ ص ـ٢٢٩ مسند احمد

সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ আলোকপাত করতে চেষ্টা করেছি মাত্র। আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায়, আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও রেজামন্দী হাসিল করার উদ্দেশ্যে আশা রাখি এই ক্ষুদ্র মেহনতটিকে আল্লাহ তা'আলা কবুল করে নিয়ে সকলকে উপকৃত করবেন ইনশা আল্লাহু তা'আলা।

وما علينا الا البلاغ وماتوفيقي الا بالله وعليه توكلت واليه انيب

দ্বীনি কথা লোক সমাজে পৌঁছানো ব্যতিত আর কোনই ক্ষমতা আমাদের নেই সেটাও আল্লাহ তা'আলা তাওফীক দিলে হয়,নইলে নয়!বাকি হেদায়েতের মালিক স্বয়ং আল্লাহ তা'আলায়।

বর্তমান যে সব রাজনৈতিক মতাদর্শ মাঠে বিদ্যমান সে-সব মতাদর্শের চিন্তা- চেতনা মানুষের অস্থি মজ্জায় এতটা শিকড় গেড়েছে যে ঐসব চিন্তা দর্শনের প্রভাব থেকে সামান্য সময়ের জন্য নিজেকে মুক্ত রাখা ভারি মুশকিল হয়ে পড়েছে। কেননা, তারা নিজেদের মতাদর্শের বাজার এমন তালে গরম করেছে যে ওসবের বিরুদ্ধে কিছু বলাতো দূরের কথা কল্পনা করাও অসাধ্য হয়ে দাড়িয়েছে। তাদের অপ-প্রচারণার ফলে মানুষের স্বভাব ও ভাবটাই বদলে গেছে। তারা এসব ভুল দর্শণকে সাচ্চা দিলে কবুল করে চলছে। যদি কেউ যুক্তিগতভাবে এসব চিন্তা-দর্শণের বিরোধীও হয় তাও সে বলতে পারছেনা। কারণ ও কথা বলতেই বিশ্বময় তার বিরুদ্ধে তিরস্কার ও নিন্দাবাদীদের ঝড় উঠবে তাই হক্কানী রব্বানী মনীষীগণ নির্বাক বোকা সাজাটাই নিরাপদ ভাবছেন। কেননা, ভালো ভালো মানুষ আলেম উলামাগণও ইসলামের রাজনৈতিক মতাদর্শের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নিজেদের মন-মানষিকতাকে অধুনা কালের ফ্যাশন ও বিজাতীয় সভ্যতার অধুনা সংস্কৃতির ছোঁয়া থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারছেন না বরং ইসলামী রাজনীতির ফর্মুলা ব্যাখ্যা করতে যেয়ে নব্য যুগের চিন্তা ভাবনা ধার কর্য করে পশ্চিমা সমাজের অশ্লীল কৃষ্টির মোহগ্রস্ত হয়ে তাদের ফর্মুলাকে নিজেদের রাজনৈতিক ফর্মুলার অন্তর্ভুক্ত করাকে অত্যাবশ্যক বলে ভেবে নিচ্ছেন। এজন্যই রাজনৈতিক মতাদর্শে সংমিশ্রণ ও গড়মিলের এ ধুয়া এতটা পুঞ্জিভূত ও ঘনিভূত হয়ে উঠেছে যে তার কারণে আসল ও সত্যটাই প্রচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। তাই এহেনো বিপদসংকট অবস্থায় আমাদিগকে ভাবতে হবে রাজনীতি

মতাদর্শের ও ইসলাম- শরীয়তের মূল উৎস কুরআন সুন্নাহ مانا عليه واصحابي

রসুল (স.) বলেছেন বিপদ সংকট অবস্থায় যারা আমি রসুল (সঃ) এবং সাহাবায়ে কেরামগণের পথ অনুসরণ করবে তারাই হকের উপর বহাল থাকবে। পুরো পৃথিবী এক হয়ে গেলেও আল্লাহ তা'আলার ফজলে তখনও তারা শরীয়ত নিসৃত পথে অটল থাকেন। যেমন রসুল (স.) বলেছেন।

لاتزال طائفة من امتي او قال لن تزال هذه الامة قائمة علي امر الله لايضرهم من خالفهم حتى ياتي امر الله۔196

অর্থ সর্বদায় এই উম্মতের উলামায়ে হক্কানীগণ কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ- তা'আলার - হুকমের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবেন, বিরুদ্ধবাদীরা তাদের কোন প্রকার ক্ষতি করতে পারবে না। [197]

উলামায়ে হক্কানী রব্বানী বলা হয় ঐ আলেম ও ফকীহগণকে যিনি বা যাহারা মানুষকে ইসলামের বড় বড় বিষয়ের পূর্বে ছোট-ছোট বিষয় শিক্ষা দিয়ে গড়ে তোলেন,। [198]

এবং যিনি ও যারা কুরআন সুন্নাহ মুতাবিক সত্য প্রকাশে কোন পরাজিত মনোভাব, লজ্জাবোধ কিংবা অতর্কিত আশাংকা, অনুভূতি বাঁধা হতে পারে না তাদের সত্য প্রকাশের পথে তারা রাজনীতির অঙ্গনেও দ্বীনের সঠিক সরল পথে অনড় থেকে চিরন্তন এ সত্য নীতির ঝান্ডাকে বুলন্দ রেখেছেন। বিভিন্ন অলীক দার্শণের সংমিশ্রণ যখন রাজনীতি প্রসঙ্গে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থাকে আক্রান্ত করে ফেলে তখনই পরম করুণাময়ের অপার মহিমায়, অনুগ্রহে ও তাওফীকের মাধ্যমে তার ইসলামী আদর্শ ও ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থাকে যথার্থ কায়দায় পুনর্জীবিত করে তুলে ধরেন,দুনিয়ার কোন আহবান বিচ্যুত করতে পারেনি তাদেরকে আপন মানযিল পথ থেকে, যেমনটা ছিলেন এপথের পথিক হুজ্জাতুল ইসলাম কাসিম নানুতুবী (রাযিঃ) যেহেতু বর্তমানের রাজনীতি

---

[196] ١٦بخارى شريف ج ـ١ ح٧٢ ص ـ

[197] বুখারী শরীফ হাদীস নং ৭১-৭২

[198] বুখারী শরীফ হাদীস নং ১০, ইলেমের অধ্যায় ১৬নং পৃষ্ঠা।

একটি বিশেষ ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে যারা রাজনীতির উদ্দেশ্য নিয়েছেন ইসলাম প্রতিষ্ঠা ও প্রচার উভয়েই কথা কাজ মূলনীতি, প্রবাহমান রাজনীতির ধারায় সব জনসমর্থন নিতে চেষ্টা করা ছাড়া এর কোন বিকল্প বা ভিন্নরূপ কল্পনা করাটাই অসম্ভব হয়ে পড়ছে অথচ নেক আমল করার নিয়ম কোরআন সুন্নাহর আলোকে জানা ও বুঝা যায়, আমি যেকোন নেক আমল করতে আমাকে কমপক্ষে চার থেকে ছয়টি নিয়ত অন্তরে রেখে করতে হয় যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে কথা ও কাজের মাধ্যমে

(১) আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও রেজামন্দী উদ্দেশ্যে হতে হবে।
(২)আল্লাহ তা'আলার ভয় অন্তরে থাকতে হবে।
(৩) সকল অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করতে হবে।
(৪) সকল মাখলুকের কল্যাণ কামনা খাছ করে মানবজাতির কল্যাণে নেক আমল করতে হবে।
(৫) আত্মশুদ্ধি হাসিল করার নিয়তে।
(৬) দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কমপক্ষে এই ছয় নিয়তে নেক আমল হলে পরাজিত হওয়া এবং লজ্জা পাওয়ার আশঙ্কা থাকে না তখন মরেও অমর হয় এবং মৃত্যুকালীন বলে ওঠে فزت ورب الكعبة

আমি কামিয়াব হয়েছি। কাবার রবের কসম খেয়ে বলছি আমরা পশ্চিমা রাজনীতি চিন্তা ধারায় প্রভাবান্বিত হওয়ায় এই লিখিত রাজনৈতিক দর্শণ হয়তোবা অনেকেরই কাছে একটু কেমন যেন ঠেকে উঠবে তবে এ চিন্তা ধারা ও দর্শণ কারো ব্যক্তিগত চিন্তা ধারা নয় বরং কোরআন সুন্নাহ ও খুলাফায়ে রাশেদীনের কর্ম পদ্ধতি অনুসৃত মতাদর্শই যা কোরআন-সুন্নাহ ও সিরাতে সাহাবা থেকে বোধগম্য হয়েছে।

তাই এ বিষয়টি অধ্যয়ন করা এবং নিরপেক্ষ মন নিয়ে গভীর বিবেচনা করা একান্ত প্রয়োজন যেন প্রকৃত সত্যটি লোক সম্মুখে উদ্ভাসিত হয় বাকি আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা।

وما علينا الا البلاغ وما توفيقي الا بالله وعليه توكلت واليه انيب

দ্বীনি কাম করবো কিভাবে

এ সকল কর্ম পদ্ধতি সবেই করতে হবে হিকমতের মাধ্যমে ও উত্তম পন্থায়। যেমন কালামুল্লাহ শরীফে আছে

ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة

আল্লাহ তা'আলার পথে মানুষকে ডাক হেকমতের মাধ্যমে সুকৌশলে এবং উত্তম নসীহতের দ্বারা। হিকমত বলতে বুঝায় কোরআন-সুন্নাহ মোতাবিক জীবন গড়া। যাকে সংক্ষিপ্তাকারে বলা হয় পরামর্শ সাপেক্ষে দাওয়াত ও তালিমের মেহনত করা। এটাই সঠিক ও সত্য রাজনীতি কেননা, রাজনীতি শব্দটি মুরাক্কাবে ইজাফী হয়তোবা ফক্কে ইজাফত যা আসলে ছিল রাজার নীতি সেটা আলামতে ইজাফত "র" ফেলে দিয়ে বলা হচ্ছে রাজনীতি যেমন আমগাছ, আমের গাছ অথবা ইজাফতে মাকলুবী আসলে ছিল নীতির রাজা যাকে স্থান পরিবর্তন করে বলা হচ্ছে রাজনীতি। অতএব অর্থ হবে রাজার নীতি বলতে আল্লাহ তালার নীতি। আল্লাহ তা'আলা হলেন রাজা মহারাজা আমরা হলাম সকলেই ফকির তাই রাজনীতি
বলতে কোরআন সুন্নাহকেই বুঝায় কেননা,

والله الغني وانتم الفقراء

আল্লাহ তায়ালা হলেন ধনী আর আমরা সবাই ফকির।
তাই আমাদের নীতিকে বলে ফকিরী নীতি। আর আল্লাহ তা'আলার নীতিকে বলে রাজনীতি আল্লাহ তা'আলার নীতি হলো পরামর্শ করে দাওয়াত তালিমের মেহনত করা সদা সর্বদা।
আর যদি রাজনীতির অর্থ নীতির রাজা মেনে নেই তাহলেও অর্থ হবে কুরআন-সুন্নাহ মোতাবিক জীবন গড়া। কেননা, কোরআন সুন্নাহই হচ্ছে সকল নীতির শ্রেষ্ঠ নীতি বা নীতির রাজা।

আলেম-ওলামা কত প্রকারঃ-

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন রাসূল (স.) এরশাদ করেছেন আমার উম্মতের আলেম-উলামাগণ দুই ভাগে বিভক্ত হবে, একদল আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনে আল্লাহ তা'আলার ভয় অন্তরে

রেখে, আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করে মানবকল্যাণে ও নিজেকে আত্মশুদ্ধির কাজে নিয়োজিত রেখে দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে মগ্ন থাকবে। এই দল দুনিয়াতে শান্তি ভোগ করবে, আর আখেরাতে নাজাত পেয়ে সফলকাম হয়ে বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে।[199]
আর একদল দুনিয়ার লোভ লালসায় লিপ্ত হয়ে নিজেকে এবং নিজের দ্বীনদারীত্বকে দুনিয়ার মুকাবেলায় বেঁচে দিয়ে, নিজে হবে দুনিয়াতে অপদস্ত আর আখেরাতে আল্লাহ তা'আলার রোশানালে পড়বে।
ঐ দলকে আগুনের লাগাম পরিয়ে বে ইজ্জতের সহিত জাহান্নামের অতল তলে ডুবিয়ে দিবেন। নাউজুবিল্লাহি মিন জালিকা।
তাই সাবধান ও সতর্ক হই, যেকোনো সংগঠন ও রাজনীতি করার উদ্দেশ্য যেন নাম জশ করা, নাম প্রচার করা, মাতবারী সরদারী করা উদ্দেশ্য না হয়,একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনই যেন উদ্দেশ্য হয়।

ভুল করলে মাশুল দিতে হয়

আরব একদিন সবচেয়ে গরিব দেশ বলে বিবেচিত হবে পৃথিবীর বুকে। এটার মূল কারণ গুনাহে লিপ্ত হওয়া, ইসলাম নাম দিয়ে যখন মানুষ ভুল পথে চলতে থাকে তখনই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে পাকড়াও এসে যায়। তারা সিনেমা হল, মদের বাজার, পতিতালয় ইত্যাদি ভুলের সামগ্রী,সরঞ্জামের পিছে পড়ায় ইতিমধ্যে আল্লাহ তা'আলা তাদের দেশের আয়ের পথে বাধা শুরু করেই দিয়েছেন এ কারণেই আগামী ১০ বছরের মধ্যেই সৌদি আরব সারা বিশ্বের মধ্যে সবথেকে বেশি অসহায় গরীব হয়ে পড়বে বাকি আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন।

সুখবর সুখবর সুখবর

ফিলিস্তিনের স্থাপনা হয়তোবা থাকবে না, তবে এটাও জেনে রাখা দরকার যে ইসরাঈল পৃথিবীর মানচিত্র থেকে একেবারে মুছে যাবে ইনশা আল্লাহু তা'আলা। তাফসীরে ইবনে কাসীর

[199] বুখারী শরীফ। সুনানে আবু দাউদ ৪২৪২নং হাদিস

কেননা, জালেমদের বাড় বেশি দিন স্থায়ীত্ব নয় বরং সত্যের জয় অবশ্যই একদিন হয়;:
ফিলিস্তিনরা হারাবে তাদের স্থাপনা""
ইসরাঈলের থাকবে না কোন চিহ্ন নামা"

উলামাদের প্রতি সুসংবাদ

হযরত মুফতি জয়নুল আবেদীন সাহেব (রহ.) এর মাকুলা।

اللہ تعالی کی عزت

اگرہم علمائے حقانی ربانی ہوسکے اور اپنے ذمہ داریاں بھی حفاظت کریں تو ہمارے للئے خوشنجری یہ ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

تین قسم کے آدمی کی عزت کرنا اللہ تعالی ہی کی عزت کرنا ہے

۱بوڑھا مسلمان کو عزت کرنا ۔

۲علمائے حقانی کی عزت کرنا ۔

۳عادل بادشاہ کی عزت کرنا۔

یہ مفہوم حدیث ہے[200]

খাইয়ে নেশা করতে মাতাল সবাই করতে পারে"
কিন্তু কজন পারবে বলো রুখতে মাতালটারে"

حق پتھر اور لوہے کی طرح ہے اور ناحق اینٹ کے مانند جس کو جس پر مارا جائے اینٹ ہی ختم ہو جائے گا پتھر اور لوہا ٹکرا نہ ہوگا اسی طرح ناحق ختم ہو جائے گا حق اپنی حالت پر باقی رہے گا۔ لاشک فیہ

قال اللہ تعالی فاعلم انہ لاالہ الا اللہ

اس ایت شریفہ میں اعلم لفظوں کو ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالی نے علم کی طرف اشارہ فرمایا۔ اس سے بھی یہ بات بخوبی معلوم ہوئی کہ دعوت کی

[200] االترغیب عن ابی داؤد۔ ٤٨٤٣۔ ص ٦٦٥۔ ج٢

ذمہ داری علماء حضرات ہی پر ہیں کیونکہ علماء حضرات ہی علم کا حامل ہیں

اللہ تعالی اعلم بالصواب وحقیقه الحال

মুখে মারো তালা" পিঠ করো গো সালা"
বুকে রাখো জ্বালা" তবেই দেখবে আর কখনো কেউ দেবে না ঠেলা"
চক্ষু কর্ণ বন্ধ রাখো" বলবে নাকো কথা"
না পাও যদি আলোর দিশা" ভাববে রশিকতা"

یہ عوام الناس کے بارے میں ہیں

ہاں اگر کوئی ایسانا کام کرے جس سے امت بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو اس وقت منہ بند رکھنا جائز نہ ہوگا شیطان اخرسُ کے ماتحت داخل ہونا پڑے گا

اللہ تعالی ہمیں حفاظت فرماویں

اللھم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللھم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا

এক আল্লাহর ওলীর কথা

হবো না মোরা কাদিয়ানী "
হবোনা মোরা ধোঁকার রানী"কেননা"
হক্কের পথে থাকবো সদায় ওলামায়ে হক্কানী"

اپنی خامی اور کمی نظر میں نہیں آئی بدیں وجہ ائیستہ اہستہ خودساختہ ترتیب چالو کردی پھر رفتہ رفتہ اپنی طرف سے بنا کی ہوئی ترتیب اور اصول بھی ختم ہو چکی جیسے بہت سے بگڑنے والا ایسا کیا تھا۔ ہمارا اجتماع قائم رہنے کی وجہ سے اللہ میاں نے اس کی غلطیاں نظر میں ڈالا۔ جس سے تصحیح کا موقع پایا گیا

۔بدیں وجہ ایسے اجتماع کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔اور بھی چند اجتماع کی ضرورت بھی ہے

یہود نصاری اپنے نبی کی بات کو بالکل اصلی صورت میں رکھنے پر قادر نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان پر ذمہ داری تھی پانچ چیز کی

اخلافت، ۲۔درایت، ۳۔عبادت، ٤۔ تعلیم، ٥۔تزکیۃ نفسہ للہ،ان پر روایت کی ذمہ داری نہیں تھی۔اور ان کی ۔ شریعت کو حفاظت کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالی نے اپنے اوپر لازم نہیں فرمایا۔ حالانکہ ہماری شریعت کی حفاظت کی

ذمہ داری اللہ تعالی نے خود اپنے اوپر لازم بھی کر لیا اور اس امت پر بھی روایت حفاظت کرنے کی ذمہ داری بھی دے ۔دیا

بدانکہ :-ہمارے نبی کے وارث علماء حضرت پر دس ذمہ داریاں ہیں

اخلافت، ۲۔درایت، ۳۔عبادت، ٤۔حفاظت، ٥۔حسن سلوک مع۔

العوام، ٦۔روایب، ۷۔دعوت، ۸۔ تعلیم، ۹۔تزکیہ، ۱۰۔نگرانی عوام

عوام پر چھ ذمہ داری ہیں

اخلافت، ۲۔درایت، ۳۔عزت علماء ومشاورہ مع العلماء، ٤۔عبادت، ٥۔تزکیۃ نفسہ للہ، ٦۔ تعلیم و حصول ایمان۔

ان ذمہ داریاں حفاظت کرنے کا طریقہ چھ ہیں

ابنیادی کام کو مضبوط کرنا، ۲۔اصولات کو مان لینا، ۳۔ترتیب کو ٹھیک رکھنا، ٤۔حدودات کو قائم رکھنا، ٥۔ہر ایک۔ کام مشاورہ سے کرنا، ٦۔اخلاص،اخلاق،آداب، تقوی،توکل،استغنا،استقامت،قربانی،مجاہدہ،رونازاری،دعا ۔ ،دورود،استغفار

بدانکہ :-پورا دین زندہ ہونا موقوف ہے پورا دین جاننے پر اور یہ پورا دین جانتے ہیں حقانی ربانی علماء حضرات۔بدیں وجہ ان حضرات کی عزت کرنے پر پورا دین اپنے اندر اور پوری امت کے درمیان تا قیامت آنے والی تمام امت میں زندہ ہونے کے للئے موقوف علیہ ہیں۔ اگر علماء حضرات کی عزت ہوگی تو پوری امت میں دین زندہ ہوگا۔ ورنہ اللہ تعالی جانے کہ کیا فیصلہ کرینگے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا چاہئے کہ علماء حضرات اگر اپنی ذمہ داریاں پورا نہ کرے تو اللہ تعالی نے اور ایک قوم کو ہمارے جانشین بنائینگے اور ہمیں محروم بنادینگے۔ خدانہ خاستہ ایسا نہ ہو

بدانکہ : علماء حضرات کے للئے اور ایک ذمہ داری یہ ہے کہ عوام الناس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش اوے اور ان کی طرف سے دادہ شدہ تکلیفات کو منہ بند کرتے ہوئے برداشت بھی کر لیا کرے کیونکہ وہ ہم سے چھوئے ہیں

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا ولم یعظم علماءنا فلیس منا اس حادیث مین و لم یعظم علماءنا

خیر الناس من ینفع الناس- تخلقوا بالاخلاق اللہ

کوآخر میں لانے کی وجہ سے یہ ثابت ہورہی ہے کہ عزت وعظمت علماء بعد میں ہے
اگر علماء حضرات عوام کی تکلیفات باخوشی برداشت کرلینگے تو عوام بھی علماء کی عزت سر پر لے لیلنگے۔ ما بقی اللہ تعالی کا ارادہ ہے

دیکھئے عوام الناس پر دعوت کی ذمہ داری نہیں ہے دعوت کی ذمہ داری جاننے والے پر ہیں۔ عوام تو ہمارا ناصر ہے وہ ہماری ذمہ داری پورا کرتے ہوئے ہم پر احسان فرمارہے ہیں، بدیں وجہ اگر ہماری ذمہ داری پورا کرتے وقت اگر بے ساختہ منہ سے کچھ نکل جائے تو انکو معذور سمجھنا۔ انپر غصہ کے مارے بددعانہ کرنا۔ بددعا کرنا اس امت کا کام نہیں ۔ ہے، اس امت کا کام نیک دعا کرنا تاکہ اللہ تعالی تمام امت کو حفاظت فرماویں

قال صاحب البخاری

العلم قبل القول والعمل

یہاں قول سے مراد دعوت ہے اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ دعوت دینے کے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية

اس سے بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ علم ہی مقدم ہے دعوت تعلیم اور تبلیغ پر[201]

اس سے بخوبی معلوم ہوا کہ علماء حضرات کیلئے ضروری ہے یہ بات کہ عوام کی تکلیفات پر بہت ہی صبر کرے۔ تاکہ اللہ تعالی کی طرف سے نصرت ومدد کی توفیق عطا ہوگی۔ انشاء اللہ تعالی۔

মিশরের জঘন্যতম ক্ষমতাশীন ফেরআউন কাবুস

কোরআন মাজীদের ২৭টি সুরার ৭৪ জায়গায় ফেরআউনের কথা আলোচনা করেছেন,আল্লাহ তা'আলা। হযরত মুসা (আ.) এর সাথে বে-আদবী করায় লোহিত সাগরে ফেরআউনের মৃত্যু হয়। ১৮৯৮সালে ৩০০০বছর পর ফিরেআউনের লাশ খুঁজে পাওয়া যায় মিশরের জাবালিয়ান নামক শহরে। তথা থেকে ১৯৮১সালে ফ্রান্সে এনে ল্যাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। এবং ফেরআউনের লাশ কায়রোর জাদু ঘরে হেফাজত রাখা হয়েছে , প্রতি বছর মার্চের ১৫তারিখে ফেরআউনের লাশের উপর একটি ইঁদুর ছেড়ে দেওয়া হয়,সেই ইঁদুরে ফিরআউনের

201 بخاری شریف، ص١٦ ـ ج١

শরীরে বেড়ে যাওয়া গোস্ত খেয়ে ফেলে। বুকাইলী এক ইংরেজ ডাক্তার উক্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা করায় শরীক ছিলেন। তিনি তথা বুকাইলী মুসলমান হলেন ফেরাউনের লাশ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে যেয়ে কেননা ড. বুকাইলী পরীক্ষা নিরীক্ষার পর যখন দৃঢ়ভাবে বুঝলেন এটা প্রায় ৩০০০বছর আগের লাশ এবং এটা সাগরেই মৃত্যুবরণ করেছিলো ।কেননা, তার শরীরে নুনের প্রতিক্রিয়া খুঁজে পাওয়া গেছে। এর পর বুকাইলী জানতে পারলেন আজ থেকে প্রায় ১৪০০বছর পূর্বে মুসলমানের দ্বীনি গ্রন্থে কোরআন মাজীদে ফেরআউনের কথা লেখা আছে তখন সে কোরআন মাজিদ নিয়ে গবেষণায় লিপ্ত হয়ে দেখলো,এই লাশের সাথে কোরআন মাজিদের হুবহু মিল পাওয়া যাচ্ছে তাই ড.বুকাইলী সাথে সাথেই কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে যান। আলহামদুলিল্লাহ। তাই বলা হয়, যেকোন শিক্ষার উচ্চ মাকামে উন্নীত হতে পারলে একদিন হেদায়েতের আশা করা যায়। প্রবাদ বাক্যে আছে।

অল্প বিদ্যা ভয়ংকর"শিক্ষার শেষ স্তর স্বাস্থ্যকর"

হযরত মুসা (আ.) যখন বনী ইসরাঈলকে নিয়ে বাহরে কুলসুম তথা লোহিত সাগরের পাড়ে উপস্থিত হলেন তখন সামনে লোহিত সাগর আর পিছনে ফেরআউনের দলবল তখন এই বনী ইসরাঈল হযরত মুসা (আ.) এর সাথে তথায়ও বে-আদবী করে বসে। এরপরেও আল্লাহ তা'আলা লোহিত সাগরে বারোটি রাস্তা করে দেন। সেই রাস্তা দিয়ে হযরত মুসা (আ.) তার দলবল বনী ইসরাঈলকে নিয়ে তীহ এর ময়দানে চলে যান। এদিকে ফেরআউন তার লোক লস্কর নিয়ে সাগরের পাড়ে এসে রাস্তা দেখে ঝাঁপিয়ে পড়ে,তথায় আল্লাহ তা'আলা গযব দিয়ে ফেরআউন সহ তার দলবলকে ডুবিয়ে মেরে ধ্বংস করে দেন। ফেরআউন তখন কালেমা পড়ে ছিলো কিন্তু সে কালেমা আল্লাহ তা'আলার দরবারে মাকবুল হয় নাই। আসুন আগে থেকেই সতর্ক হই,নইলে ধ্বংস অনিবার্য জেনে রাখা চাই।

জলবায়ু

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিশ্ব জুড়ে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে বিভিন্ন পর্বতে জমে থাকা বরফ দ্রুত গলে যাচ্ছে। ঈসায়ী সন ২০১১ থেকে ভূপৃষ্ঠ ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উষ্ণতা বৃদ্ধি হতে চলছে ,এতে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ছে এন্টার্টিকা মহাদেশের বরফও অধিক হারে গলে চলছে এভাবে বরফগুলো গলতে থাকলে বিজ্ঞানী ও মনীষীদের কথায় বুঝা যায়, আগামী ২০৪০ ঈসায়ী সালের মধ্যেই সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে তলিয়ে যেতে পারে বিশ্বের অনেক নিম্নাঞ্চল, বাকি আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা। এই গবেষণাটি বুজুর্গদের ভবিষ্যৎ বাণীর সাথেও মিলে যাচ্ছে। বড়দের ভবিষ্যৎ বাণী আগামী ২০৩৭ সাল নাগাদ ঈসা (আ.) এর অবতরণের বার্তা দিচ্ছেন অনেকেই। সেই সাথে দাজ্জালের ধ্বংস ও ইয়াজুজ মাজুজ এর আত্মপ্রকাশ আর একাধারে বৃষ্টি আর বৃষ্টি। এসব ভবিষ্যৎ বাণীর সাথে গবেষকদের কথায় হুবহু মিল পাওয়া যাচ্ছে।

তাই আসুন বসে থাকার আর সময় নেই। এখনি দ্বীনের মেহনতে লেগে যাই। নিজেকে, পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গদেরকে মানুষ রূপে গড়ে তুলতে চেষ্টা করি এবং নিজে যে সমাজে বসবাস করছি উক্ত সমাজকে আদর্শ সমাজে রূপান্তরিত করতে চেষ্টা কোশেষ করি। নইলে আজীবনই আমরা পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়ন করতে ব্যর্থই হবো। আর এই অবস্থাতেই আমাদের উপর কেয়ামত ও ধ্বংস নেমে আসবে। তখন না অতীতের আয়না আমাদের সঠিক চিত্র দেখাবে, না আমরা ভবিষ্যতের নির্ভুল ছবি দেখতে সক্ষম হবো। সে সময় আমরা যতই চিৎকার দিয়ে বলি না কেন যে বড়রা আমাদের ভুল পথে পরিচালনা করেছিল এবং পরিবেশ ও সমাজ আমাদের সঠিক বিষয় বুঝতে দেয়নি,তাই আমরা ভুল করেছিলাম এবং বলতে থাকবো,হে আল্লাহ তা'আলা আপনি তাদেরকে দ্বিগুন শাস্তি দান করুন!যাদের কারণে আমরা ভুল পথে পরিচালিত হয়েছিলাম। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন আমাদের এবং তাদের উভয় দলকেই দ্বিগুন শাস্তি দেওয়া হবে,কেহই রেহাই পাবে না। তাই আসুন এখনই সতর্ক হলে ভালো হয়। [202]

[202] সুরা আহযাব -আয়াত নং —৬৭-৬৮,

আরো জেনে রাখা দরকার হয়তোবা মনে করছি ২০৪০ সাল এখনো বহুদূরে। তার আগেই সতর্ক হয়ে যাবো ইনশা আল্লাহু তা'আলা। শুনে রাখেন আরো আগে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে মানুষের প্রতি যে পরীক্ষাগুলো আসতে শুরু করেছে একের পর এক সেটাও ২০১৯ সাল থেকেই আরম্ভ হয়ে গেছে। এভাবেই ২০২৩ সালে তার সূচনা শুরু হয়েছে ২০২৫ সালেই আরম্ভ হতে যাচ্ছে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও নিউক্লিয়ার যুদ্ধ এবং সমরাস্ত্রের ঝনঝনানী। তারপর ২০২৮ সালেই শুরু হবে চতুর্থ বিশ্বযুদ্ধ। এরপর ২০৩৬ সালে শুরু হতে যাচ্ছে ৫ম বিশ্বযুদ্ধ এরপর ২০৩৭ সালেই হবে ৬ষ্ট বিশ্বযুদ্ধ। এর পর পৃথিবীতে এক শান্তির হাওয়া বইতে থাকবে বেশ কিছুদিন ধরে, ইনশা আল্লাহু তা'আলা। তারপরের বর্ণনাটি পূর্বে লেখা হয়েছে এই কিতাবে, তথায় দেখে নিলে ভালো হয়, বাকি আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা। তাই আসুন অপেক্ষা না করে এখনই নিজেকে এবং পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গদেরকে মানুষরূপে গড়ে তুলতে সচেষ্ট ও যত্নবান হই। তাহলেই দেখবেন আল্লাহ তা'আলা আপনাকে ও আমাদের সকলকে এক সুন্দর পরিবেশ ও আদর্শ সমাজ উপহার দিবেন ইনশা আল্লাহু তা'আলা। এরই জন্য প্রয়োজন প্রত্যহ দাওয়াত, তালিম,মাশওয়ারাহ, ঘরে দ্বীনি তালিম ও ফাজায়েলের কিতাব চালু রাখা এবং ইখলাস তথা নিজের ভুল দেখা। আখলাক তথা অপরের গুণ দেখা। এ দুটি গুণ পরিপূর্ণরূপে থাকলে আদর্শ সমাজ ও সুন্দর ও সুশৃঙ্খল পরিবেশ গড়ে উঠবেই ইনশা আল্লাহু তা'আলা। আর সেই সাথে তাকওয়া,তাওয়াক্কুল, সবর,ইস্তেকামত ও সুন্নত জিন্দা হলে দুনিয়াতে পাবে শান্তি আর আখেরাতে সফলতা ও কামিয়াবী অর্জন হবেই অবশ্যই অবশ্যই, ইনশা আল্লাহু তা'আলা।

সংক্ষিপ্ত কথা,দাওয়াত, তালিম,মাশওয়ারাহ,ইখলাস, তাকওয়া,তাওয়াক্কুল,সবর, ইস্তেগনা-ইস্তেকামত ও সুন্নত এই দশটি গুণে গুণান্বিত হতে পারলে কোন জলবায়ু এবং নিউক্লিয়ার যুদ্ধে আমাদেরকে ক্ষতি করতে সক্ষম হবে না ইনশা আল্লাহু তা'আলা।

অতিবৃষ্টি ও আরবের বিষয়ে ভবিষ্যৎ বাণী

আরবে অতিবৃষ্টি দেখা দিলে মনে করবে পৃথিবীর অবস্থা পরিবর্তন হতে চলছে, দাজ্জাল ও হযরত ঈসা (আ.) এর আগমন ও সন্নিকটবর্তী এসে গেছে। [203]

এটা কেয়ামতের আলামতের মধ্য হতে ছোট একটি নিদর্শন। ২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে আরবে কঠিন আকারে বৃষ্টি বর্ষণ হয়। রাসুল (স.) বলেন ততক্ষণ কিয়ামত কায়েম হবে না যতক্ষণ না আরব ভূমিতে গাছপালা ঘাস তরুলতা সহজে চাষাবাদ এর ব্যবস্থা না হয় এবং মরুভূমি নদী-নালায় পরিণত না হয়। [204]

আরব মরুভূমিতে বর্তমানে ২০২৩ সালে সেটাই হতে চলেছে বাকি আল্লাহ তা’আলার ইচ্ছা। আবার আরবে এমন অবস্থা শুরু হয়ে যাবে অধিকারে বৃষ্টি হবে কিন্তু ফসল ফলবে না তখনই আরব ভূমি দারিদ্রতার চরমসীমায় পৌঁছে যাবে তার সময়কাল বড়রা বলেছেন। আর মাত্র ১০ বছর পরেই আরব ভূমিতে সব থেকে বেশি দারিদ্রতা দেখা দিবে বাকি আল্লাহ তা’আলার ইচ্ছা। হযরত আনাস (রা.)বলেন রাসূল (স.)বলেছেন, কেয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না সারা বছর একাধারে বৃষ্টি বর্ষণ হবে কিন্তু জমিন থেকে কিছুই উৎপন্ন হবে না। [205]

বৃষ্টির মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা জমিনে ফসল উৎপাদনের ক্ষমতা দিয়ে দেন অথচ তখন বৃষ্টির মধ্যেই ফসল উৎপাদনের শক্তি খর্ব করে দেবেন।

স্মরণ রাখা দরকার যে, মহান আল্লাহ তা’আলাই সব মাধ্যমের সৃষ্টি কর্তা। আল্লাহ তায়ালাই বৃষ্টির মাধ্যমে ফসল উৎপাদন করার তৌফিক দেন আবার আল্লাহ তা’আলাই বৃষ্টি বর্ষণ করেও ফসল উৎপাদনের ক্ষমতা খর্ব করে নেন একেই বলে لا اله الا الله

[203] মুসলিম শরীফ হাদিস নং ১৫৭,
[204] মুসলিম শরীফ হাদীস নং ১৫৭
[205] মুসনদে আহমাদ তৃতীয় খন্ড ১৪০পৃঃ, হাদিস নং

সব ক্ষমতার অধিকারী এবং সব ক্ষমতার উৎস একমাত্র আল্লাহ তা’আলাই আর কেউ নয়!

সর্বশেষ মুজাকারা
অগ্নি মহাসমাবেশ/হাশরের ময়দান

يوم تبدل الارض غير الارض

অর্থঃ-যেদিন এই পৃথিবীকে অন্য পৃথিবীতে পরিবর্তন করা হবে এবং পরিবর্তিত করা হবে আকাশমূহকে। [206]

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس الى محشرهم

অর্থঃ- সর্বশেষ ইয়ামেন থেকে এমন এক আগুন বের হবে যা মানব মন্ডলীকে তাড়িয়ে তাদের সমবেত হওয়ার স্থানে মহাসমাবেশের দিকে নিয়ে যাবে। [207]

উক্ত আয়াত ও হাদীস শরীফের ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবী (রা.) সমকালীন মুহাক্কীক্ব ওলামাদের ও সাহাবা তাবেঈন এবং তাবে-তাবেঈনদের বরাত দিয়ে বলেন যে, মানব মন্ডলীর মহাসমাবেশ বা সমবেত হওয়ার ঘটনা ঘটবে চারটি।

১/প্রলয়ের আগেই দুনিয়াতে দুটি হাশর বা মহাসমাবেশ ঘটবে।

২/প্রলয়ের পর যখন পুনরায় আল্লাহ তায়ালা মানব মন্ডলীকে আপন আপন কবর থেকে উঠাবেন তথায় হবে দুটি মহাসমাবেশ বা হাসর ময়দান।

১/পৃথিবীতে যে দুটি হাশর বা মহাসমাবেশ হবে তার প্রথমটি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জামানায় ঘটে গেছে সেটা হলো মদীনার বনু নাজির গোত্রেকে তাদের চরম অন্যায়ের কারণেই আল্লাহ তা’আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে আদেশ করেন বনু নাজির গোত্রকে সিরিয়া তথা বর্তমান ফিলিস্তিনে দেশান্তরিত করতে

[206] সুরা ইব্রাহিম ৪৮ নং আয়াত
[207] মুসলিম শরীফ ২৯০১ আবু দাউদ শরীফ ৪৩৮১ তিরমিযী শরীফ ২১৮৩

রাসুল সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম বনু নজিরকে মদিনার ছিড়ে ছটিয়ে থাকা লোকদেরকে বর্তমান ফিলিস্তিনে সমাবেশ বা সমবেত করে দেন। এটাই ছিল দুনিয়াতে বিশ্বাসঘাতকদের প্রথম সমাবেশ বা সমবেত হওয়া। আর দুনিয়ার দ্বিতীয় মহাসমাবেশ হবে মহাপ্রলয়ের পূর্বক্ষণে। এটাও হবে বিশ্বাসঘাতকদের মাধ্যমে যখন পৃথিবীতে নিকৃষ্ট লোক ব্যতীত কোন ভাল লোক তেমন বিদ্যমান থাকবে না। হয়তোবা কোন ভালো লোক থাকবে কিন্তু তা মাত্র হাতের গণনায় অত্যন্ত নগণ্য সংখ্যাক ভালো মানুষ থাকবে। তাই বলা হয়েছে ভালো লোক বিদ্যমান থাকবে না। ইয়ামিন থেকে এক প্রচন্ড অগ্নি বের হয়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং সারা পৃথিবীর মানব গোষ্ঠিকে হাঁকিয়ে নিয়ে হযরত ইবরাহীম (আ.) এর হিজরতের ময়দান শাম তথা সিরিয়ায় সমবেত বা মহা সমাবেশ ঘটাবেন,আল্লাহ তা'আলাই। এই দ্বিতীয় মহাসমাবেশে মানব মন্ডলীকে সমবেত করবেন তিন পদ্ধতিতে,

প্রথম. যারা জান্নাতের আকাঙ্ক্ষী অতি ভাল মানুষ তাদেরকে খাওয়া-দাওয়ায় পরিতৃপ্ত করে, কাপড়চোপড়ে আচ্ছাদিত অবস্থায় সওয়ারীতে আরোহন করে সিরিয়ায় নিয়ে যাবেন আল্লাহ তায়ালা।

দ্বিতীয়. যারা জান্নাতের আকাঙ্ক্ষী অথচ আমল কম, সর্বদায় ভুলের মধ্যে পতিত থাকে,তাদেরকেও নেওয়া হবে সাওয়ারীতে আরোহন করে। তবে খুবই কষ্টসাধ্য অবস্থায় তথা এদের জন্য সাওয়ারী হবে কম লোক হবে বেশি, তাই কখনো বা হেঁটে হেঁটে আবার কখনো বা সাওয়ারীতে আরোহন করে। ১০ জনের জন্য দেওয়া হবে একটি মাত্র সাওয়ারী, তাই কষ্ট দুঃখ করেই সিরিয়ায় তথা মহাসমাবেশের ময়দানে পৌঁছাতে হবে। না যেয়ে উপায় নেই,কেননা পিছনে আগুন তাদেরকে ধাওয়া করবে।

তৃতীয়. যারা হবে ঐ সময়ের সর্ব নিকৃষ্ট মানুষ বিশ্বাসঘাতক,তারা হেঁটে হেঁটেই মহাসমাবেশে সিরিয়ার ময়দানে যেতে হবে। অগ্নি ধাওয়া করে তাদেরকে নিয়ে যাবে,পিছন থেকে অগ্নি তাদেরকে হাঁকাতে থাকবে, এবং প্রত্যেক দিক থেকে সমবেত হওয়ার স্থল মহাসমাবেশ সিরিয়াতে অগ্নি ধাওয়া করে নিয়ে যাবে। যে পিছনে পড়বে অগ্নি তাকে গ্রাস করে ফেলবে। অগ্নি তাদেরকে এমনভাবে ধাওয়া করবে যে, দিনের বেলায়

মানব মন্ডলী যেখানে অবস্থান করবে আগুনে তাদের সাথে তথায় অবস্থান করবে। অনুরূপভাবে ভোরে ও সন্ধ্যায় তারা যেখানে থাকবে আগুনও তাদের সাথেই থাকবে। আগুন তাদের থেকে পৃথক হবে না, যতক্ষণ না তারা মহাসমাবেশে পৌঁছায়। [208]

সিরিয়ার ভূমি মহাসমাবেশ ও হাশরের ময়দানের জন্য নির্ধারণ করার কারণ হলো,আখেরী জামানায় ফেতনা বিপর্যয় যখন ব্যাপক আকার ধারণ করবে, তখন সিরিয়া এলাকায় নিরাপত্তা শান্তি শৃঙ্খলা ও ঈমান বজায় থাকবে। তাই মুমিনদের হেফাজতের লক্ষ্যে আল্লাহ তা'আলা আগুনের মাধ্যমে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ঈমানদারদেরকে একত্রে বসবাসের সুযোগ করে দেবেন। ঈমানদারগণ ঈমান ধরে রাখা যেন সহজ হয় তারই জন্য আল্লাহতালা এই অগ্নি মহাসমাবেশ ঘটাবেন। [209]

বাকি আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন।

الله تعالى اعلم بالثواب وحقيقة الحال

দ্বিতীয় মহাসমাবেশ যেটা প্রলয়ের পর ঘটবে,এটাও হবে দুটি এই সর্বমোট চারটি মহাসমাবেশ। প্রলয়ের পর মহাসমাবেশ ঘটবে মহাপ্রলয় হয়ে সব যখন ধ্বংস হয়ে যাবে পাহাড় পর্বতমালা সমতল ভূমিতে পরিণত হয়ে যাবে পৃথিবীতে কোন আঁকা বাঁকা ও টিলা থাকবে না। প্রলয়ের পর মাত্র আটটি বস্তু থাকবে

১) আল্লাহ তা'আলা। ২)আরশে মুয়াল্লা। ৩) কুরসি। ৪)আলমে আরওয়াহ্ তথা রূহ ও রুহজগত। ৫) লৌহ যেখানে মানুষের আমলনামা লেখা আছে। ৬) কলম, যেটা দ্বারা আমলের কথা লিখে রাখা হয়। ৭) জান্নাত। ৮) জাহান্নাম। মহাপ্রলয়ের পর এই আটটি জিনিসমাত্র টিকে থাকবে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় এর ৪০ বছর পর আল্লাহ তা'আলা ইসরাফিল (আ.) কে জীবিত করে পুনরায় সিঙ্গা হাতে দিয়ে সিঙ্গায় ফুঁৎকার দিতে বলবেন। তখনই মানব মন্ডলী আপন আপন

---

[208] বুখারী শরীফ হাদিস নং ৬৫২২, মুসলিম শরীফ হাদিস নং ২৮৬১ ফতহুলবারী খন্ড নং ১১, পৃঃ নং ৩৭৯-৯৮০ মুসনাদে আহমাদ খন্ড নং ১১, পৃঃ নং ৯৯ হাদিস নং

[209] শরহুন নববী লি মুসলিম খন্ড নং ১, পৃঃ নং ১৯৪-১৯৫ তাফসীরে ইবনে কাসীর, তাফসীরে কুরতুবী

কবর থেকে উঠে মহাসমাবেশে সিরিয়ার ময়দানে উপস্থিত হতে থাকবে। সিরিয়াই হবে হাশর ও মহাসমাবেশের বিশাল মাঠ, এটাই হবে আখেরাতের প্রথম মহাসমাবেশ। [210]

এখানেও মানুষ সর্বপ্রথম **তিন** দলে বিভক্ত হবে তারপর **ছয়** দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। যেটা লেখা আছে বান্দাহর শাইখ মুফতি আজম ছালেছ আল্লামা মুফতি সাইফুল ইসলাম সাহেবের তাকরীরে ,বিনা হিসাবে জান্নাতের বর্ণনায়।

দ্বিতীয় মহাসমাবেশ আখেরাতে

মানুষের বিচার কার্য শেষ হয়ে গেলে একদিন আল্লাহ তা'আলা শুক্রবার দিবসে জান্নাতীদিগকে সিরিয়ার ময়দানে উপস্থিত হতে বলবেন তথায় আল্লাহ তা'আলার সাথে এক অভিনব পদ্ধতিতে সাক্ষাৎ হবে এটাও হবে এক মহাসমাবেশ।[211]

এ সকল মহাসমাবেশের দিকে নজর করে কিতাবটির নামকরণ করা হয়েছে মহাসমাবেশ।

বিঃদ্রঃ এ অগ্নি উদগীরণ, মহাপ্রলয় বা কিয়ামতের সর্ববৃহৎ সর্বশেষ আলামত বা নিদর্শন এই আগুন ইয়েমেনের আদন নামক গভীর গর্ত থেকে বের হয়ে আসবে। এর মূল উৎপত্তি স্থল হবে হাজরা মাউত সমুদ্র, তাই হাদীসে তিনটি স্থানের কথাই উল্লেখ আছে এবং এটাই হবে সর্ববৃহৎ নিদর্শন এর সর্বপ্রথম এবং সর্বশেষ নিদর্শন। কেননা এ নিদর্শনের পর পৃথিবীতে আর কোন মৌলিক বস্তু বিদ্যমান থাকবে না। সারা পৃথিবী নীরব ও নিস্তব্ধ হয়ে যাবে, শুধুমাত্র সিরিয়াতেই লোক বসতি থাকবে। এর পূর্বেই কাবা গৃহ দুর্বিত্ত ও নিকৃষ্ট ব্যক্তিবর্গ ভেঙ্গে মাটির সাথে মিশিয়ে দিবে, তাই তখন মক্কা মদিনাতে আর লোক বসতি থাকবে না। কিয়ামতের পূর্বে মানুষ মক্কা মদিনা ছেড়ে বাইতুল মুকাদ্দাসে এসে বসবাস করবে। তথায়ও নিরাপত্তাহীন হলে আল্লাহ

[210] সুরা ত্ব'হা ১০৫, বুখারী শরীফ হাদীস নং ৩৩২৯ সুরা ত্ব'হা ১০৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা, তাফসীরে ইবনে কাসীর, তাফসীরে কুরতুবী, তাফসীরে মাযহারী ।

[211] তাফসীর ইবনে কাসীর, তাফসীরে কুরতুবী, তাফসীরে মাযহারী।

তা'আলা অগ্নি সংযোগের মাধ্যমে সিরিয়ায় মহাসমাবেশ ঘটাবেন। এরপরই সিরিয়াতেই আল্লাহ তা'আলা এক শীতল কোমল ও মোলায়েম বাতাস পাঠাবেন, যার ফলে ভূপৃষ্ঠে যত লোকের অন্তরে সামান্য ঈমান থাকবে তাদের আত্মা আল্লাহ তা'আলা উক্ত বাতাসের মাধ্যমে কেড়ে নিবেন। এরপর আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করনেওয়ালা আর কেউ বেঁচে থাকবে না। শুধুমাত্র দুই একজন এমন লোক থাকবে যারা বলবে আমাদের পূর্বপুরুষগণ আল্লাহ আল্লাহ বলতো আমরা বলি না,ঐ লোকটি ইন্তেকালের পরপরই আল্লাহ তা'আলা আদেশ দিবেন ইসরাফিল (আ.) কে সিঙ্গায় ফুৎকার দিতে আর অমনি ইসরাফিল আলাইহিস সালাম সিঙ্গায় ফুৎকার দেবেন সাথে সাথেই সব ধ্বংস লীলায় পরিণত হবে, এটাকেই বলে মহাপ্রলয়, যাকে মানুষে কিয়ামত মনে করে থাকে।[212]

কিয়ামতের আলামত সমূহ

.সর্বশেষ আলামত সিরিয়ায় কোমল বাতাস প্রবাহিত হওয়া মুমিনদের মৃত্যুবরণ ঘটা।

. এর পূর্বে ইয়ামেনের আদন শহর থেকে অগ্নি উদগীরণ বা বের হওয়া।

. এর পূর্বে ধোঁয়ায় আচ্ছাদিত হওয়া। একনাগাড়ে ৪০ দিন থাকবে এ ধোঁয়া পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে যাবে। এমন ধোঁয়ায় আচ্ছাদিত হওয়ার ঘটনা পৃথিবীতে এখনো দুইবার ঘটবে।

প্রথম বার নিউক্লিয়ার যুদ্ধের কারণে তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধে। মারনাস্ত্রের ঝনঝনানীতে সারা পৃথিবী ধোঁয়ায় ঢেকে যাবে ,এরই কারণে একাধারে ৪০দিন পৃথিবীতে সূর্যের আলো পতিত হতে বাঁধা প্রাপ্ত হবে। অত্র ধোঁয়া পূর্ব দিক হতে শুরু হয়ে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হতে থাকবে, এরই কারণে বহুলোকের মৃত্যু ঘটবে। বাকি আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা।

[212] বুখারী শরীফ হাদিস নং ৩৩২৯,মুসলিম শরীফ হাদিস নং১১৭+ ২৯৪০, ফাতহুল বারী খন্ড নং ১৩, পৃঃ নং ১৯-৮২-৮৫,শরহুন নববী খন্ড নং ২, পৃঃ নং ১৩২

এরপরই মহাসমাবেশ। (সূরা ওয়াকিয়া আয়াত নং ৭, সূরা ইব্রাহীম আয়াত নং ৪৮)

আর দ্বিতীয়টি হবে কিয়ামতের পূর্বক্ষণে,সেটাও ৪০দিন স্থায়ী হবে। [213]
. এর পূর্বে দাব্বাতুল আরদ(এক চতুষ্পদ জন্তু)বের হওয়া।
. যার পরপরই এলেম উঠে যাবে কোরআনের আয়াত মুছে যাবে।
. এর পূর্বে পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদিত হওয়া।
. এর পূর্বে প্রাচ্য,পাশ্চাত্য ,আরব উপদ্বীপে অর্থাৎ তিন জায়গায় ভূমিধ্বস হবে। নাউজুবিল্লাহি মিন জালিকা।
এরে পূর্বক্ষণে হাফসিদের হাতে কাবা শরীফ বিলীন হবে তার এই ফলশ্রুতিতে ভূমিধ্বস হবে।
. তিন খলিফার খেলাফত কায়েম হওয়া, ও সর্বশেষ কাহতান গোত্রের এক ব্যক্তির খেলাফত কায়েম হওয়া। এই তিন বা ৬ খলিফার খেলাফতের পর মানুষ যখন আবারো খারাবির দিকে এগিয়ে যাবে তখন এই ভূমিধ্বস শুরু হবে।
. এর পূর্বে হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম (আ.) এর অবতরণ, দাজ্জাল সাবুখানা মুখ এলাকায় আসলে মক্কা মদিনায় তিনটি ভূমিকম্প হবে।
. এর পূর্বে দাজ্জালের অভ্যুর্দয় ও তার তান্ডব লীলা।
. এরই পূর্বে হবে দুর্ভিক্ষ্য। মোটকথা এটাই হলো বৃহৎ বৃহৎ আলামত, যার মধ্য হতে সর্ববৃহৎ আলামত হলো অগ্নি সমাবেশ।

والله تعالى اعلم بالصواب وحقيقة الحال

আলামতের মধ্য হতে কোনটি আগে এবং কোনোটি পরে পাঠাবেন। সেটা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। গায়েবী খবর একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন রাসুল (স.)ও ধারাবাহিকতার খবর বলে যাননি।
সেদিন মহাসমাবেশ করতে চেয়েছিলাম **মু'মিন**দের সংস্পর্শে আল্লাহ **তা'আলার** রহমতের আশাবাদী হয়ে" আর কিয়ামতের ময়দানে মহাসমাবেশ ঘটবে একমাত্র মুমিনদেরই মাঝে আল্লাহ **তা'আলা**র দ্বীদারের লক্ষ্যে"

[213] বুখারী শরীফ হাদীস নং ৪৬৩৪,৪৬৩৫,খণ্ড নং ২য়,
তাফসীরে কুরতুবী খণ্ড নং ৯, পৃঃ নং ১০৩,সুরা দুখান আয়াত নং ১০

দাজ্জালের কঠিন ফিতনা

দাজ্জাল কোন এলাকায় গেলে তথাকার লোকেরা যদি তাকে মেনে না নেয় তাহলে অত্র এলাকার খাদ্য সামগ্রী ও অস্থায়ী সম্পদ তার সাথে হেঁটে চলে যাবে, কারো সাধ্য হবে না ধরে রাখবে এবং সেই এলাকায় বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ হয়ে যাবে, ফসলাদি ধ্বংস হয়ে যাবে এবং দুর্ভিক্ষে মানুষ অস্থির হয়ে পড়বে,খাদ্য অভাবে মানুষ ছোটাছুটি করতে থাকবে। আর যারা তার কথা মেনে নেবে সে এলাকায় নিয়ম মাফিক বৃষ্টি বর্ষণ হবে, এলাকায় ফসলাদি সুন্দর নিয়মে হতে থাকবে, অত্র এলাকায় কোনই অভাব দেখা দেবে না। এ কারণে অনেকেই তার ধোকায় পড়ে ঈমান হারাতে থাকবে। আর যারা ঐ মুহূর্তে আল্লাহ তা'আলার জিকিরে লিপ্ত থাকবে বা কোরআন তেলাওয়াত করতে থাকবে এবং পূর্ব বর্ণিত ১০ টি আমলে জুড়ে থাকবে, ঘরের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে থাকবে তারাই একমাত্র দাজ্জালের ফেতনা থেকে রেহাই পাবে, ইনশা আল্লাহু তাআলা।
কেননা দাজ্জাল চার বিষয়ে দুর্বল থাকবে
এক.মুমিনের ঈমান কেড়ে নিতে পারবে না।
দুই. যে ঘরে বসে গা-ঢাকা দিয়ে আল্লাহ তা'আলার জিকির ও ইবাদতে লিপ্ত থাকবে তাকে বের করে আনতে পারবে না।
তিন. মক্কা মদিনায় প্রবেশ করতে সক্ষম হবে না।
চার. সেই ছেলেটিকে আর দ্বিতীয়বার মারতে/কতল করতে সক্ষম হবে না, ইনশা আল্লাহু তা'আলা। [214]
এটাও জেনে রাখা দরকার যেঃ-
আধুনিক সমারাস্ত্রের পরিসমাপ্তি এবং প্রাচীন ধারার পুনরাবৃত্তি ঘটবে, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমেই, ইনশা আল্লাহু তা'আলা।
ইমাম মাহদী (রা.)এবং দাজ্জালের আবির্ভাব এর পূর্বেই ঘটবে সম্ভাবনা ইনশা আল্লাহু তা'আলা। আর ঐ সময় সকল পরা শক্তির অবসান ঘটে যাবে ইনশা আল্লাহ তা'আলা, বাকি আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা। [215]

[214] মুসনাদে ইমাম আহমদ , হাদীস নং ৫৩৫৩,/২৩১৫৯/২৩৪৮৭ মুসলিম শরীফ হাদীস নং ২৯৩৮ সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৪০৭৭

কিয়ামত, পুনরুত্থান,মহাসমাবেশ

قال الله تعالى وان كل لما جميع لدينا محضرون

অর্থঃ- আল্লাহ তা’আলা বলেন,ওদের সবাইকে সমবেত/মহাসমাবেশ অবস্থায় আমার দরবারে উপস্থিত হতেই হবে। [216]

وقال تعالى لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملئكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا

অর্থঃ- আল্লাহ তা’আলা বলেন,মাসীহ ঈসা (আ.) আল্লাহর তা'আলার বান্দাহ হওয়ায় এতে আল্লাহ তা’আলার এবং তার মুকাররব ফেরেস্তাদের জন্য কোনই লজ্জা করার কারণ নেই এবং হযরত ঈসা (আ.) এরও লজ্জা বোধ হওয়ার কোন কারণ থাকতেই পারেনা । অবশ্যই এটা জেনে রাখা দরকার যে,যারা আল্লাহ তা’আলার দাসত্বে লজ্জা বোধ করবে এবং অহংকার করবে(আর যারা অহংকার করবে না) আল্লাহ তা’আলা সবাইকে তার নিজের কাছে সমবেত করবেন। [217]

وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم ينفع فيه اخرىٰ فاذاهم قيام ينظرون - ثم يقال يا ايها الناس هلموا الى ربكم وقفوهم انهم مسئولون [218]

অর্থঃ- প্রথম ফুৎকারের পর পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে, মানুষজন সকলেই মৃত্যু বরণ করবে। এরপর আল্লাহ তা’আলা হালকা বৃষ্টি বর্ষণ করবেন বা শিশির বর্ষণ করবেন। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে ৪০ বছর একাধারে বৃষ্টি হতেই থাকবে,যার মাধ্যমে আল্লাহ তা’আলা মানুষের শরীরকে আবার পুনঃজীবিত করবেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে মানুষ সব ওলের ডাটার ন্যায় গজিয়ে দাড়িয়ে থাকবে। এরপর আল্লাহ তা’আলার আদেশে ইসরাফিল (আ.) আবার যখন শিঙ্গায় ফুঁক দিবেন তখন মানুষ সব দাঁড়িয়ে চারিদিক দেখতে থাকবে। এরপর বলা হবে হে

[215] সহীহ মুসলিম শরীফ হাদীস নং ২৮৯৯ মুসনাদে ইমাম আহমদ হাদীস নং ৩৬৪৩/৪১৪৬
[216] সুরা ইয়াসিন আয়াত নং –৩২
[217] সুরা নিসা আয়াত নং — ১৭২
[218] মুসলিম শরীফ হাদীস নং ২৯৪০

মানুষেরা! তোমরা তোমাদের রবের দিকে এগিয়ে আসো। আর ফেরেস্তাদেরকে বলা হবে তাদের কে দাড় করিয়ে রাখো,নিশ্চয়ই তারা জিজ্ঞাসিত হবে! [219]

আল্লাহ তা’আলার ওলীদের পরিচয়

জেনে রাখা দরকার কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ-তা’আলার ওলীগণ ব্যতিত কেউ নাজাত পাবে বলে আশা করা যায়না।

قال الله تعالى ولهدينٰهم صراطا مستقيما۔ ومن يطع الله والرسول فأُولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصّدّيقين والشهداء والصّلحِين وحسن اولئك رفيقا

আল্লাহ তা’আলা বলেন,আর আমি তাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করবো। আর যেকেউ আল্লাহ তা’আলার হুকুম ও তার রাসুলের হুকুম মান্য করবে তাহলে যাদের প্রতি আল্লাহ তা’আলা নিয়ামত দান করেছেন। সে তাদের সঙ্গী হবে,তারা হলেন নবী, ছিদ্দিক, শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ ,আর তাদের সান্নিধ্যই হলো উত্তম। [220]
পূর্ব বর্ণিত ব্যক্তিবর্গই হলেন আল্লাহ তা’আলার ওলী।

দুনিয়াতে তাদের পরিচয়

যাদের সংস্পর্শে বসলে মনের গভীর থেকে দুনিয়ার মোহ কমে যায়, এবং পরকালের চিন্তা আন্তরে জুড়ে বসে তারাই হলেন আল্লাহ তা’আলার ওলী ।
তাদের সংস্পর্শের কল্যাণ আখেরাতের ভাবনাগুলো সহচরদের মাঝেও ছড়িয়ে পড়ে। কুরবানি,ত্যাগস্বীকার করা, মুজাহাদাহ, দ্বীনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করা। রোনাজারী,আল্লাহ তা’আলার ভয়ে চক্ষু শীতল হাওয়া,চোখে পানি দেখা দেওয়া। এসবই আল্লাহ ওয়ালাদের সংস্পর্শের কারণেই ঘটে থাকে। তাই আল্লাহ-তা’আলার ওলীদের সান্নিধ্য লাভের জন্য চেষ্টা কোশেষ করতে থাকি।

[219] মুসলিম শরীফ হাদীস নং ২৯৪০ লম্বা হাদিসের একটি অংশ মাত্র
[220] সুরা নিসা আয়াত নং —৬৮-৬৯

তাই যে প্রত্যহ কমপক্ষে বিশ বার নিজের মৃত্যুর কথা স্মরণ করবে,সেই কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ-তা'আলার ওলীদের বা শহীদদের সাথে পুনরুত্থিত হতে পারবেন, ইনশা আল্লাহু তা'আলা। [221]

এমন কেনো হয়েছে মানুষ"
মরন আসার নেই কোন হুঁশ"
এক দণ্ডের নেই কো গ্যারান্টি"
শত বছরের বুনছে ফানুস"(তথা সামানা ঘর বাড়ি)

মৃত্যুকে স্মরণ করার উপকারিতা

সুরা লোকমান আয়াত নং ৩৪ এই আয়াতের তাফসীরে আছে আল্লামাহ কুরতুবী রহঃ লিখেছেন, মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ করলে কমপক্ষে তিনটি লাভ হয়ঃ-

১.দ্রুত তাওবা করার তাওফীক হয়।
২. দুনিয়ার অল্প বস্তুতেই সে তুষ্ট হতে পারে।
৩. সে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার ইবাদাতের মাধ্যমে দিলের মাঝে ফুর্তি বোধ করতে থাকে । মৃত্যুর কথা বেশি বেশি স্মরণ করে যে,সেই আল্লাহ তা'আলার ওলী হতে পারে।

ওহে পরলোক যাত্রার পথিক

১ .এ ধরাতে সমান তালে জীবন কাটেনি কারো"
এক সন্ধ্যা দেখছো তুমি দেখতে পাবে আরো"
২.দু গজের এই ছোট জমি এটাই তোমার ঘর"
এইখানেতেই করবে বসত বাকি জীবন ভর"
৩.ভবের এই পাঠশালায় নেইতো কেউ চিন্তাহীন"
মানুষ হলে চিন্তা রবে, অমানুষই ভাবনাহীন"

ওহে পথিক আপনাকে পাঁচটি মঞ্জিল পার হতে হবে,তবেই শান্তিময় জান্নাত পাবে।

১. মৃত্যু,কালেমা নসিব হয়ে।
২. কবর, প্রশস্ত হলে।

[221] মিশকাত শরীফ কিতাবুল জানায়েজ হাদীস নং ১৪০

৩. হাশর বা কিয়ামতের মাঠ ,বিনা হিসাবে পার হতে পারলে।
৪.মিজান ওজনের পাল্লা ,নেকীর পাল্লা ভারী হলে।
৫. সর্বশেষ মঞ্জিল পুলসিরাত,বিজলীর ন্যায় পার হতে পারলে,তবেই বিনা হিসাবে জান্নাত।

তাই এই দুনিয়াতে উক্ত মানজিলগুলোর কথা স্মরণ রেখে চলি। তবেই জীবন হবে ধন্য,ইনশা আল্লাহু তা'আলা।

দূখান বা ধোঁয়া

قال الله تعالى يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ

আল্লাহ তা'আলা বলেন,হে নবী আপনি অপেক্ষা করুন,যেদিন আকাশে প্রকাশ্য ধোঁয়া দেখা যাবে,যা মানুষকে ঘিরে ফেলবে। নিশ্চয় আমরা এতে বিশ্বাসী। [222]

يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰى اِنَّا مُنْتَقِمُوْنَ

যেদিন আমি তোমাদেরকে প্রবলভাবে পাকড়াও করব, সেদিন নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে শাস্তি দিবই। [223]

ব্যাখ্যাঃ-উক্ত আয়াতের আসল হাকিকত আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন তবে হাদীস ও কুরআনের আলোকে বলা চলে পূর্বে অত্র আয়াতের ঘটনা মক্কাবাসীদের উপর ঘটে গেছে। আরো সম্মুখে উক্ত আয়াতের ঘটনা ঘটতে চলেছে যেটা বড়দের ভবিষ্যৎ বাণী এবং অভিজ্ঞতার আলোকে বলা চলে এখনোও দুইবার কমপক্ষে উক্ত আয়াতের ঘটনা ঘটবে। ২০২৫ থেকে ২০৩৬ সালের মাঝে নিউক্লিয়ার যুদ্ধের কারণে ৪০ দিন একাধারে সারা পৃথিবী ধোঁয়ায় আচ্ছাদিত হয়ে যাবে। আর সুরা দূখানের ১০-১২ আয়াতের আরেকটি ঘটনা যেটা কেয়ামতের বড় আলামত সমূহের মধ্য হতে একটি, যেটা কিয়ামতের পূর্বক্ষণে ঘটবে,ইনশা আল্লাহু তা'আলা। বাকি আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন।

[222] সুরা আদ দুখান আয়াত নং —১০-১২
[223] সূরা দুখান আয়াত ১৬

এবং সুরা দুখানের ১৩-১৬ নং আয়াতের ঘটনাও একবার ঘটে গেছে, যেটা বদর প্রান্তে ঘটেছিল, বড়দের ভবিষ্যৎ বাণী এবং অভিজ্ঞতার আলোকে বলছে। আরো দুটি ঘটনা এখনো সম্মুখে আছে, যেটা ২০২৮ সাল থেকে ২০৪০ সালের মাঝেই ঘটবে। আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য বান্দাহদিগকে দুনিয়াতেই পাকড়াও করবেন এবং চিরতরে ধ্বংস করে দিবেন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা।এরপর দ্বিতীয়টি পুরোপুরি প্রতিশোধ নেওয়ার ঘটনা কিয়ামতের ময়দানে ঘটবে, ইনশা আল্লাহু তা'আলা বাকি আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। [224]

পশ্চিম দিক থেকে চন্দ্র সূর্য উদিত হওয়া

কিয়ামতের এক বড় নিদর্শন, একদা বিরাট বড় একটি রাত হবে, যার পরপরই সকাল বেলা চন্দ্র এবং সূর্য একত্রিতে পশ্চিম দিক হতে উদিত হবে। যা দেখে মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে কালেমা শরীফ পড়বে, ঈমান আনতে চেষ্টা করবে,কিন্তু তাদের সে ঈমান গ্রহণ করা হবে না। কেননা,রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন উক্ত রাত্র পর্যন্ত তাওবার দরজা খোলা থাকবে। চন্দ্র সূর্য যেদিন একত্রিতে পশ্চিম দিক হতে উদিত হবে এর সাথে সাথেই তাওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। এর পূর্বে যারা মমিন থাকবে তারাই একমাত্র মুমিন বলে গণ্য হবে। আর যারা এর পূর্বে অবাধ্য ছিলো, তাদেরকে বে-ঈমান ও অবাধ্য বলে গণ্য করবেন,স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই। [225]

সর্ববৃহৎ দিন

কিয়ামতের আলামত সমূহ যা হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে তার সবই অবশ্যই ঘটবে, ইনশা আল্লাহু তা'আলা। কোনোটি আগে আবার কোনোটি পরে ঘটবে, তবে কোনটি আগে আর কোনটি পরে সেটা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই গায়েবী খবর রাখেন। আর কেউ গায়েবী খবর জানে না।

[224] সুরা আদ দুখান আয়াত নং —-১০-১৬ তাফসীরে ইবনে কাসীর, তাফসীরে কুরতুবী, তাফসীরে মাযহারী।

[225] বুখারী শরীফ হাদীস নং ৪৬৩৫,৪৬৩৬,৬৫০৬,৭১২১, মুসলিম শরীফ হাদীস নং ১৫৭

স্বয়ং রাসুল (স.) গায়েবী খবর রাখেন না।

এমনও হতে পারে দুনিয়াতে দ্বীন এবং দ্বীনের সহীহ মেহনত চালু থাকলে আল্লাহ তা'আলা এখনো হাজার হাজার বছর ধরে দুনিয়ার নিজাম নিয়ম শৃঙ্খলা টিকিয়ে রাখবেন। আর যখনই দুনিয়ার মানুষ দ্বীন এবং দ্বীনের সহীহ মেহনত ছেড়ে দিবে, তখন আল্লাহ তা'আলা প্রয়োজনে একটি দিন অধিক বড় করে রেখে দিয়ে কিয়ামতের সকল নিদর্শন অত্র একদিনের মধ্যেই প্রকাশ ঘটিয়ে কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত করবেন। এটা করা আল্লাহ তা'আলার নিকট কোন কঠিন কাজ নয়! রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন,

لا تقوم الساعه حتى يقول الله الله

অর্থঃ- কেয়ামত কায়েম হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ আল্লাহ শব্দ উচ্চারিত হবে। [226]

উক্ত হাদীসের আদলে বোঝা যায় দুনিয়াতে একজন ব্যক্তিও যদি দ্বীন ধরে রাখেন, তাহলে আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীকে আপন অবস্থায় রেখে দিবেন এবং পৃথিবীর সকল নেজাম ঠিক রাখবেন।

ان الله على كل شيء قدير [227]

সকল ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই। কেননা সহীহ হাদীসের আলোকে বোঝা যায় আল্লাহ তা'আলা অধিক রাগান্বিত হয়ে কিয়ামত সংঘটিত করবেন। মানুষ যখন সকলেই আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য হয়ে আল্লাহ তা'আলা ও মানুষের চরম শত্রু শায়তানের প্ররোচনায় আবারো মূর্তি পূজায় মনোনিবেশ দিতে থাকবে। যখন মানুষ সকলেই শয়তানের খপ্পরে পড়ে মূর্তি পূজায় লেগে যাবে তখনই আল্লাহ তা'আলা রাগান্বিত হয়ে ইসরাফিল (আ.)কে শিঙ্গায় ফুৎকার দিতে বলবেন। হযরত ইসরাফিল (আ.) আল্লাহ তা'আলার আদেশে শিঙ্গায় ফুঁৎকার দিলেই আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় আসমান, জমিন,পাহাড়,

[226] মুসলিম শরীফ হাদিস নং ২৩৪

[227] সূরা আলে ইমরান আয়াত ১৬৫ সূরা বাকারা আয়াত ২০

পর্বত, সকল স্থাপনা নিমেষের মধ্যে ধ্বংস হয়ে যাবে। ইনশা আল্লাহু তা'আলা। [228]

শায়খুল হাদীস আল্লামাহ আহমদ শফী সাহেব (রহ.) এর বাণী ও নসিহত (চতুর্থ মোহতামীম হাটহাজারী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়) - দ্বীনহীনদের ধোঁকাবাজির পদ্ধতি

কাউকে গ্যাড়াকলে ফেলতে কমপক্ষে ছয়টি পদ্ধতিতে চেষ্টা করে থাকে
১. মিডিয়া প্রপাগাণ্ডা ,তথা মিডিয়ার মাধ্যমে মিথ্যা প্রচার করতে চেষ্টা করে।
২. তার বিরোধী ব্যক্তিকে অর্থের লোভ দেখিয়ে আয়ত্বে করার চেষ্টা করে।
৩ সাংশন তথা বাঁধা প্রধান,এ করবেনা,তা করবেনা ইত্যাদি বলতে থাকে।
৪.সময় সুযোগে দেশের মিলিটারী বা আর্মিদেরকে হাতে নিতে চেষ্টা করে।
৫.তার নামে কেস-কারবারী করে তাকে দুর্বল করতে চেষ্টা কোশেষ করে।
৬.এ গুলোর কোনটিতে লাভবান না হতে পারলে গুপ্ত হত্যার চেষ্টা করে।
এই ছয় পদ্ধতিতে কাউকে গ্যাড়াকলে ফেলতে চেষ্টা কোশেষ করে। তবে সতর্ক থেকে পরামর্শ সাপেক্ষে চললে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মদদ, নুসরত ও সাহায্যের মাধ্যমে টিকে থাকতে পারে। ইনশা আল্লাহ তায়ালা।

একনজরে পূর্নাঙ্গ হিসাব

২০২৫ থেকে ২০২৮ সাল পর্যন্ত তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ,যার মাধ্যমে সকল পরাশক্তি পৃথিবীর মানচিত্র থেকে বিদায় নিবে, ইনশা আল্লাহু তা'আলা। এরপর ২০২৮ সাল হতে ২০৩০ সাল পর্যন্ত হযরত ইমাম মাহদী (রা.) এর আগমন এবং সিন্দু এলাকাসহ মক্কা মদিনা পুরা আরব ভূমি তার হস্তগত হবে, ইনশা আল্লাহু তা'আলা। এরপর ২০৩০থেকে ২০৩৩সালের মাঝেই চতুর্থ বিশ্বযুদ্ধ,যাকে বলে মালহামাহ বা গাজওয়ায়ে হিন্দ,এযুদ্ধে মুসলমানরা জয়লাভ করবে, ইনশা আল্লাহু তা'আলা। ২০৩৩ থেকে ২০৩৬ সাল পর্যন্ত দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা, নাউজুবিল্লাহি মিন জালিকা। ২০৩৬ সালের মাঝেই দাজ্জালের আবির্ভাব ও ৫ম বিশ্বযুদ্ধ। ২০৩৭ থেকে ২০৪০ সালের কোন এক

[228] মুসলিম শরীফ হাদিস নং ২৯৪০

শুভক্ষণে হযরত ঈসা (আ.) এর আগমন ঘটবে , ইনশা আল্লাহু তা'আলা এবং ষষ্ঠ বিশ্বযুদ্ধ,এ যুদ্ধে দাজ্জাল ও ইহুদীবাদী দলের ধ্বংস নেমে আসবে ইনশা আল্লাহু তা'আলা।
তবে যদি দ্বীন ধরে রাখতে পারি তাহলে আল্লাহ তা'আলা আরো হাজার হাজার বছর দুনিয়াকে এমনি ভাবে রেখে দিবেন। কিয়ামতের পূর্বে একটি বড় দিনের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সকল ওয়াদা পূর্ণ করে দেখাবেন। ইনশা আল্লাহু তা'আলা। তবে এগুলো অবশ্যই ঘটবে যখনই হোক না কেনো,আগে বা পরে অথবা একদিনের মাধ্যমে। বাকি আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা। وما علينا الا البلاغ

وما توفيقي الا بالله وعليه توكلت واليه انيب

মুসলিম উম্মাহর ঐতিহ্যের এ সকল ভবিষ্যত বাণীর ওজুদ পাওয়া যাবে
১) হযরত কা'আব ইবনে যুহায়ির (রা.) এর রচিত কসিদায়।
২) হযরত ইমামে আজম আবু হানিফা (রা.) এর রচিত কসিদায়ে নোমান (রা.)।
৩) হযরত মহিউদ্দিন বড় পীর সাহেব আব্দুল কাদের জিলানী রহঃ এর রচিত কসিদাহ।
৪) হযরত শাহ নিয়ামত উল্লাহ কাশ্মিরী রহঃ এর রচিত কসিদায়ে শাহ্ নিয়ামতুল্লাহ (রহ.) কাসিদায়ে সওগাত.
৫) হযরত ইমাম শরফুদ্দিন আল বুসিরী রহঃ এর রচিত কাসিদায়ে বুরদা। এবং কোরআন মাজীদ ও হাদীস শরীফ তথা বুখারী শরীফ,মুসলিম শরীফ, তিরমিজি শরীফ, আবু দাউদ শরীফ,নাসাঈ শরীফ,ইবনে মাজা শরীফ ,মুসনাদে ইমামে আহমদ,মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, মুসনাদে ইমাম আজম (রা.) ও কিতাবুল আসার, গ্রন্থদ্বয়। সেই সাথে **এ বিষয়ে আরো কিতাব** সমূহঃ-
আলামতে কিয়ামত বিষয়ে অনেকেই কিতাব লিখে গেছেন তন্মধ্য হতে
১. ইমাম নুআঈম ইবনে হাম্মাদ **(রা.)** এর কিতাবুল ফিতান, মৃত্যু ২২৮হিজরী। ২. ইমাম আবু আলী হাম্বল ইবনে ইসহাক শায়বাণী **(রহ.)** এর কিতাব, আল ফিতান। মৃত্যু ২৭৩ হিজরী। ৩.ইমাম ইবনে কাসীর **(রহ.)** তার কিতাব আন নিহায়া ফিল ফিতান। মৃত্যু ৭৭৪ হিজরী।
আরো অনেকেই এ বিষয়ে কিতাব লিপিবদ্ধ করেছেন।

বিঃদ্রঃ-কিতাবটিকে নির্ভুল করতে আমরা চেষ্টার কোনই ত্রুটি করিনি, তথাপিও ইলমি দুর্বলতা ও অসতর্কতা বশত ভুল থাকতেই পারে৷ কোন সচেতন পাঠকের নজরে ভুল ধরা পড়লে তা নিম্ন মোবাইল নম্বরে জানানোর বিনীত অনুরোধ রইলো, আল্লাহ তা'আলা সকলকে উভয় জাহানে জাঝায়ে খায়ের ও উত্তম বিনিময় দান করুন৷ আমিন।

اللهم آمين يارب العٰلمين

মোবাইল নং ০১৮৭৬২৮৯৬৯৩ - ০১৭৭১০৯২৪৪৮

উপস্থিত কিতাব সমুহ

হামি'উস্ সুন্নাহ কামি'উল বিদ'আহ মুফতিয়ে আযম আল্লামাহ ফয়জুল্লাহ সাহেব চাটগামী রহঃ -এর সুযোগ্য খলীফা হযরতুল আল্লাম মুফতী সাইফুল ইসলাম সাহেব হাতিয়ার হযরত রহঃ -এর

নসিহত সমগ্র ১

- হেকমতের বাণী

নসিহত সমগ্র ২৬

- মাজলিসে উলামা

আসন্ন কিতাব সমূহ

হামি'উস্ সুন্নাহ কামি'উল বিদ'আহ মুফতিয়ে আযম আল্লামাহ ফয়জুল্লাহ সাহেব চাটগামী রহঃ -এর সুযোগ্য

- দোয়া ও মোনাজাত
- শরহে নাহবেমীর
- মুখতাসার নাহু
- শরহে ফুসূলে আকবারী

খলীফা হযরতুল আল্লাম মুফতী সাইফুল ইসলাম সাহেব হাতিয়ার হযরত রহঃ -এর

- জীবন ও কর্ম/সংক্ষিপ্ত জীবনী

হামি'উস্ সুন্নাহ কামি'উল বিদ'আহ মুফতিয়ে আযম আল্লামাহ ফয়জুল্লাহ সাহেব চাটগামী রহঃ -এর সুযোগ্য খলীফা হযরতুল আল্লাম মুফতী সাইফুল ইসলাম সাহেব হাতিয়ার হযরত রহঃ -এর

নসিহত সমগ্র ১০

- পাঁচ আমল

নসিহত সমগ্র ২-২৫

- আল মাওজুয়াত
- জয়ীফ হাদীস কখন আমলযোগ্য
- আমলযোগ্য নয় কোন হাদীসটি
- তাকরীরে মাজমুয়ে মানতেক
- তাকরীরে মুখতাসারুল মা'নী
- তাকরীরে উসূলে ফিকাহ
- তাকরীরে উসূলে হাদীস।
- মাবাদীউল উসুল উসূলে হাদীস
- ভূগোল শাস্ত্র
- نكات بارى تقرير الصحيح البخارى
- তাফসীরুল কুরআন
- ফাতওয়ায়ে সাইফিয়া
- সহীহ ও গ্রহণযোগ্য হাদীসের আলোকে আহনাফের নামাজ
- ভুল সংশোধন
- সুন্নত ও বেদয়াত

আরো অনেক রেসালা ও শরুহাত